NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com

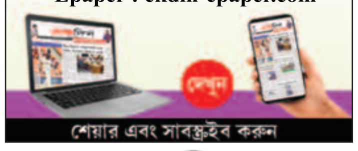

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ হিন্দুত্বের জাগরণেই হবে এই ভারতের পুনরুত্থান

বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া আরামবাগে ভোট শান্তিপূর্ণ ৬

কলকাতা ২১ মে ২০২৪ ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ মঙ্গলবার সপ্তদশ বর্ষ ৩৩৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 21.5.2024, Vol.17, Issue No. 338, 8 Pages, Price 3.00

বিক্ষিপ্ত অশান্তি, খানিক বৃষ্টির মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন পঞ্চম দফাও

নিজস্ব প্রতিবেদন: আশঙ্কা ছিল। সেই মতো ছিল প্রস্তুতিও। কিন্তু দিনের শেষে প্রায় শান্তিপূর্ণ ভাবেই শেষ হল পঞ্চম দফার নির্বাচন। শুধু বেলা ১১ টা থেকে শুরু হওয়া, ঘণ্টা খানেকের ভারী বৃষ্টি কিছুটা তাল কেটেছিল। যদিও তারপর ঠান্ডা আবহাওয়ায় মানুষ ভোট দিয়েছেন উৎসবের মেজাজে। তবে অশান্তি একবারে হয়নি তা নয়। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব জানিয়েছেন, সাত আসনে সামগ্রিক ভোটদানের হার ৭৩ শতাংশ। আগের চার দফার মতো পঞ্চম দফাতেও ভোটের হার স্বাভাবিকের থেকে কম। পশ্চিমবঙ্গে এদিন যে সাতটি আসনে ভোট হলো সেখানেও এই ধারা বজায় রয়েছে। ২০১৯-এর লোকসভা বা ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের নিরিখে ভোট শতাংশের হার কমেছে।

বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে সোমবার বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৭৫.৭৩ শতাংশ। এই কেন্দ্রে ২০১৯ সালে ভোটের হার ছিলো ৮২.৬৩ শতাংশ আর ২০২১ সালে এই কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা নিয়ে মোট ভোট পড়েছিলো ৮৪.১৪ শতাংশ। ১৫ নম্বর ব্যারাকপুর কেন্দ্রে এদিন ভোট পড়েছে ৬৮.৮৪ শতাংশ। এই কেন্দ্রে ২০১৯ সালে ভোটের হার ছিলো ৭৬.৯২ শতাংশ আর ২০২১ সালে এই কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা নিয়ে মোট ভোট পড়েছিলো ৭৬.২৪ শতাংশ। ২৫ হাওড়া কেন্দ্রেও ভোট পড়েছে ৬৮.৮৪ শতাংশ। এই কেন্দ্রে ২০১৯ সালে ভোটের হার ছিলো ৭৪.৭৮ শতাংশ আর ২০২১ সালে এই কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা নিয়ে মোট ভোট পড়েছিলো ৭৫.৫৯ শতাংশ। ২৬ উলুবেড়িয়া কেন্দ্রে এদিন ভোট পড়েছে ৭৪.৫০ শতাংশ। উলুবেড়িয়া কেন্দ্রে ২০১৯ সালে ভোটের হার ছিলো ৮১.১৬ শতাংশ আর ২০২১ সালে এই কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা নিয়ে মোট ভোট পড়েছিলো ৮৩.৮৭ শতাংশ। ২৭ শ্রীরামপুর কেন্দ্রে সোমবার বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৭১.১৮ শতাংশ। এই কেন্দ্রে ২০১৯ সালে ভোটের হার ছিলো ৭৮.৪৮ শতাংশ আর ২০২১ সালে এই কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা নিয়ে মোট ভোট পড়েছিলো ৭৯.৩৫ শতাংশ।

বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোটদানের হার

বাংলায় মোট ভোটদানের হার	৭৩ শতাংশ
আরামবাগ	৭৬. ৯০ শতাংশ
উলুবেড়িয়া	৭৪. ৫০ শতাংশ
বনগাঁ	৭৫.৭৩ শতাংশ
শ্রীরামপুর	৭১. ১৮ শতাংশ
ব্যারাকপুর	৬৮. ৮৪ শতাংশ
হুগলি	৭৪. ১৭ শতাংশ
হাওড়া	৬৮. ৮৪ শতাংশ

২৮ নম্বর হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে সোমবার বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৭৪.১৭ শতাংশ। এই কেন্দ্রে ২০১৯ সালে ভোটের হার ছিলো ৮২.৪৭ শতাংশ আর ২০২১ সালে এই কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা নিয়ে মোট ভোট পড়েছিলো ৮৩.১২ শতাংশ এবং ২৯ আরামবাগ লোকসভায় সোমবার বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত ভোটের হার ৭৬.৯০ শতাংশ। আরামবাগ কেন্দ্রে ২০১৯ সালে ভোটের হার ছিলো ৮২.৫৭ শতাংশ আর ২০২১ সালে এই কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা নিয়ে মোট ভোট পড়েছিলো ৮৫.১০ শতাংশ।

বড়সড়ো কোন অশান্তি না হলেও ছোটখাটো বিক্ষিপ্ত গন্ডগোল একেবারে এড়ানো যায়নি। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব জানিয়েছেন, এদিন কমিশনের কাছে মোট ১৯৯২ অভিযোগ জমা পড়েছে। বিভিন্ন জায়গায় গোলমাল পাকানোর ঘটনায় মোট গ্রেপ্তার হয়েছেন ৯০ জন। হাওড়ার বালির ১৮৭ বুথে একজন ভুয়ো ভোটার এবং হাওড়ায় ঘুষুরির ১৭২ নম্বর বুথ একজন পোলিং এজেন্টকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ব্যারাকপুরে বিজেপি নেতা কৌস্তভ বাগচির গাড়ি ভাংচুরের ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এক মহিলা পোলিং এজেন্টের শ্লীলতাহানির অভিযোগে হাওড়ার বালিতে ১৭৬ নম্বর বুথের একজন প্রিসাইডিং অফিসারকে সরানো হয়েছে। বিড়লা হাইস্কুল, জাঙ্গিপাড়া তে ১৯৪/৩৫ ৯১৫/৩৫ বুথ এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের বিরুদ্ধে মহিলাদের শ্লীলতাহানি করার অভিযোগে কমিশন ওই গোটা দলটিকে সরিয়ে দেয়। এ বাদ দিয়ে নির্বাচন ছিল প্রায় ঘটনাবিহীন।

আদিবাসীদের উন্নয়নে তৃণমূল বড় বাধা: মোদি

চিত্ত মাহাতো ● ঝাড়গ্রাম

আদিবাসীদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে তৃণমূল বড় বাধা বলে ঝাড়গ্রামের জনসভায় মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী প্রণত টুডুর সমর্থনে কর্মী-সমর্থকদের ভিড়ে কানায় কানায় ভর্তি ঘোড়াধরা স্টেডিয়ামে সভা করেন প্রধানমন্ত্রী।

সেই সভাতে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর রাতে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে অনেকটাই সময় কাটাই। তাদেরকে আক্রমণ করেছে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। কংগ্রেস তৃণমূল আদিবাসীদের এগিয়ে যেতে দিতে চায় না। তার প্রমাণ দেশে প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি হিসেবে দ্রৌপদী মুর্মুকে সমর্থন না করে তার বিরোধিতা করেছিল কংগ্রেস তৃণমূল-সিপিএম। একজন আদিবাসী মহিলাকে দেশের সবথেকে বড় সাংবিধানিক পদে বসানোর ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই রাজনৈতিক দলগুলি। কিন্তু আপনারা দেখেছেন আদিবাসীদের উন্নয়নের বা অগ্রসরের পথ সুগম করতে এই দেশে মোদি আছে। তৃণমূল একজন আদিবাসী মহিলাকে যখন রাষ্ট্রপতি করতে চায়না তখন আদিবাসীদের কাছে তাদের ভোট চাওয়ার কোনও অধিকার কি থাকতে পারে? এইবারের ভোটে তাদের পরিষ্কার করুন।

তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের কেন্দ্র সরকার দেশের সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়গ্রামের বিকাশের জন্য কাজ করে চলেছি। আমরা নতুন মেডিক্যাল কলেজ দিয়েছি। ঝাড়গ্রাম থেকে চাকুলিয়া স্টেশন পর্যন্ত তৃতীয় লাইন তৈরি করেছি। ঝাড়গ্রাম স্টেশনকে আধুনিক করা হয়েছে। এ রাজ্যে যেসব দুর্নীতি হয়েছে তা পুরো বাঙালি জাতির দুর্ভাগ্য। তাই তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার আগে এই রাজ্যের মানুষকে ভাবতে হবে।’

তমলুকে অভিজিৎ গাঙ্গুলি, কাঁথি কেন্দ্রে সৌমেন্দু অধিকারী, মেদিনীপুর কেন্দ্রে অগ্নিমিত্রা পল এবং ঘাটাল কেন্দ্রে হিরন্ময় চট্টোপাধ্যায় এগিয়ে রয়েছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই বলেও তিনি মন্তব্য করেন। ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রে প্রণত টুডুকে জেতান বলেও জনগণের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানান মোদি। তাকে ভোট দেওয়া মানে আপনার ভোট মোদিকে দেওয়া। মোদি বলেন, ‘আপনার ভোট মোদির খাতায় জমা হবে। যে মোদি ভারতবাসীর স্বপ্ন পূরণে দিনরাত কাজ করে চলেছে। আমি আপনাদের কাজ করে চলেছি, আপনারা আমার কাজটা করে দিন। ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রে প্রণত টুডুকে জয়ী করুন। আপনারা আপনাদের পরিবার বন্ধুদের সকলকে গিয়ে বলুন মোদিজি আপনাদের সকলকে প্রণাম জানিয়েছে। গতবার ঝারগ্রাম কেন্দ্রে আপনারা আমাদের প্রার্থীকে জয়ী করেছিলেন। আমরা আমাদের উন্নয়নের কাজ করেছি। সেজন্য ঝাড়গ্রামবাসীকে জোহার এবং বিনম্র নমস্কার জানাই।’

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সোমবার প্রথমে অভিজিৎ গাঙ্গুলির সমর্থনে পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক কেন্দ্রে সভা করার কথা ছিল। কিন্তু বিশেষ কারণে মোদিজির হেলিকপ্টার সেখানে ল্যান্ড করতে পারেনি। এজন্য তিনি সেখানে সভা না করে ঝাড়গ্রামে চলে আসেন। এখান থেকেই লাইভ করা হয় মোদির বক্তব্য। বড় পর্দায় তমলুকের সভায় উপস্থিত হাজার হাজার মানুষ মোদির সেই বক্তব্য শোনেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, পঞ্চম দফায় যে ভোট হয়েছে, তাতে তৃণমূল কংগ্রেস এবং ইন্ডিয়া জোট পরাস্ত হয়েছে। চার তারিখ যখন রেজাল্ট বের হবে তখন তারা দেখবেন একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছে।’

কপ্টার দুর্ঘটনায় প্রয়াত ইরানের প্রেসিডেন্ট-সহ ৮

এক দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ভারতে

দুঃখপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২০ মে রাইসির মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আসার পরেই একটি শোকবার্তা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জানান, এই দুঃখের সময়ে ভারত ইরানের পাশে রয়েছে। সোমবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডলের একটি পোস্টে মোদি লেখেন, ‘ইরানের ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট রাইসির বেদনাদায়ক মৃত্যুতে আমি গভীর ভাবে শোকাহত। ভারত-ইরান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করতে তাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর পরিবার এবং ইরানের মানুষকে আমি আমার অন্তরের সমবেদনা জানাই।’

তেহরান, ২০ মে: কপ্টার দুর্ঘটনায় প্রয়াত ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি। সোমবার সকালেই সেদেশের সরকারি সংবাদমাধ্যমের তরফে তাঁর মৃত্যুর কথা জানানো হয়েছে। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী ও আটজন সিনিয়র আধিকারিকও। সেদেশের সরকারি সংবাদমাধ্যমের তরফে প্রকাশ করা হয়েছে একটি ভিডিও। যে ভিডিওয় রাইসি ও বাকিদের চপারে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে। আরও একটি ক্লিপও শেয়ার করা হয়েছে, যেটি চপারে ওঠার প্রায় ৩০ মিনিট আগের। সেখানে রাইসিকে অন্য আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করতে দেখা যাচ্ছে। এরই ১৬ ঘণ্টা পর উদ্ধার হয় চপারের ধ্বংসাবশেষ। অন্যদিকে, রইসির মৃত্যুতে আজ এক দিনের জন্য রাষ্ট্রীয় শোকপালনের কথা ঘোষণা করেছে নয়াদিল্লি। যে জায়গায় ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসির চপার ভেঙে পড়েছিল, সেখানে উদ্ধারকাজ শেষ হওয়ার পর প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, রাইসি এবং অন্য নিহত ব্যক্তিদের দেহ তাবরিজ শহরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তার পর ইরানের পূর্ব আজারবাইজান প্রদেশে শেষকৃত্য হবে নিহত ব্যক্তিদের। রাইসির মৃত্যুর খবর আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে নিয়ে ইরানের মন্ত্রিসভা জানিয়েছে, সরকারি কাজে কোনও ছেদ পড়বে না। সে দেশের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আলি খামেনেই জানিয়েছেন, দেশে পাঁচ দিন ধরে জাতীয় শোক চলবে। রাইসির জায়গায় আপাতত ইরানের শাসনভার সামলাবেন ভাইস প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মোখবার। আজারবাইজান সীমান্ত লাগোয়া পার্বত্য অঞ্চলে চপার ভেঙে পড়ে রইসি ছাড়াও মৃত্যু হয়েছে ইরানের বিদেশমন্ত্রী হোসেন আমিরাবদোল্লাহিয়ানের। রবিবারই জানা গিয়েছিল যে, পর্বতে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে পড়েছে রাইসির চপার। ওই চপারেই ছিলেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী।

গড় রক্ষার জন্য দিনভর সক্রিয় ভূমিকায় অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: গড় রক্ষা করতে দিনভর লোকসভা কেন্দ্রের এপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে বেড়ালেন ব্যারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। কখনো বিজেপি এজেন্টদের বুথ থেকে বের করে দেওয়ার খবর পেয়ে, কখনো বুথ দখলের অভিযোগ ওঠায়। বিজপুর থেকে শ্যামনগর, আমডাঙা থেকে টিটাগড়। জয়ের ব্যাপারে আগে থেকেই ইতিবাচক মনোভাব দেখালেও কোথাওই বিন্দুমাত্র ঝুঁকি নেননি পদ্ম শিবিরের সেনাপতি। সকালে বাড়ির কাছের কেন্দ্রে ভোট দেওয়া সেরেই বেরিয়ে পড়েন অর্জুন। তারপর তার কনভয় বিরাম নেয়নি এক মুহূর্তও। ভোট শেষ পর্যন্ত অর্জুনের রথ ছুটে বেড়িয়েছে শিল্পাঞ্চলের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে।

বীজপুর বিধানসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডে ১৭৪, ১৭৫ ও ১৭৬ নম্বর বুথে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ তোলেন ব্যারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী। বেলা গড়াতেই বুথ জ্যামের অভিযোগকে কেন্দ্র করে নতুন করে অশান্তি ছড়ালে সেখানে পৌঁছন অর্জুন সিং। সেই সময় সেখানে তাঁকে ঘিরে ধরে স্লোগান দিতে থাকেন তৃণমূল কর্মীরা। যার জেরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় ওই এলাকায়। পলতা পাড়া কমলপুর ৪৯, ৫০,৫২ নম্বর বুথে বিজেপি এজেন্টকে বের করে দেওয়া অভিযোগ ওঠে জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যামের বিরুদ্ধে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন ব্যারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। বিজেপি এজেন্টদের বুথে ঢোকাতে গেলে তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা কর্মী সমর্থকরা তাকে বাধা দেন। প্রার্থীকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। তবে শেষ পর্যন্ত বিজেপি এজেন্টদের বুথে পৌঁছেই তবে সেখান থেকে বের হন অর্জুন সিং। বুথের মধ্যে দাঁড়িয়ে রাজ্য পুলিশ তৃণমূলের হয়ে ভোট করাচ্ছে, এমন অভিযোগও তোলেন অর্জুন। আবার টিটাগর পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডেও বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংকে ঘিরে বিক্ষোভ শুরু হয়। বুথ জ্যামের খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছন অর্জুন সিং। সেখানে তাঁকে কালো পতাকা দেখানো হয়। ওঠে ‘গো ব্যাক’ স্লোগান। পালটা অর্জুনের সমর্থনে বুথে জড়ো হন বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। বিজেপি প্রার্থীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা জনতাকে সরানোর চেষ্টা করেন। পরে পদস্থ পুলিশ কর্তাদের নির্দেশে বিরাট বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনে।

অর্জুন সিং দাবি করছেন, পায়ের তলায় মাটি নেই বলেই এই ধরনের কাজ করছে রাজ্যের শাসকদল। ভোটের শেষ বেলায় জগদ্দল বিধানসভার ছোট শ্রীরামপুর এলাকায় বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডের উপর হামলার অভিযোগ। ব্যারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের মুখ্য নির্বাচনী এজেন্ট প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডের অভিযোগ ২৩৩,২৩৪,২৩৫ নম্বর বুথে তৃণমূল কংগ্রেস রিগিং করছে, এই অভিযোগ পেয়ে সেখানে গেলে দুষ্কৃতীরা তাদের উপর চড়াও হয়। তাদের মারধোর ও গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। ওই ঘটনায় প্রিয়ঙ্গু বাবুর সঙ্গে তার ভাইও আহত হয়েছেন।

তুলনামূলকভাবে ব্যারাকপুরে অর্জুনের প্রধান প্রতিপক্ষ পার্থ ভৌমিকের গতিবিধি ছিল অনেকটাই সীমিত। এদিন সকালে নৈহাটির বড়মার মন্দিরে পুজো দিয়ে দিনটা শুরু করেন তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিক। পরবর্তীতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে বিভিন্ন বুথ পরিদর্শনে বের হন পার্থ। বিভিন্ন বুথে গিয়ে ভোট কেমন পরিচালনা হচ্ছে খতিয়ে দেখেন তিনি। যদিও দিনের শেষে জয়ের ব্যাপারে তুমুল নিশ্চিত ব্যারাকপুব কেন্দ্রের এই দুই প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী।

তমলুকের ফল উত্তর দেবে হাজারো প্রশ্নের

শুভাশিস বিশ্বাস

২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে সার্চলাইটের আলোয় তমলুক লোকসভা কেন্দ্র। কারণ, সম্প্রতি বেশ কিছু ঘটনায় বঙ্গ রাজনীতিতে তোলপাড় ফেলেছেন এখানকারই বিজেপি প্রার্থী প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। যার সূত্রপাত হলদিয়ার চৈতন্যপুরে। এখানকার একটি সভা থেকে অভিজিৎকে কুরুচিকর মন্তব্য করতে সোনা যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে, যা মোটেই ভালোভাবে নেননি তৃণমূলের নেতাকর্মীরা। তাঁরা স্পষ্ট জানান, ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করেছেন অভিজিতবাবু। এতে শুধু মুখ্যমন্ত্রীই নন, বাংলার নারী সমাজকেই অপমান করেছেন তিনি। আর এমন এক ভুলের মাসুল কড়ায়-গণ্ডায় গুণতে হবে অভিজিৎ-কে এমনটা মনে রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরাও। তাঁর এই মন্তব্য মোটেই ভালো চোখে তমলুকবাসী নেননি সে ব্যাপারে তাঁরা ১০০ শতাংশ নিশ্চিত। আর এই ভুলেই নির্বাচনী দৌড়ের প্রথম ল্যাপে অভিজিতকে বোধহয় অনেকটাই পিছনে ফেললেন দেবাংশু। তবে তমলুক কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী অভিজিতের অ্যাডভ্যান্টেজ হল, অধিকারী পরিবারের একচ্ছত্র প্রভাব রয়েছে এই কেন্দ্রে। এদিকে আবার শুভেন্দু অধিকারী বিজেপিতে যাওয়া সবুজ গড়ে এখন গেরুয়ার আধিপত্য। এদিকে ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে তমলুকের চার প্রার্থী-ই ‘বহিরাগত’। ফলে এই ইস্যুতে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে বিজেপি-তৃণমূল দুই শিবিরেই। এদিকে আইএসএফ-এর তরফে প্রার্থী করা হয়েছে মহিউদ্দিন আহমেদকে। মহিউদ্দিন নিজে আপার প্রাথমিক চাকরিপ্রার্থী। বহরমপুরের মহিউদ্দিন থাকেন কৈখালিতে।

এরপর দুয়ের পাতায়

বাঁকুড়া: মমতার তিরে ফের কার্তিক মহারাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোটের মাঝে সাধুদের সঙ্গে রাজনীতির যোগ নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে ইতিমধ্যে যথেষ্ট শোরগোল পড়েছে বিভিন্ন মহলে। ভারত সেবাশ্রমের কার্তিক মহারাজের নাম উল্লেখ করে ভোটে বিজেপির হয়ে প্রচার এবং তৃণমূলের এজেন্টদের বসতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তোলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তা নিয়ে পালটা মমতার বিরুদ্ধে আইনি নোটিস পাঠান কার্তিক মহারাজও। কিন্তু কার্তিক মহারাজকে নিয়ে নিজের বক্তব্যে এদিনও অনড় থাকতে দেখা যায় তৃণমূল সুপ্রিমোকে।

সোমবার বাঁকুড়ার নির্বাচনী সভা থেকে এ বিষয়ে ফের বক্তব্য রাখলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, ‘আমি রামকৃষ্ণ মিশনের বিরুদ্ধে নই। কেনই বা হব? কেন একটা প্রতিষ্ঠানকে শুধু শুধু অপমান করব? গঙ্গাসাগরে যে ভারত সেবাশ্রম আছে, সেখানে আমি যাই। ওঁরা আমাকে খুব ভালোবাসে, যত্ন করে, ওরা দেশের জন্য খুব কাজ করে। আমি একটি লোকের নাম করে কথা বলেছি, কার্তিক মহারাজ। তিনি ভোটের সময় আমাদের এজেন্টকে বুথে বসতে দেননি। মুর্শিদাবাদে যে দাঙ্গা হল কদিন আগে, তার হোতা ছিলেন।’ কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে আরও ক্ষোভ উগরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, ‘উনি ওখানে ধর্মের নামে বিজেপির প্রচার করে বেড়ান। আমি বলি, আপনি বিজেপি করুন। কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু বিজেপির চিহ্নটা বুকে লাগিয়ে করুন। আড়াল থেকে নয়।’

লোকসভা ভোটের আগে মুর্শিদাবাদের বেশ কয়েকটি জায়গা অশান্ত হয়ে উঠেছিল। যার জেরে সেখানকার পুলিশ প্রশাসনে রদবদল করে নির্বাচন কমিশন। বেশ কয়েকজন পুলিশ আধিকারিককে বদলি করা হয়েছিল। সেই ঘটনার কথা উল্লেখ করেও কার্তিক মহারাজের দিকেই আঙুল তুললেন তৃণমূল সুপ্রিমো। তাঁর কথায়, ‘আমার কাছে সব খবর থাকে। আপনি ধর্মের নামে এলাকায় বিজেপির প্রচার করেন। দলের কর্মীরা আমাকে বলেছেন যে বুথে এজেন্ট বসতে দিচ্ছে না কার্তিক মহারাজ। আমাদের বাংলায় ভোটের সময়ে আমাদেরই বুথে বসতে দেবেন না, অশান্তি করবেন, তা হবে না। আগে এখানে অধীর চৌধুরী অশান্তি করত, এখন বিজেপি অশান্তি করে।’

হাওড়াতে ভোট দিতে পারলেন না মুখ্যমন্ত্রীর ভাই খালি হাতেই ফিরলেন ভোট কেন্দ্র থেকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: নিজের ভোট দিতে গিয়ে ভোট দিতে পারলেন না মুখ্যমন্ত্রীর ভাই বাবুন ওরফে স্বপন বন্দোপাধ্যায়। সোমবার হাওড়ার ভোট গ্রহণের দিন ঘটলো অবাক কাণ্ড। যদিও নিজের সঙ্গে ঘটা গোটা ঘটনায় যথেষ্টই অবাক মুখ্যমন্ত্রীর ভাই বাবুন। হাওড়ার ভোট গ্রহণ কেন্দ্র থেকেই ভোট না দিয়েই তাকে ফিরতে হল। সোমবার লোকসভা নির্বাচনের পঞ্চম দফার ভোটগ্রহণ পর্বের মধ্যেই সোমবার ভোট দিতে পারলেন না হাওড়ার ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের দীর্ঘদিনের ভোটার তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে জেলা প্রশাসন মহলে। মুখ্যমন্ত্রীর ভাই হয়েও ভোট দিতে পারলেন না। এই ঘটনায় অবাক বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও। বরাবরের ভোটার তিনি হাওড়ার। সেখানে তিনিই ভোট দিতে এসে ফিরে গেলেন!

এদিকে ভোট দিতে না পারার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর ভাই বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায় কোনও

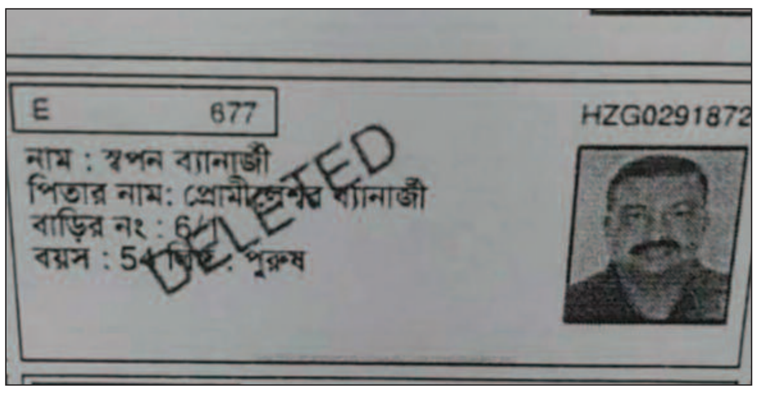

প্রতিক্রিয়া দেননি। যদিও ঘটনায় যথেষ্টই অবাক হয়েছেন। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়েছে বলে তিনি ভোট দিতে পারেননি বলেই সূত্রের খবর। সূত্রের খবর ২০২২ সালেই নাম উঠেছিল। মধ্য হাওড়ায় ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডে রামকৃষ্ণ স্কুলে ভোট দিতে গিয়েছিলেন বাবুন। কিন্তু, পৌঁছে দেখেন ভোটার তালিকায় তাঁর নামের উপরে ডিলিটেড লেখা।

যদিও এই ঘটনা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব বলেই দায় ঝেড়েছে শাসক দল। সূত্রের খবর এই বিষয়টি নির্বাচন কমিশনই দেখে। তাই তারাই কোনও কলকাঠি নেড়েছে বলেই মনে করছে শাসক দল।

অন্যদিকে হাওড়া লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মধ্য হাওড়ার ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের ভোটার বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের ক্রীড়াজগতের সঙ্গে যুক্ত তিনি। তাছাড়া হাওড়াতে নানা সমাজ সেবামূলক কাজ করে থাকেন বাবুন। সোমবার পঞ্চম দফার ভোট চলছিল হাওড়ায়। তাই এদিন নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে দুপুরে সেখানে হাজির হয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই। আর তারপরই এগিয়ে গিয়ে কার্যত হতাশ হতে হল তাঁকে। কারণ ভোটার তালিকায় তাঁর নাম নেই বলে দেখিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর নাম কাটা গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে ব্রিগেড সমাবেশের মঞ্চ থেকে ৪২টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করে তৃণমূল কংগ্রেস। হাওড়া লোকসভা কেন্দ্রে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে টিকিট দেওয়া নিয়ে বিরোধিতা করেন বাবুন। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে ত্যাজ্য ভাই করার কথা বলেছিলেন। পরে যদিও সব মিটে যায় বলেই সূত্রের খবর।

জয়ের মার্জিন লক্ষাধিক ভোট, দাবি অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: লক্ষাধিক ভোটের ব্যবধানে তিনি জিতছেন। নির্বাচন শেষে সোমবার সন্ধেয় জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই দাবি করলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। তিনি বলেন, ব্যারাকপুরের জনতা মোদিজিকে আশীর্বাদ করেছেন। সেই আশীর্বাদে আগামী ৪ ঠা জুন ভালো ফল মিলবে। তাঁর দাবি, ব্যারাকপুরের জনতা মোদিজির সঙ্গে ছিল, আছে এবং থাকবে। তৃণমূল নেত্রীকে নিশানা করে তিনি বলেন, দলের নিয়ন্ত্রণ এখন মমতা ব্যানার্জির হাতে নেই।

জগদ্দলে বিজেপি প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্টের গাড়ি ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভোটের শেষ লগ্নে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের মুখ্য নির্বাচনী এজেন্ট প্রিয়াঙ্গু পান্ডের গাড়ি ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। জগদ্দল বিধানসভার অন্তর্গত ভাটপাড়া পুরসভার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের ছোট শ্রীরামপুর এলাকার ঘটনা। বিজেপি নেতা তথা প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট প্রিয়াঙ্গু পান্ডে জানান, ছোট শ্রীরাম প্রাইমারি স্কুলের বুথ ঘুরে যাবার সময় পিছনে থাকা তাঁর গাড়িতে ভাই আনন্দ পান্ডে ছিলেন। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের সুজিত চৌধুরী ওরফে কালু, বিপিন, বিধান দলবল নিয়ে গাড়ি থামিয়ে ভাইকে মারধর করে এবং গাড়িতে ভাঙচুর চালায়।

শিক্ষা দপ্তরের অনুমতি ছাড়া কোনও স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ নয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিক্ষা দপ্তরের অনুমতি ছাড়া আংশিক সময়ে কোনও স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ করা যাবে না। সোমবার রাজ্য সরকারের তরফে এই কথা জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের এই নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে।

সম্প্রতি কয়েকটি বিজ্ঞাপন শিক্ষা দপ্তরের নজরে এসেছে। সেখানে দেখা গিয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা সরকারি স্কুলগুলি নিজেদের প্রয়োজন মতো আংশিক সময়ের শিক্ষক নিয়োগ করছে। মাসিক ১২০০ থেকে ২০০০ টাকার বিনিময়ে এই নিয়োগ করা হচ্ছে। জানানো হয়েছে, আবেদনকারীর বিএড আবশ্যিক করা হয়েছে। এই সমস্ত বিজ্ঞাপন দেখে শিক্ষা দপ্তর জানিয়েছে, আগাম অনুমতি ছাড়া কোনও আংশিক সময়ের শিক্ষক নিয়োগ করা যাবে না। শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশের প্রেক্ষিতে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকরা স্কুলগুলিতে এই নোটিস পাঠিয়ে দিচ্ছে।

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের নির্দেশ মেনে আপাতত স্কুলগুলিতে আংশিক সময়ের শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদিও শিক্ষক সংগঠনগুলি মনে করছে, যেহেতু মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে দীর্ঘদিন ধরে কোনও শিক্ষক নিয়োগ হয়নি। তাই স্কুলগুলির পঠন পাঠনের স্বার্থে আংশিক সময়ের শিক্ষক নিয়োগ প্রয়োজন। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠন যাতে ঠিক মতো হতে পারে, সেজন্য শিক্ষা দপ্তরকে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি ত্বরান্বিত করা উচিত।

প্রকৃত মৃতের নাম থাকলেও জীবিতদের নাম নেই ভোট দিতে না পেরে আক্ষেপ দম্পতির

রাজীব মুখোপাধ্যায় ● হাওড়া

ভোটের দিন ভুয়ো ভোটারের খবর একাধিক ঘটলেও হাওড়াতে ভোটের দিন ঘটল এক অবাক করা ঘটনা। নিজেদের স্বচিত্র ভোটের আইডি কার্ড সহ ভোট দিতে আসেন সাঁকরাইল ব্লক এলাকার দুই দম্পতি। মানিকপুর আদর্শ বিদ্যাপীঠ স্কুলের ২৩০ নম্বর বুথে ঘটে এই আশ্চর্য্য ঘটনাটি। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে ভোট দিতে এসে জানতে পারেন ভোটার লিস্ট অনুযায়ী তারা দু'জনেই মৃত। অগত্যা জীবিত থাকা সত্ত্বেও ভোটার লিস্টে মৃত ব্যক্তি হওয়াতে ভোট না দিয়েই দম্পতিকে ফিরে আসতে হয়। ঘটনাতে ভোটকর্মী সহ সকলেই অবাক হয়ে যান। এই ঘটনা প্রসঙ্গে স্বামী নিমাই সর্দার জানান, 'আমি পঞ্চায়েতের নির্বাচনেও ভোট দিয়েছি। এইবারে এসেছিলাম ভোট দিতে, তবে দিতে পারলাম না। আমার নাম মৃত বলে ভোটার লিস্টে আছে। আমি এত কিছু জানি না। কাউকে জিজ্ঞাসাও করিনি। আমার বাড়িতে ভোটের স্লিপ দিতেও কেউ এসেনি।'

একই অভিযোগ আনেন স্ত্রী রিতা সর্দার অভিযোগ করে বলেন, 'আমরা ভোট দিতে গিয়ে জানতে পারি আমাদের নাম নেই ভোটে। আমার নাম বাদ চলে গেছে। আমাদের মৃত বলে দেখানো হয়েছে। অথচ যারা প্রকৃত মৃত, তাদের নাম আছে ভোটের তালিকাতে। আর আমরা জীবিত আমাদের নাম নেই। এবারে আর ভোট দেওয়া হল না।'

করোনার সাব ভ্যারিয়্যান্টের দাপটে আক্রান্ত বাংলার ৩৬ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: করোনার দাপট কেটে গেলেও কপালে ভাঁজ ফেলছে তার সাব ভ্যারিয়্যান্টরা। করোনার সাব ভ্যারিয়ান্টের মধ্যে জেএন.১ দাপট বেশ সমস্যায় ফেলেছিল। সিঙ্গাপুর, ইউএসএ, ইউকে, দক্ষিণ কোরিয়া, নিউজিল্যান্ডের মতো বেশ কয়েকটি দেশে জেএন.১-কে সরিয়ে সংক্রমণের বাজারে মাথাচাড়া দেয় 'ফ্লার্ট' গোত্রের উপপ্রজাতি। ফ্লার্ট গোত্রের মধ্যে রয়েছে ওমিক্রনের চারটি মিউটেশন- এফ, এল এবং আর, টি। তাকেই সংক্ষেপে ফ্লার্ট বলা হয়। এদিকে নভেল করোনা ভাইরাস কী ভাবে নিরন্তর মিউটেশনের পর রূপ বদলে নতুন নতুন ভ্যারিয়্যান্ট হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে, তার উপর নজরদারির জন্য দেশের ৬৭টি জেনেটিক ল্যাব নিয়ে তৈরি হয়েছিল 'ইনসাকগ'।

তমলুকের ফল উত্তর দেবে হাজারো প্রশ্নের

প্রথম পাতার পর...

দীর্ঘদিন ধরে চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। তবে তমলুক আসন বেছে নেওয়ার কারণ হিসেবে মহিউদ্দিন জানান, 'বাংলাজুড়ে শিক্ষিত যুব সমাজের যে আর্তনাদ তা মানুষের কাছে তুলে ধরতে চাই। রাজ্য সরকার চাকরি দেয়নি। এই মূল ইস্যুকে ঘোরাতে চাই না। অন্য কোথাও গেলে ইস্যুটা থাকবে না। স্থানীয় ইস্যু এসে যাবে।' বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তমলুক ঠিক কার দখলে, তার হিসেব ঢুঁজতে গেলে নিক্তিটা সামান্য ঝুঁকে তৃণমূলের দিকেই। কারণ, এই লোকসভা কেন্দ্রের ৭টি বিধানসভা তমলুক, পূর্ব পাঁশকুড়া, ময়না, নন্দকুমার, মহিষাদল, হলদিয়া, নন্দীগ্রামের মধ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ফল অনুসারে পাঁশকুড়া, পূর্ব তমলুক, নন্দকুমার ও মহিষাদল তৃণমূলের দখলে। অন্যদিকে ময়না, হলদিয়া, নন্দীগ্রামের মতো গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিধানসভা রয়েছে বিজেপির দখলে। এদিকে আবার এই লোকসভার দুটি পুরসভাও রয়েছে তৃণমূলের দখলে। তবে তৃণমূল-বিজেপির রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের মাঝে মাথা তুলছে বামেরাও। এবারের নির্বাচনে বামদের তরফ থেকে প্রার্থী করা হয়েছে আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আর এই সায়নের প্রচার ঘিরে সম্প্রতি যে ঘটনা ঘটে গেল তাতে রাজনৈতিক মহলে ধারনা, কোথাও একটা বামদের উত্থানকে ভয় পাচ্ছে বিজেপি। কারণ, নন্দীগ্রামে সায়ন প্রচার করার সময় বিজেপির আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। শুধু তাই নয়, সিপিআই(এম) কর্মী সমর্থক এবং প্রার্থীকে উদ্দেশ্য করে অশ্রাব্য গালিগালাজও করে। এরপর বিজেপি কর্মীরা প্রচারে বাধা দিতে এলে পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন সিপিআই(এম) কর্মীরা। এই পাল্টা প্রতিরোধে মুণে পিছু হটে বিজেপি দুষ্কৃতীরা। এমন ঘটনার পর সায়ন জানান, 'যারা কয়েকদিন আগে তৃণমূলে দুষ্কৃতী ছিলেন তারা আজ বিজেপির দুষ্কৃতী। এলাকার মানুষজন আমাদের প্রচারে সাড়া দিচ্ছেন। তারা বাইরে এসে কথা বলছেন। সমস্যার কথা জানাচ্ছেন। এই দেণে বিজেপি ভয় পাচ্ছে। তারই জেরে এই ধরনের ঘটনা।' শুধু তাই নয়, লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হওয়ার পরেই তমলুকের মাঠঘাট রাস্তা দাপিয়ে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তীব্র দাবদহকে উপেক্ষা করেও ভোট প্রচার ও জনসংযোগ জারি রাণছেন তিনি। এছাড়াও সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচারে একসঙ্গে পথ হাঁটতে দেখা যাচ্ছে 'হাত' আর 'কাস্তে-হাতুড়ি'-কে। যা বিরোধী শিবিরের কপালে ভাঁজ ফেলতে বাধ্য।

অন্যদিকে, বিজেপি প্রার্থী অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শাসকদলকে বিঁধতে নিশানা করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই। তিনি জানান, 'আমি মুখ্যমন্ত্রী থাকলে তখন চাকরি বিক্রি হত না। তা পরীক্ষা দিয়েই সঠিকভাবে হত। তাহলে এই দুর্নীতি উন্মেষই হত না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্নীতি হতে দিয়েছেন। আর এই বিষয়ে উনি সচেতন। সবটাই উনি জানতেন। মমতা জানতেন না এটা হতেই পারে না।' সঙ্গে এও জানান, 'মমতা কতটা যুক্ত এর সঙ্গে সেটা আতস কাঁচের নিচে হয়তো চলে এসেছে। এখন বাংলায় কে মুখ্যমন্ত্রী আছেন তা আমি জানি না। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী বলে স্বীকার করি না। এটা আমি অনেক আগেই বলেছি। এখন দলের নেত্রী তিনি চুরিতে সম্মতি দিচ্ছেন তার সক্রিয় যোগ রয়েছে বলে আমরা ধারণা পরে তদন্ত হলে বেরোবে আছে কী নেই। তখন আমি ভুল প্রমাণিত হলে হতেও পারি।'

তবে সবকিছুর মধ্যে নজর কাড়ছেন হালকা দাড়ি, চোখে চশমা পরিহিত বছর আঠাশের দেবাংশু। যিনি সভামঞ্চে দাঁড়ালে উদ্বেলিত হয় জনতা। স্লোগানে ওঠে হাততালির ঝড়। অন্যদিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর ফলোয়ারের সংখ্যাও লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। রাজ্যের শাসকদলের সোশ্যাল মিডিয়া সেলের দায়িত্বও তাঁর কাঁধে। আর এই দেবাংশুর হয়ে প্রচারে গিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো জানান, তিন বছর আগে হারের 'বদলা' ইভিএমে নিতে চাইছেন তিনি। আর একটা লক্ষ্য নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বেশি করে লিড নেওয়া। আর সেটা হলে যে হারের ক্ষতে অনেকটাই প্রলাপ পড়বে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

ফলে স্বাভাবিকভাবেই বঙ্গ রাজনীতিতে এখন সবথেকে বড় প্রশ্ন, তমলুক থেকে বিজেপি প্রার্থীকে বিপুল লিড দিতে পারবেন কি না তা নিয়েই। পারলে ভাল। নাহলে কিন্তু শুভেন্দুর নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠে যাবে। অন্যদিকে তৃণমূল নিশ্চিতভাবে আরও জোর দিয়ে বলবে যে, তাদের অভিযোগই সত্যি। এই পরিস্থিতিতে বিধানসভা নির্বাচনের তিন বছর পর নন্দীগ্রামের মানুষ কার পাশে দাঁড়ান এখন সেটাই দেখার।

বুধবার পর্যন্ত বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: টানা বৃষ্টির সম্ভাবনা বঙ্গের আকাশে। কারণ, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। উত্তরপ্রদেশ থেকে বিহার উত্তরবঙ্গের উপর দিয়ে বাংলাদেশ পর্যন্ত আরও একটি অক্ষরেখা বিস্তৃত রয়েছে। এই জোড়া ফলায় প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে রাজ্যে। আর তারই জেরে তোলপাড় পরে গিয়েছে বঙ্গের আবহাওয়ায়।

এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, দক্ষিণবঙ্গে কালবৈশাখী ঝড় ও বৃষ্টিপাত চলবে আগামী দু-তিন দিন। এরই পাশাপাশি ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাতের তুমুল সতর্কতা জারি হয়েছে উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতেও।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, সকাল থেকে গরম অস্বস্তি বজায় থাকবে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই। আর বেলা বাড়লে চরমে পৌঁছবে অস্বস্তি। ঝড় বৃষ্টির শুরু দুপুর থেকেই। বেলা যত বাড়বে কালবৈশাখী ঝড় আর বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা থাকবে একাধিক জেলায়। সোমবারের পর মঙ্গলবারেও কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। এদিকে কলকাতায় সোমবার সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ২.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। রবিবার বিকেলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ০.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। তবে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। থাকবে বজ্রপাতের সতর্কতা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা আগামী বুধবার পর্যন্ত।

এদিকে আবার চোখ রাঙাচ্ছে, দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত। এই ঘূর্ণাবর্ত থেকেই ঘূর্ণিঝড় তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা দেখছেন বিশ্বের অনেক আবহাওয়াবিদ। ইউরোপ আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া-সহ বিভিন্ন বিশ্বের আবহাওয়া মডেল জানাচ্ছে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় তৈরি হচ্ছে মে মাসের শেষের দিকে। সামনের উইকেন্ডেই অর্থাৎ ২৪ থেকে ২৫ মে-এর মধ্যে তৈরি হতে পারে ঘূর্ণিঝড়! তবে ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ নিয়ে ভিন্নমত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মডেল। অবশ্য ভারতের মৌসম ভবন এখনও ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে পূর্বাভাস দিতে নারাজ। ভারতের মৌসম ভবন সূত্রে খবর, বুধবার ২২ মে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা ৫০ শতাংশ। নিম্নচাপ প্রাথমিকভাবে উত্তর-পূর্ব দিকে এগোবে । শুক্রবারের মধ্যে এই নিম্নচাপ মধ্য বঙ্গোপসাগরে অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নোটিস

মোকাম শ্রীরামপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
২০২৩/৬ নং প্রোবেট মোকর্দ্দমা

দরখাস্তকারিণী: - লিলি ভট্টাচার্য্য, স্বামী দুলাল ভট্টাচার্য্য, সাং - ২৬/ই, কলেজ রোড, নবগ্রাম, থানা - উত্তরপাড়া, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২২৪৬

এতদ্বারা জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, অত্র মোকর্দ্দমায় উপরোক্ত দরখাস্তকারিণীর মাতা হেনা আচার্য্য, স্বামী- ৺অনিল কুমার আচার্য্য সাং- ২৬/ই, কলেজ রোড, নবগ্রাম, কোন্নগর (পি), থানা- উত্তরপাড়া, জেলা হুগলী, গত ০৩/০২/২০১৬ দিবসীয় being no. 03/2016 in Book III Vol 0621- 2016, pages from 25 to 37 for the year 2016 সম্পাদিত ও রেজিষ্ট্রীকৃত একটি উইল করিয়া গত ২৬/১০/২০২১ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। **উক্ত উইলে সম্পত্তির বিবরণ:-** জেলা - হুগলী, থানা - উত্তরপাড়া, মৌজা- খোর্দ্দবহেরা, জে. এল. নং ৬, আর. এস. দাগ নং ৪৩/৮৪৫, আর. এস. খতিয়ান নং ৮৫, এল. আর. দাগ ১৭৩, এল. আর. খতিয়ান ১৬১৩, এ.ডি.এস.আর. উত্তরপাড়া, বাস্তু জমি মায় কমবেশী ০১ কাঠা ১৩ ছটাক জমি মায় তদুপরিস্থিত দ্বিতল বাড়ী যাহার প্রেমিসেস নং ২৬/ই, কলেজ রোড, পোঃ- কোন্নগর, নবগ্রাম হইতেছে। উপরোক্ত মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি জারির ৩০ (ত্রিশ) দিবস মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন। নচেৎ একতরফা শুনানী হইবে।

টি. সরকার
দরখাস্তকারীর
উকিলবাবু

আদালতের
অনুমত্যানুসারে
সমীর চক্রবর্তী
সেরেস্তাদার,
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত,
শ্রীরামপুর, হুগলী, ১১.০১.২০২৪

I, ANITA K SONI, w/o Kumar Suresh Soni, residing at Vivek Vihar, Phase-5, Block No.-16, 1st Floor, 493/C/A, G.T. Road (S), P.S.-Shibpur, Howrah - 711102 declare that in my passport being No. L2055821, my name was wrongly recorded as ANITA SONI instead of ANITA K SONI. Henceforth, ANITA K SONI & ANITA SONI will be known as same and one identical person vide affidavit dtd. 02.05.2024 sworn before the 1st Class Executive Magistrate at Howrah.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল
৯৮৩১৯১৯৭৯১
৯৩৩১০৫৯০৬০
৯০০৭২৯৯৩৫৩
৯৮৭৪০ ৯২২২০

বিজ্ঞপ্তি
In the Court of District Judge,Paschim Medinipur
J. Misc. Case No. 01 / 2023
Anima Nayak & ors. ..... Petitioners

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং থানার অন্তর্গত বড়সাহড়া গ্রামের অধিবাসী সর্ব সাধারনকে অবগত করানো যাইতেছে যে, উক্ত গ্রামের অর্জুন চন্দ্র নায়ক এর দুই পুত্র নাবালক পুত্র অর্নব নায়ক এবং অনির্বান নায়ক এর নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বাড়ী হইতে দূরবর্তী হওয়ার কারনে বাড়ীর সামনে সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় তাহাদের নামিত নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয়ের অনুমতি প্রার্থনায় তাহাদের পক্ষে গার্জেন মাতা অনিমা নায়ক দরখাস্তকারিনী হইয়া মাননীয় জেলা জজ পশ্চিম মেদিনীপুর মহোদয় এর আদালতে অত্র মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন এবং তাহার পরবর্তী দিন আগামী ইং 14/06/24 তারিখ ধার্য্য রহিয়াছে।এতদবিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে আপনি স্বয়ং অথবা কোন ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবুর মাধ্যমে হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন, অন্যথায় অত্র মোকর্দ্দমা আইনানুগ ভাবে নিষ্পত্তি হইবে।

তপশীল সম্পত্তির বিবরণ

জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- সবং, মৌজা- বড়সাহড়া, জে. এল. নং- ৩৫৮. এল. আর. খতিয়ান নং - ১১১৩ এল. আর. দাগ নং- ৫৭৮, জল- ১১.৭৫ ডেঃ মোট - ১১.৭৫ ডেঃ এল.আর. খতিয়ান নং - ৭৪৯৮ এল, আর, দাগ নং- ১৩৮২, জল- ০২.০০ ডেঃ. এল. আর দাগ নং ১৩৮৭, জল. ০৫.০০ ডেঃ মোট - ০৭.০০ ডেঃ এল.আর. খতিয়ান নং - ১৩২১

দাগ নং	শ্রেণী	পরিমান
১১৭/১৪৮৯	জল	০১.৫ ডেঃ
১৩১৭	জল	০.২৫ ডেঃ
১৩৬০	জল	০.৫ ডেঃ
১৪০২	জল	০.২৫ ডেঃ
৭৪১	পুকুর	০.০০ ডেঃ
৭৪২	পুকুর	০.২৫ ডেঃ
৭৪৭	কালা	০.২৫ ডেঃ
৭৪৮	কালা	০.৫ ডেঃ
৭৫৪	পুকুর	০.২৫ ডেঃ
৭৫৫	কালা	০.৫ ডেঃ
৭৬৪	বাস্ত	০.৫ ডেঃ
৭৬৫	কালা	০.০০ ডেঃ
৭৬৬	ডোবা	০.২৫ ডেঃ
৭৭২	খামার	০.০০ ডেঃ
৭৭৩	বাস্ত	০.২৫ ডেঃ
৮১১	পুকুর	০.০০ ডেঃ
৮১২/১৪২৩	খানা	০.০০ ডেঃ
৮২০	গোয়াল	০.২৫ ডেঃ
৮২৪	পুকুর	০.২৫ ডেঃ
৮৭	জল	১.২৫ ডেঃ

মোট - ০.৭ ডেঃ
সর্ব্ব মোট- ২৫.৭৫ ডেঃ
অনুমত্যানুসারে,
Bibhas Mondal সেরেস্তাদার
মেদিনীপুর জেলা জজ আদালত, পশ্চিম মেদিনীপুর

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম রানাঘাটের প্রথম দেওয়ানী আদালত (নিম্ন বিভাগ), রানাঘাট নদিয়া
কেস নং- মিস সাক্সেসান কেস নং - ০৩/২০২৩

দরখাস্তকারীঃ জেবুন্নেসা বাসার, বয়স- ৭০, স্বামী- আবুল বাসার বদরুদ্দিন, সাং- নাসড়াপাড়া লেন (দরগাতলা), ডাকঘর ও থানা- রানাঘাট, জেলা- নদীয়া, পঃ বঃ-৭৪১২০১

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে দরখাস্তকারী জেবুন্নেসা বাসার তাহার সহদর ভ্রাতা মৃত মাসুদ হোসেন এর অস্থাবর সম্পত্তির (তফশিলে বিষদ ভাবে বর্ণিত) উত্তরাধিকার হিসাবে পাইবার জন্য অত্র আদালতে বর্তমান মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন।

যদি ইহাতে কাহারও কোনো প্রকার আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে তিনি নিজে অথবা ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা অত্র আদালতে উপস্থিত হইয়া তাহার কারন দর্শাইবেন, অন্যথায় উপযুক্ত আইনী ব্যবস্থা গৃহীত হইবে।

তফশিল ক
রানাঘাট পিপল্স কোঃঅপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেড, রানাঘাট, নদিয়া অ্যাকাউন্ট নং 3496027 (Fixed deposit)
Amount of Rs. 2,75,000/- (Two Lakhs Seventy Five Thousands only)
Savings bank account number 72937 (Amount of Rs1,27,970/-)

তফশিল খ
Punjab National Bank, Ranaghat Nadia Savings bank account no.- 0218010150487 Amount of Rs.2,66,827.73/- (words)
তপশিল ক এবং খ এর মোট রাশি (Amount) Rs. 6,69,797.73/-

আদেশানুসারে
গোপাল দাস
সেরেস্তাদার
প্রথম সিভিল জজ জুনিয়র ডিভিশন,
রানাঘাট, নদিয়া

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২১শে মে, ৭ ই জ্যৈষ্ঠ। মঙ্গলবার, চতুর্দশী তিথী। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধের মহাদশা। বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে এক পাদদোষ।

মেষ রাশি : শুভদিন। সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ, পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সন্তানের বিদ্যালয়ে নিয়ে যে সমস্যা ছিল, সেটা মিটে যাবে। গৃহ শিক্ষকের আচরণে, যে ঘটনাটি ঘটেছিল তাও মিটে যাবে। ঊর্দ্ধোদন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির যোগ। বাণিজ্য ও শুভ দিন তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা। নতুন যোগাযোগের দ্বারা দোকান ভূমি সম্পত্তি বিষয় সুখ বৃদ্ধি। জয় তারা জয় তারা কলুন এগিয়ে চলুন।

বৃষ রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি চলা উচিত। পরিবার পরিজন বন্ধু-বান্ধবের থেকে দুঃখ প্রাপ্তির দিন। প্রেমিকের কথায় বিতর্ক তৈরি হবে। প্রেমে দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। পরিবারে প্রবীণ নাগরিকের কথা নিয়ে বিতর্ক। পরিবারের স্বামী স্ত্রীর দ্বন্দ্ব। বাণিজ্যে অর্থ লাভের পথ আটকে যাবে। আজ বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা। সতর্ক থাকা উচিত ধৈর্য রাখলে শুভ নিমন্ত্রণ বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে শরীর খারাপের প্রবল সম্ভবনা। হজম সংক্রান্ত কোনো সমস্যা বৃদ্ধি পাবে। ওম নামো শিবায় বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : আজ শুভ দিন। শুভ যোগাযোগের দ্বারা কর্মে অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা। চিন্তা করে ভেবে কথা বললে, দাম্পত্যেও সুখ। বৃদ্ধ দ্বারা কোন শুভ সম্পর্ক তৈরি হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য খুবই শুভ দিন। উচ্চ বিদ্যা যোগে যার চেষ্টা করছেন তাদের সফলতা নিশ্চিত বাণিজ্যে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল দোকান ব্যবসা করেন যারা তাদেরও লাভ-প্রাপ্তির দিন। হর হর মহাদেব বলুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : দাম্পত্য কলহ থাকবে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা যে সমস্যা মুক্তির পথ দেখেছিলেন, আজ তা দুশ্চিন্তায় ভরা থাকবে। কর্মে বিভ্রান্তিকর অবস্থা থাকবে। সকাল বেলায় কোন প্রতিবেশী দ্বারা বিতর্কের সম্ভাবনা। সতর্ক থাকা। ধৈর্য ধরা। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদের ধৈর্য রাখতে হবে। দেবী মাহা লক্ষ্মীর পুজো করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : মঙ্গল বার ।সতর্ক থাকুন আজকের দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার ধারণ করতে পারে। যে প্রভাবশালী মানুষ কথা দিয়েছিলেন যে, আপনার কাজটা করে দেবেন, তিনি কথা রাখতে পারলেন না, বলে কিছু সমস্যা তৈরি হবে। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ বিতর্ক দানা বাঁধবে, পরিবারে এক নারীকে কেন্দ্র করে। যারা নতুন ব্যবসা শুরু করবেন ঠিক করেছেন তারা একটু ধৈর্য ধরুন। নারায়ণ শ্রী বিষ্ণু স্তোত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : মঙ্গল বার ।সম্প্রতি ছোট ভ্রমণে যাওয়ার জন্য পরিবারে, অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হবে। যে ছোট ভ্রমণে যাওয়া হয়েছিল তাকে কেন্দ্র করে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিতর্কিত কোন মানুষের দ্বারা কষ্টপ্রাপ্তি। দুঃখ প্রাপ্তি। বাড়িতে জল কল আলো এই বিষয়ে সঠিক মিস্ত্রির প্রয়োজন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ নয়। প্রেমিক যুগল ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়বেন। গণেশ স্তোত্রম পাঠ করলে উপকৃত হবেন।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সন্তানের সাফল্যে আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে কোনো ছোট অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা। ছোট ভ্রমণের পরিকল্পনা। সুখ -বৃদ্ধি। স্বজন বান্ধব দারা শান্তির বাতাবরণ বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। বাস্তু কৃষি জমি বিষয় কাজ করেন, তাদের হঠাৎ অর্থ প্রাপ্তি আয় বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠদের মতামত নিন এগিয়ে চলুন হর হর মহাদেব বলুন। এগিয়ে চলো।

বৃশ্চিক রাশি : মানসিক শান্তি পাওয়া যাবে। আজ সুখের দিন। যারা বেতনভুক কর্মচারী তারা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের, কিছু সহযোগিতা নিশ্চয়ই পাবেন। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদের পুরাতন বান্ধব, প্রতিবেশী দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তির দিন। পরিবারের দাম্পত্য শান্তি। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি বিদ্যা যোগ শুভ। শিক্ষকের যে আচরণে কষ্ট পেয়েছিলেন আজ সেখানে শান্তির বাতাবরণ। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদান করুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : আজ সকালের দিকে সতর্কতা অবলম্বন করুন। প্রতিবেশীর দ্বারা বিবাদ বিতর্ক। বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পরিবারে এক অশান্তির বাতাবরণ। ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি উচ্চারণ করে বৈর্য রাখলে সন্ধ্যার পর সম্মান প্রাপ্তি। বাণিজ্যের নতুন পথের সন্ধান। অর্থপ্রাপ্তি। বাড়ি জমি বাস্তু নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার দাম্পত্যের ভুল বোঝাবুঝি চলবে। ধৈর্য রাখলে উচ্চ বিদ্যা নিয়ে যারা পড়াশোনা করছেন, তাদের শুভ হবে। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে তুলসী পত্র প্রদান করুন। নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ সচেতন থাকা ভালো। পরিবারের অনাত্মীয় দ্বারা কিছু বিতর্কের তৈরি হবে। পরিবারে দুটি বা তিনটি সন্তান থাকলে তাদের একজনকে নিয়ে কিছু বিতর্ক তৈরি হবে। যা পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ আনবে। যাদের বাড়িতে ভাড়াটিয়া আছে কিছু বিতর্কের সম্ভাবনা তাদের সাথে। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্বপত্র প্রদান করুন, শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ মঙ্গলবার ।কর্মে শান্তির বাতাবরণ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় কর্মে উন্নতির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্য অর্থ-প্রাপ্তির প্রবল। যারা ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রিক্যাল কর্মে আছেন, তাদের শান্তির বাতাবরণ। দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে স্বপ্ন পূরণের সম্ভাবনা। ধৈর্য সহ, কথা কম বলে, অন্যের কথাকে মান্যতা দিলে, নিশ্চয়ই শুভ বৃদ্ধি হবে।

মীন রাশি: নতুন ব্যবসায়িক কোনো বড় চুক্তির সম্ভাবনা। ধৈর্য রাখলে আজ অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সকাল বেলায় প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির যোগ। পরিবারের সন্তানের সফলতা। পরিবারে প্রবীণ নাগরিকের কথার মর্যাদা দিলে শুভ। দুর্গা বা কালি শক্তি মন্দিরে

(আজ শ্রীশ্রী নৃসিংহ চতুর্দশী তিথি মুহূর্ত।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

টিটাগড়-ব্যারাকপুরে বিজেপি প্রার্থীকে ঘিরে তৃণমূলের বিক্ষোভে তীব্র উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভোটারদের ভোটদানে বাধা দেওয়ার অভিযোগ পেতেই সোমবার বেলায় টিটাগড় পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কুসুম কুমারী স্কুলের বুথে যান বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। বুথে ঢুকতে গেলে বিজেপি প্রার্থীকে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। কালো পতাকা দেখানোর পাশাপাশি তাঁকে গো ব্যাক স্লোগান দিতে থাকেন তৃণমূলের লোকজন। বিজেপি কর্মীরা পাল্টা 'চোর' স্লোগান দিতে থাকে। উভয় পক্ষের স্লোগান পাল্টা স্লোগান ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। বিজেপি প্রার্থীর নিরাপত্তার দায়িত্ব থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা জনতাকে সরানোর চেষ্টা করে। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি সেন্ট্রাল কুলদীপ সোনাওয়ানে র‍্যাফ-সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা পৌঁছে লাঠিচার্জ করে। ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, মমতা ব্যানার্জি ও তাঁর দলের লোকেরা দেউলিয়া হয়ে গেছে। তাই ওরা গন্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করছে। স্থানীয় কাউন্সিলর সনু সাউয়ের দাবি, বিজেপি প্রার্থী কেন্দ্রীয় বাহিনী সঙ্গে নিয়ে এসে অশান্তি করছে। ভোটের দিন শেষ লগ্নে নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের ব্যারাকপুর মণিরামপুর বালিঘাট এলাকায় বুথ জ্যাম করে ছাপ্পা ভোট দেওয়ার অভিযোগ পেয়ে সেখানে হাজির হন বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। অভিযোগ, স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর রবিন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে বিজেপি প্রার্থীর গাড়ি ঘিরে গো ব্যাক স্লোগান দিতে থাকে তৃণমূলের লোকজন। যদিও পুলিশ তৃণমূলিদের সরাতে ব্যর্থ হয়। বাধ্য হয়ে গাড়ি থেকে নেমে তৃণমূলিদের দিকে তেড়ে যান। অভিযোগ, বিজেপি প্রার্থী ও তাঁর নিরাপত্তা রক্ষীদের লক্ষ্য করে তৃণমূলের লোকজন সাইকেল ও চেয়ার ছুঁড়ে মারে। তখন কেন্দ্রীয় বাহিনী লাঠিচার্জ করে তৃণমূলের জমায়েত হটিয়ে দেয়। বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের দাবি, হেরে যাওয়ার আশঙ্কায় তৃণমূল কাউন্সিলর রবিন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে তাঁর ওপর আক্রমণ করা হয়েছে। যদিও তৃণমূল কাউন্সিলর রবিন ভট্টাচার্যের দাবি, মণিরামপুরে

শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে। তবুও বিজেপি প্রার্থী এসে অশান্তি পাকিয়েছে। অপরদিকে কাঁচড়াপাড়ার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ১৭৪,১৭৫, ১৭৬ নম্বর বুথে ভোটারদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ, বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দিচ্ছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। অভিযোগ পেয়েই ঘটনাস্থল তিনি ঘুরে দেখেন। কিছুক্ষণ বাদে কাঁচড়াপাড়ার বাবুল্লকের নবীন পল্লিতে ভোটারদের ভোটদানে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এদিন সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ দলীয় কর্মী মারফত খবর পেয়েই সেখানে ছুটে যান বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী অভিজিৎ রায় ওরফে বনি ভোটারদের রাস্তায় আটকাচ্ছে। এমনকী বনি ভোটারদের মারধরও করছে। যদিও মারধর করার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিজিৎ রায়। নৈহাটি পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের গৌরীপুর মিল কোয়ার্টার এলাকায় বিজেপি কর্মী রাজেশ সাউকে পিস্তল উঁচিয়ে প্রাণনাশের অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী উমেশ সাউ ওরফে কাউয়ের বিরুদ্ধে। এদিন বেলা ১-২০ মিনিট নাগাদ সেখানে পৌঁছন বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। তাঁর অভিযোগ, কাউ নামে এক দুষ্কৃতী পিস্তল উঁচিয়ে চমকাচ্ছে। তাঁর দাবি, প্রিসাইডিং অফিসার ও পুলিশ মিসগাইড করছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় বাহিনী ঠিক কাজ করছে। বিজেপি কর্মী রাজেশ সাউয়ের অভিযোগ, এলাকার মস্তান কাউ পিস্তল নিয়ে হুমকি দিচ্ছে। বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের ভোটদানে বাধা দিচ্ছে। যাইহোক, হাইভোল্টেজ ব্যারাকপুর কেন্দ্রে এদিন নির্বাচন ঘিরে তেমন বড় ধরনের কোনও ঘটনা ঘটেনি।

কার্তিক মহারাজ ইস্যুতে মমতার সঙ্গে একই সুর অধীরেরও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কার্তিক মহারাজকে নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য নিয়ে দ্বিমত প্রকাশ করতে দেখা গেল না প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীকে। অথচ, বাংলার রাজনীতিতে মমতার তীব্র বিরোধী বলে পরিচিত অধীর। এমনকী হাইকমান্ডের হুঁশিয়ারির পরেও এ ব্যাপারে তাঁকে নরম করা যায়নি। কিন্তু সোমবার অধীরও স্পষ্ট ভাষা জানিয়ে দেন, কার্তিক মহারাজের ব্যাপারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে মূল্যায়ন তার সঙ্গে তাঁর মতের ফারাক নেই।

কার্তিক মহারাজের কর্মকাণ্ড মুর্শিদাবাদ জেলা তথা বহরমপুরেই বেশি। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নোটিস পাঠানো প্রসঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী জানান, টসে যাঁর যা ইচ্ছা করতেই পারেন। তবে যাঁর কথা বলছেন, তিনি এখানে সেভাবেই পরিচিত। তাঁর চরিত্র মোটেই সাধুসন্ত সুলভ নয়।' তাঁর সংযোজন, 'তাঁর পরিচিতি নিয়ে এখানে বহু মানুষের মনে প্রশ্ন রয়েছে। সে সরাসরি রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসাবে এলাকার মানুষের কাছে পরিগণিত হয়।'

ঘটনার সূত্রপাত শনিবার আরামবাগের গোঘাটের সভা থেকে। এই সভা থেকে মমতা বলেন, 'সব সজ্জন সমান হয় না। সব সাধুও নয়। আমাদের মধ্যেই কি সবাই সমান আছেন? আমি আইডেনটিফাই করেছি বলেই বলছি।' কার্তিক মহারাজকে উদ্দেশ্য করে সেই সভামঞ্চ থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমি ভারত সেবাশ্রম সংঘকে অনেক সম্মান করতাম। কিন্তু যে লোকটা তৃণমূলের এজেন্টকে বসতে দেন না তাঁকে আমি সাধু বলে মনে করি না।'

এর পরই তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান কার্তিক মহারাজ। প্রথমে তিনি মমতার উদ্দেশে বলেন, 'ওঁর চৈতন্য হোক।' এরপর এও বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। পাল্টা আমিও চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি। আমার সঙ্গে কোনও ডন নেই, গুন্ডাও নেই। আমি যদি কোনও বুথে তৃণমূলের এজেন্টকে বসতে না দিয়ে থাকি তাহলে প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নেয়নি কেন? আমি একজন হিন্দু সন্ন্যাসী, আইনজীবীদের জানিয়েছি, আইন মেনেই পদক্ষেপ নেওয়া হবে।' সোমবার জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীকে আইনি নোটিস পাঠিয়েছেন কার্তিক মহারাজ।

মুর্শিদাবাদের স্থানীয় রাজনীতিতে কার্তিকের প্রভাব রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। কারও কারও মতে, বিজেপির প্রচারে এবার কার্তিকের বিশেষ ভূমিকা ছিল। হতে পারে অধীরের ক্ষোভও সেই কারণে। এদিন অধীর চৌধুরী বলেন, 'রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ দেশের সেবা করে। গোটা পৃথিবী জুড়ে তাদের সংগঠন রয়েছে। তার মধ্যে কি বিচ্যুতি নেই। অবশ্যই আছে। আমরা বক্তব্য একটাই, যাঁরা সাধু বা সন্ত তাঁদের কোনও রাজনৈতিক মঞ্চে যাওয়া উচিত নয়। তাতে সমাজে বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে।'

বিজেপির বিজ্ঞাপনে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লোকসভা ভোটের মাঝে বিজেপির নির্বাচনী বিজ্ঞাপনে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট। গত ৪, ৫, ১০ ও ১২ মে বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিজেপি যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল, সেই জাতীয় কোনও বিজ্ঞাপন আর প্রকাশ করতে পারবে না বিজেপি। সেগুলি পরীক্ষিত নয় বলেও উল্লেখ করে এমনই নির্দেশ দেন হাইকোর্টের বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য। বিজেপির নির্বাচনী বিজ্ঞাপন নিয়ে তৃণমূলের তরফে উচ্চ আদালতে মামলা জানানো হয়েছিল। তা নিয়ে শুনানি হয় সোমবার। বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্যর এজলাসে মামলাটি ওঠে। তবে বিজেপির তরফে এদিন কোনও আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন না। বিজেপিকে মামলা সংক্রান্ত নথি দেওয়া হয়েছে। এই মর্মে কোনও তথ্য আদালতে জমা দিতে পারেননি তৃণমূল কংগ্রেসের আইনজীবীরাও। তারপরও মামলার গুরুত্ব বিবেচনা করে বিচারপতি অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেন। তিনি জানান, যে কোনও ধরনের সংবাদমাধ্যমে এই বিজ্ঞাপন দিতে পারবে না বিজেপি, যা পরীক্ষিত নয়। আদালত জানিয়ে দেয় আগামী ৪ জুন পর্যন্ত বিজেপি এমন কোনও বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতে পারবে না যেখানে নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি ভঙ্গ হয়। সংবাদ মাধ্যমগুলিকেও বিজ্ঞাপন নেওয়ার আগে প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার ১৯৯৬ সালের গাইড লাইন মানতে হবে সেই কথাও এদিন স্মরণ করিয়ে দেয় আদালত। পাশাপাশি তাঁর আরও পর্যবেক্ষণ, বিজ্ঞাপন নিয়ে তৃণমূল যে অভিযোগ করেছিল, তা নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু নির্বাচন কমিশন সেটা করেনি।

উল্লেখ্য, এই বিজ্ঞাপন নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ ছিল, সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় গেরুয়া শিবিরের পক্ষ থেকে এমন বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়েছে যা মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর ও তাদের দলের জন্য অবমাননাকর। সেখানে যে সমস্ত শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে তা নিয়েও আপত্তি তোলা হয় তৃণমূলের তরফে।

এই বিজ্ঞাপনের প্রেক্ষিতে ২১ তারিখের মধ্যে বিজেপির থেকে জবাব তলব করা হয়েছিল। কমিশন জানিয়েছিল, যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুকান্ত মজুমদার জবাব না দেন তাহলে ধরে নেওয়া হবে বিজেপির রাজ্য সভাপতির কোনও বক্তব্য এই নিয়ে নেই। সেই মোতাবেক পদক্ষেপ করবে কমিশন।

এদিকে বিজেপিকে বিতর্কিত বিজ্ঞাপন প্রকাশের ক্ষেত্রে 'ইনজাংশন' দেওয়া অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ। পাশাপাশি আদালতের যে সার্বিক পর্যবেক্ষণ তাও গেরুয়া শিবিরের জন্য বিশেষ হিতের নয়, এমনটাই মনে করছে আইনজীবী মহল।

বিজেপি নেতা কৌস্তভ বাগচীর গাড়িতে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিজেপি নেতা কৌস্তভ বাগচীর গাড়িতে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। সোমবার ভোটের দিন বেলায় ঘটনাটি ঘটেছে ব্যারাকপুর পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের ওল্ড ক্যালকাটা রোডের মণ্ডল পাড়া এলাকায়। জানা গিয়েছে, ১২২ নম্বর বুথের বাইরে জমায়েত দেখে গাড়ি থামান কৌস্তভ। তখন কৌস্তভকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তৃণমূল কর্মীরা। বিক্ষোভ ঘিরে দু'পক্ষের মধ্যে বচসা থেকে ধস্তাধস্তি বেধে যায়। সেখান থেকে ফেরার সময় কৌস্তভের গাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ। বিজেপি নেতা কৌস্তভ বাগচীর অভিযোগ, স্থানীয় কাউন্সিলর শেখ রাজার নেতৃত্বে বহিরাগতরা এসে জমায়েত করে। প্রতিবাদ জানালে বহিরাগতরা তাঁর গাড়িতে ভাঙচুর চালায়। কৌস্তভের দাবি, তিনি প্রাণঘাতী হামলার সম্মুখীন হয়েছেন। হামলা প্রসঙ্গে

কৌস্তভ বলেন, এই তো বাংলার গণতন্ত্রের অবস্থা। মমতা ব্যানার্জি গণতন্ত্রের শ্রাদ্ধ করছেন। তাঁর দাবি, ৪ ঠা জুনের পর তৃণমূলকে দূরবীন দিয়ে খুঁজে পাওয়া যাবে না। অপরদিকে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, হেরে যাওয়ার ভয়েতে ওরা ভোটারদের ভয় দেখাচ্ছে। এলাকায় ওরা তাণ্ডব চালাচ্ছে। নির্বাচন কমিশনকে পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে।

ভোট দিলেন বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। ভোটারদের স্বচিত্রপত্র দেখছেন কেন্দ্রীয় বাহিনী। ছবি: অদিতি সাহা

সুদীপের প্রচার পুস্তিকা নিয়ে এবার সরব তৃণমূল মুখপাত্রও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কাউন্সিলর মোনালিসা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর এবার সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচার পুস্তিকায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি না থাকা নিয়ে মুখ খুলতে দেখা গেল দলের মুখপাত্র ঋজু দত্তকে। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচার পুস্তিকায় কেন অভিষেকের ছবি নেই, তা নিয়ে এবার সরব তিনি। ৪৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মোনালিসা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথেই এবার ফেসবুক পোস্টে ক্ষোভ উগরে দিলেন তৃণমূলের তরুণ মুখপাত্র। প্রচার পুস্তিকায় যে সব বিধায়কের নাম ছাপা হয়েছে, তাদের কাছে ঋজুর প্রশ্ন, এটা কি ইচ্ছাকৃত নাকি ভুলবশত?

ফেসবুকে ঋজু লেখেন, 'উত্তর কলকাতার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দু'টি প্রচার পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। এতগুলো পাতায় এতগুলো ছবি। সেখানে আমাদের দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সেনাপতি অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের একটিও ছবি নেই। এটা ভুল। আশা করি ইচ্ছাকৃত নয়। যে বা যারা এই পুস্তিকাগুলি ছাপানোর দায়িত্বে আছেন, তাঁদের বলব, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, প্লিজ সংশোধন করে নিন।'

সুদীপের প্রচার পুস্তিকা ঘিরে তৃণমূলের অন্দরের নবীন প্রবীণ দ্বন্দ্ব আবারও তুঙ্গে উঠছে। এর আগে এই একই ইস্যু নিয়ে সরব হন মোনালিসা। যিনি কিছুদিন আগে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী দপ্তরে ধরনায় বসেছিলেন। অভিযোগ তুলেছিলেন, সুদীপের অনুগামীরা তাঁর ওয়ার্ডে ঢুকে তাঁর কাজে বাঁধা দিচ্ছেন। এ নিয়ে হইচই হয়। এরপর পুস্তিকায় অভিষেকের ছবি না থাকা নিয়েও বলেন তিনি। এবার আরও এক তরুণ মুখ সরব হল তা নিয়ে। সঙ্গে এটাও ঠিক এই লোকসভা ভোটপর্বে কোথাও যদি শাসকদলের গোষ্ঠীকোন্দলের কাঁটা সবথেকে বেশি ভোগাল, তা কলকাতা উত্তর। প্রার্থী ঘোষণার আগে থেকেই সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে নানা ক্ষোভ বিক্ষোভ দলের অন্দরে।

নির্বাচনী আবহে থানা রক্ষার দায়িত্বে কলকাতা পুলিশের নারী শক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচনের কাজে নানা জায়গায় ছুটতে হচ্ছে কলকাতা পুলিশের কর্মী থেকে আধিকারিকদের। তাই কলকাতার বহু থানা রক্ষার দায়িত্ব পড়েছে নারী শক্তির হাতেই। যার ফলে মহিলা পুলিশকর্মীদের থাকতে হচ্ছে থানার 'সেন্ট্রি'র দায়িত্বে। এছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে অস্ত্র ছাড়াই পুলিশকর্মীদের মোতায়েন করা হচ্ছে থানার গেটের কাছে। এদিকে আবার নির্বাচনী এই আবহে থানাতেও থাকতে হবে বাহিনী। কারণ, যে কোনও সময়ে থানা পরিদর্শন করতে পারেন অবজার্ভাররা।

এর মধ্যেই নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে সরকারি নির্মাণ থেকে চলছে নির্বাচনী প্রচারের হোর্ডিং সরানোর কাজ। সেই কাজে পুরসভাকে সাহায্য করতে হচ্ছে পুলিশকেই। তার উপর লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে সকাল-বিকেল প্রার্থীদের মিটিং ও মিছিল, জনসভা লেগেই আছে। আর এই প্রত্যেক জনসভা, পথসভা ও মিছিলে উপস্থিত থাকতে হচ্ছে পুলিশকে। নিরাপত্তার জন্য প্রত্যেকটি এলাকায় চলছে পুলিশের টহল। এছাড়া দিন ও রাতে শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে চলছে নাকা চেকিং। তাই থানাগুলিতে পুলিশকর্মীর সংখ্যা এখন তুলনামূলকভাবে অনেকটাই কম। কিন্তু পুলিশকর্মীর সংখ্যা কম হলেও কোনও থানায় রক্ষী বা সেন্ট্রির জায়গা খালি রাখা যায় না। সাধারণত সেন্ট্রির ডিউটি করতে হয় সশস্ত্র পুলিশকর্মীদের। কিন্তু পুলিশকর্মীর সংখ্যা কম থাকার ফলে বেশির ভাগ থানায় ভরসা এখন নারী শক্তিই। বেশ কিছু থানায় সেন্ট্রির জায়গায় দাঁড়িয়ে ডিউটি করতে হচ্ছে মহিলা পুলিশকর্মীদেরই। রীতিমতো পুরুষ সহকর্মীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই দাঁড়িয়ে ডিউটি করছেন তাঁরা। থানায় আসা সাক্ষাৎপ্রার্থীরা তাঁদের কাছ থেকেই জেনে নিচ্ছেন, কী কাজের জন্য কোন জায়গায় যেতে হবে অথবা কোনও আধিকারিক থানায় উপস্থিত রয়েছেন বা নেই। তবে প্রচণ্ড গরমের কারণে থানার সেন্ট্রির ডিউটির জায়গায় রাখা হচ্ছে পাখা। সিলিং ফ্যান বসানোর সম্ভাবনা যেখানে নেই, সেখানে থাকছে টেবিল ফ্যানই।

আবার পুলিশকর্মীদের থানার আগ্নেয়াস্ত্র নিয়েও বাইরে ভোটের ডিউটিতে যেতে হচ্ছে। তাই অনেক থানায় এই নারী শক্তিকে অস্ত্র ছাড়াই সেন্ট্রির ডিউটি করতে হচ্ছে। এদিকে, ট্রাফিক পুলিশের কর্মীদেরও ক্রমে বাইরের ডিউটিতে যেতে হচ্ছে। তাই শহরের ট্রাফিক চলাচলে যাতে বিঘ্ন না ঘটে, সেরকমই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বঙ্গ বিজেপির পুরনো মুখেরা ব্রাত্য ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের প্রচারে!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বঙ্গ রাজনীতিতে বিজেপির উত্থানের সময় থেকেই দলের মহিলা নেত্রী হিসাবে প্রথম সারিতে দেখা যেত রূপা গঙ্গোপাধ্যায়কে। পরবর্তী ক্ষেত্রে দলের মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রীও হন রূপা। উত্তর হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রে একবার পদ্মের প্রার্থীও হয়েছিলেন। রাজ্যসভার সাংসদও ছিলেন। তবে চব্বিশের লোকসভা ভোটের প্রচারে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা থেকে শুরু করে রাজ্যনেতারা মিটিং-মিছিল করলেও প্রচারের ময়দানে দেখা যাচ্ছে না রূপাকে। যা নিয়ে বিজেপির অন্দরেই শুরু হয়েছে জোর জল্পনা।

স্যাফ্রন ব্রিগেডের একাংশ অবশ্য জানাচ্ছেন, এবার তারকা প্রচারকদের তালিকায় রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো পুরনো নেত্রী তথা সেলিব্রিটিকে রাখা হয়নি। অথচ তিনি যখন মহিলা মোর্চার সভানেত্রী তখন একাধিক কর্মসূচিতে তিনিই থাকতেন মূল ভূমিকায়। কলকাতার বুকে বিজেপির কর্মসূচিতে বাইকের পিছনে বসেও র‍্যালিতে দেখা গিয়েছিল রূপাকে। একুশের ভোটের আগে রাজ্য বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক কৈলাস বিজয়বর্গীয় সঙ্গেও অত্যন্ত সুসম্পর্ক ছিল তাঁর। দলের আদি নেতাদের কথায়, এখন বঙ্গ বিজেপিতে রূপার মতো নেত্রীরা ব্রাত্য। ভোট প্রচারে বাংলায় চল্লিশজনের তারকা প্রচারকদের তালিকা তৈরি করেছিল বিজেপি। সেই তালিকায় মোদি, অমিত শাহ-সহ কেন্দ্রীয় নেতামন্ত্রী ও বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা রয়েছেন। বঙ্গ বিজেপির নেতা, সাংসদ ও বিধায়করা আছেন। কিন্তু রূপার নাম নেই। এর পাশাপাশি বিজেপির অন্দরে কান পাতলে এও শোনা যাচ্ছে, মহিলা মোর্চার দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরই দলের সাংগঠনিক কাজকর্মে রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের সক্রিয়তা অনেকটাই কমে গিয়েছিল। এখন দলে নতুনদের দাপটে পুরনোরা কোণঠাসা। সে কারণেই হয়তো এবার লোকসভা ভোট প্রচারে দেখাই যাচ্ছে না দাপুটে এই অভিনেত্রীকে। তবে শুধু রূপাই নয়, একসময় বিজেপির পরিচিত মুখ রাজ্যনেতা সায়ন্তন বসু ও দলের বর্তমান রাজ্য সহ সভাপতি রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সে ভাবে প্রচারে নজরে আসছেন না। যে লোকসভা কেন্দ্রে পুরনোরা প্রার্থী হয়েছেন, তাঁদের অনুরোধে দু-একটি জায়গায় গিয়েছেন সায়ন্তন, রাজুর মতো পুরনো ও একদা বিজেপির দাপুটে নেতারা। মেদিনীপুর থেকে সরিয়ে এবার বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয় বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন ও সফলতম সভাপতি দিলীপ ঘোষকে। দিলীপের প্রচারে এবার দেখা গিয়েছিল তাঁর পুরনো সতীর্থ সায়ন্তন ও রাজুকে। আবার দিলীপের হয়ে প্রচারে যেতে দেখা যায় বিজেপি থেকে সাসপেন্ড হওয়া নেতা তথা দলের পরিচিত মুখ রীতেশ তিওয়ারিকেও। কয়েকটি জায়গায় প্রচারে যান দলের আরেক পুরনো নেতা তথা প্রাক্তন রাজ্য সহ সভাপতি রাজকমল পাঠক।

এই প্রসঙ্গে রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'আমাদের যদি প্রচারকদের তালিকায় রাখত পার্টি তাহলে নিশ্চয়ই সর্বত্র যেতাম। প্রচারকদের তালিকায় না থাকলে কী করে যাব। দিলীপদা ব্যক্তিগতভাবে চেয়েছিলেন তাই প্রচারে গিয়েছি।'

এদিকে সায়ন্তনের বক্তব্য, 'যে যে প্রার্থী অনুরোধ করেছেন তাদের প্রচারে গিয়েছি। দিলীপদা ও লকেটের হয়ে প্রচারেও গিয়েছি।' আবার লোকসভা ভোট শুরু হওয়ার পর প্রাক্তন আইপিএস তথা দলের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র ভারতী ঘোষকেও প্রচারে দেখা যায়নি, তা নিয়েও দলের মধ্যে গুঞ্জন রয়েছে। সূত্রের খবর, এবার লোকসভা ভোটে মেদিনীপুর কিংবা বসিরহাট থেকে ভারতী ঘোষকে প্রার্থী করা হবে বলে চর্চা চলছিল। কিন্তু ভারতীকে প্রার্থী করার ক্ষেত্রে সবুজ সংকেত দেয়নি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। প্রার্থী তালিকায় নাম না থাকার পর থেকেই তিনি দলের প্রচারেও সেভাবে নেই।

খাড়গের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বরদাস্ত নয়, স্পষ্ট বার্তা কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গের ছবিতে কালি মাখানোর ঘটনা একেবারেই ভালো চোখে নেয়নি কংগ্রেস হাইকম্যান্ড। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদের একাংশকে এবার সতর্ক করে দেওয়াও হল কংগ্রেসের হাইকমান্ডের তরফ থেকে। সঙ্গে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হল, দলের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বিরুদ্ধে ক্ষোভ কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।

প্রসঙ্গত, রবিবার কলকাতায় প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যালয় বিধান ভবনের বাইরে দলেরই কর্মী-সমর্থকদের একাংশের বিক্ষোভ দেখা গিয়েছিল। সেই ঘটনার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কে সি বেনুগোপাল বিবৃতি জারি করে দলেই নেতা-কর্মীদের একাংশকে সতর্ক করে দেন।

উল্লেখ্য, লোকসভা ভোটের আবহে গত শনিবারই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীকে সতর্ক করে দিয়েছিল জাতীয় কংগ্রেস। মমতার সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক প্রসঙ্গে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, অধীর চৌধুরী সিদ্ধান্ত নেওয়ার কেউ নন। সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য হাইকমান্ড আছে। সঙ্গে এও বলে দেওয়া হয়েছিল, কেউ সেই সিদ্ধান্ত মানতে না পারলে তিনি বেরিয়ে যেতে পারেন। খাড়গের এই মন্তব্যের পর অধীরও মুখ খুলেছিলেন। প্রদেশ কংগ্রেস নেতার বক্তব্য ছিল, 'কংগ্রেসকে কেউ খতম করবে, আমি তাঁকে খাতির করব, তা হতে পারে না।'

সেই ঘটনার পরই রবিবার বিধান ভবনের বাইরে এক চরম দৃশ্য ধরা পড়ে। বিধান ভবনের বাইরে মল্লিকার্জুন খাড়গের ছবিতে 'কালি' লাগানোর অভিযোগ উঠেছিল অজ্ঞাত পরিচয়দের বিরুদ্ধে। ছবির নিচে খাড়গেকে 'তৃণমূলের দালাল' বলে তকমা দিয়ে লিখেও দেওয়া হয়েছিল। তড়িঘড়ি সেই হোর্ডিং সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল বিধান ভবনের সামনে থেকে। আর এবার কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের থেকে বিবৃতি দিয়ে সকলকে সতর্ক করে দেওয়া হল।

সম্পাদকীয়

পৃথিবীর অনেক ভাষা ও সংস্কৃতি হারিয়ে যায় সবলের দখলদারিতে

নবনীতা দেব সেনের লেখায় পড়েছিলাম যে, বিশ্বে এমন বিশ্ববিদ্যালয় সম্ভবত নেই যেখানে এক জন বাঙালি অধ্যাপক নেই। ১৯৭৫ সালে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখেছিলাম, প্রধান বিভাগগুলিতে বাঙালির আধিপত্য। সংস্কৃতি ও শিক্ষার অহঙ্কার দোষের নয়। অমর্ত্য সেন, অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, কেতকী কুশারি ডাইসন প্রমুখ বাঙালির জন্যে আজ আমাদের অহঙ্কার হয় না? অতিমাত্রায় রবীন্দ্র-অনুরাগী বলে কেউ বিদ্রুপ করলেও বাঙালি ছিল অটল। রবীন্দ্রনাথ বাঙালিকে জিজ্ঞাসু করে তোলেন, সে পাঠ করে বিশ্ব সাহিত্য, ছবি দেখে রেনেসাঁস থেকে শুরু করে আধুনিকতম যুগের, ফিল্ম দেখে সারা পৃথিবীর, ফিল্ম-সোসাইটির আন্দোলনে মেতে ওঠে, নাটকে বিশ্বায়ন ঘটায়। বাঙালি জানার জন্যে ব্যাকুল, বিশ্বের যাবতীয় সাংস্কৃতিক মণিমুক্তোর সন্ধান পাওয়ার জন্যে ডুব দেয় গভীরতায়, সে শিক্ষিত হতে চায়, পয়সার জন্যে তার উৎকণ্ঠা নেই। কিন্তু হায়! হারিয়ে যাচ্ছে সেই জ্ঞানপিপাসু বাঙালি। কলকাতায় আন্তর্জাতিক বইমেলা হয় ঠিকই, জেলাতেও হয়। কিন্তু সাহিত্যের আলোচনা তেমন মাতায় না। যেমন হত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, সমরেশ মজুমদার, বুদ্ধদেব গুহ, শঙ্খ ঘোষের সময়। সাহিত্য-বিমুখ বাঙালির বোধ ভোঁতা হতে বাধ্য। এখন সাহিত্যের নামে শুধু গোয়েন্দা গল্প, রান্নাবান্না, ঘর সাজানো ইত্যাদি। গোয়েন্দা-কাহিনি বিনোদন বটে, তবে মনের অসুখ লাঘব করতে পারে চলমান জীবন-জিজ্ঞাসার সাহিত্য। প্রকাশনায় এসে গেছে 'প্রিন্ট অন ডিমান্ড', অর্থাৎ ২৫ কপি বইও ছাপা হতে পারে। সিনেমা 'হিট' করানোর জন্যে ভাল সাহিত্যের দরকার নেই। বিনোদনের ধারণাটাই বদলে যাচ্ছে। সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন, দর্শকের রুচির জন্যে ছবির মান খাটো করা চলে না। থিয়েটারের অবস্থা ভাল নয়, যাত্রা তথৈবচ, বাংলা ভাষার প্রতি সচ্ছল বাঙালির উপেক্ষা, গল্পের খিদে মেটানোর জন্য সিরিয়াল-নির্ভরতা ইত্যাদি কারণে বাঙালির মননশীলতা নিম্নমুখী। টেলিভিশনের প্রভাবে ঘরে ঘরে মিশ্র সংস্কৃতি, যাতে থাকে অগভীর চটুলতা, পোশাকে খানিক পাশ্চাত্য, খানিক ভারতীয় কাটছাঁট, লেখাপড়াতে বাংলা ভাষার প্রতি আত্মঘাতী ঔদাসীন্য। ভাবখানা, বাঙালি আর প্রাদেশিক না, সে অনেক বড় ভারতীয়। তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু শিকড়-বিচ্ছিন্ন হওয়া মানে বাংলা সংস্কৃতির অবলুপ্তি। পৃথিবীর অনেক ভাষা-সংস্কৃতি হারিয়ে যায় সবলের দখলদারিতে, এবং যথাসময়ে রুখে দাঁড়াতে না পারার জন্যে।

জন্মদিন

আজকের দিন

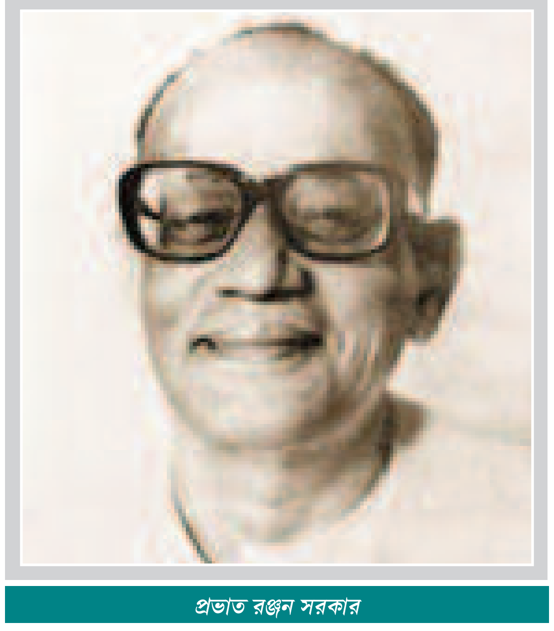

প্রভাত রঞ্জন সরকার

১৯২১ *বিশিষ্ট দার্শনিক প্রভাত রঞ্জন সরকারের জন্মদিন।*
১৯৬৬ *বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক সুজয় ঘোষের জন্মদিন।*
১৯৮০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

হিন্দুত্বের জাগরণেই হবে এই ভারতের পুনরুত্থান

দিগন্ত চক্রবর্তী

মাঝেমধ্যেই বেশ কিছু রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে অভিযোগ শোনা যায় বর্তমানে কেন্দ্রে যে দল ক্ষমতাসীন রয়েছেন তারা নাকি ধর্মের রাজনীতি করছেন। তাদের আরও অভিযোগ ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র করাই ওই রাজনৈতিক দলের প্রধান উদ্দেশ্য। বলে রাখা ভালো, এক্ষেত্রে অভিযোগকারীরা সামনে রাখেন ডঃ বি আর আম্বেদকরকে এবং বলেন ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র ঘোষণা করলে ডঃ আম্বেদকর প্রণীত সংবিধানকে অবমাননা করা হবে। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি কি আদৌ ডঃ আম্বেদকর প্রণয়ন করেছিলেন?

আসুন দেখে নেওয়া যাক এখনও অবধি ভারতীয় সংবিধান সংশোধনীগুলো। লক্ষ্য করলে দেখব, ১৯৭৬ সালে ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী পাশ হয় তা হলো ৪২ তম সংশোধনী আইন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য, এই সংবিধান সংশোধনী যখন পাশ হয় তখন সারা ভারতবর্ষ জুড়ে চলছে জরুরি অবস্থা। সমস্ত রাজনৈতিক দলের লক্ষাধিক নেতা তখন ছিলেন কারারুদ্ধ। অর্থাৎ ভারতীয় গণতন্ত্রের এক অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে এই গুরুত্বপূর্ণ সংবিধান সংশোধনী পাশ করিয়ে দেন স্বৈরাচারী ইন্দিরা গান্ধী সরকার। এই ৪২ তম সংশোধনীর মাধ্যমেই সংবিধানের প্রস্তাবনায় পরিবর্তন এনে 'সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দগুলি সংযুক্ত করা হয়। ভারতীয় সংবিধানে সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি যে আম্বেদকরের আমলে প্রণয়ন হয়নি বা এই শব্দগুলি যে তাঁর দ্বারা প্রণীত হয় এখনো অবধি সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পেলাম। এবার দেখা যাক, ডঃ আম্বেদকর ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় এই শব্দগুলি সংযোজনের পক্ষে ছিলেন কি না।

এক্ষেত্রে ১৯৪৮ সালের ১৫ নভেম্বর ভারতীয় গণপরিষদে সংবিধানের প্রস্তাবনা সংক্রান্ত বিতর্কটি দেখে নেওয়া প্রয়োজন। অধ্যাপক কে টি শাহ সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'ধর্মনিরপেক্ষ, ফেডারেল, সমাজতান্ত্রিক' শব্দগুলো রাখার দাবি জানান। কিন্তু ডঃ বি আর আম্বেদকর তার এই দাবির তীব্র প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন, "Mr. ViceéôéPresident Sir– I regret that I cannot accept the amendment of Prof. K. T. Shah.... What should be the policy of the State– how the Society should be organised in its social and economic side are matters which must be decided by the people themselves according to time and circumstances. It cannot be laid down in the Constitution itself– because that is destroying democracy altogether. If you state in the Constitution that the social organisation of the State shall take a particular form– you are– in my judgment– taking away the liberty of the people to decide what should be the social organisation in which they wish to live." (তথ্যসূত্র - Constituent Assembly Debates– Volume 7— 15 Nov– 1948)

অর্থাৎ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করলে, তিনি স্পষ্টভাবে বলেন যে রাষ্ট্রের নীতি কী হওয়া উচিত, সমাজকে তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে কীভাবে সংগঠিত করা উচিত সেগুলি সময় এবং পরিস্থিতি অনুসারে জনগণকে নিজেদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এবং এটা যদি সংবিধান সুনির্দিষ্ট করে দেয় তাহলে সেটা জণগণের স্বাধীনতা হরণ করা হবে।

ভারতবর্ষ হিন্দুরাষ্ট্র ঘোষনা হলে কিংবা হিন্দুপ্রধান দেশ হলে তা আম্বেদকর প্রণীত সংবিধানকে অবমাননা করবে বলে যে অভিযোগ করা হয় তা যে নিছকই মিথ্যা তা প্রমাণিত হল। এবার আসুন দেখে নিই ভারতবর্ষের উত্থান পতনের সাথে হিন্দুধর্ম কিরকম সম্পর্কিত।

হিন্দুধর্মের উত্থান না হলে যে ভারতবর্ষের উন্নতি সম্ভব না তা দৃপ্তকণ্ঠে বলে গেছেন স্বামীজী থেকে শুরু করে শ্রী অরবিন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ সকলে। শ্রী অরবিন্দ ১৯০৯ সালে ৩০ মে ঐতিহাসিক উত্তরপাড়া অভিভাষণে বলেছিলেন, 'যখন বলা হয় যে, ভারত উঠবে, তার অর্থে এই যে সনাতন ধর্ম উঠবে। যখন বলা হয় যে, ভারত মহান হবে, তার অর্থ এই যে, সনাতন ধর্ম মহান হবে। যখন বলা হয় যে, ভারত নিজেকে বর্ধিত ও প্রসারিত করবে, তার অর্থ এই যে, সনাতন ধর্ম নিজেকে বর্ধিত ও প্রসারিত করবে। এই ধর্মের জন্য এবং এই ধর্মের দ্বারাই ভারত বেঁচে আছে। ধর্মটিকে বড় করে তোলার অর্থ দেশকেই বড় করে তোলা।'

আবার স্বামীজী বলছেন, 'ভারতবর্ষের প্রাণশক্তি রয়েছে ধর্মে। তোমরা যদি ধর্মকে কেন্দ্র না করে ধর্মকেই জাতীয় জীবনের প্রাণশক্তি না করে রাজনীতি, সমাজনীতি বা অন্য কিছুকে তার জায়গায় বসাও, তবে তোমরা একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে। এরকম যাতে না হয়, সেই জন্য তোমাদেরকে সব কাজ করতে হবে ধর্মের মধ্য দিয়ে - যা তোমাদের প্রাণশক্তি।...

ভারতে যে-কোনও সংস্কার বা উন্নতির চেষ্টা করা হোক, প্রথমত ধর্মের উন্নতি প্রয়োজন। ভারতকে সামাজিক বা রাজনীতিক ভাবে প্লাবিত করার আগে প্রথমে আধ্যাত্মিক ভাবে প্লাবিত করো।' (তথ্যসূত্র - সবার স্বামীজী, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার; পৃ - ৪৬)

আরেক বক্তৃতায় স্বামীজী বলছেন, 'ভারত কি মরে যাবে? তাহলে জগৎ থেকে সমস্ত আধ্যাত্মিকতা দূর হয়ে যাবে সমস্ত নৈতিক মূল্যবোধ বিলুপ্ত হবে, ধর্মের প্রতি সমস্ত মধুর সহানুভূতির ভাব চলে যাবে; সব রকম আদর্শবোধ নষ্ট হয়ে যাবে। তার জায়গায় দেবদেবীরূপে যৌথ রাজত্ব চালাবে কাম এবং বিলাসিতা সে- পূজার পুরোহিত হবে অর্থ; প্রতারণা পাশবিক বল এবং প্রতিযোগিতা হবে পূজা-পদ্ধতি; আর মানবাত্মা হবে সে-পূজার বলি। এ কখনোই হতে পারে না। সহিষ্ণুতার শক্তি কর্মশক্তির চেয়ে লক্ষগুণে বড়, প্রেমের শক্তি ঘৃণার শক্তির চেয়ে অনন্তগুণে বেশি।' (তথ্যসূত্র - সবার স্বামীজী, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার; পৃ - ৫২)

অর্থাৎ স্বামীজীর ভাষায়, ভারতবর্ষে ধর্মের প্রভাব রয়েছে বলেই মূল্যবোধ বেঁচে রয়েছে। ভারতবর্ষ না থাকলে সমগ্র বিশ্বজুড়ে অধর্ম স্থাপন হবে তাও কিন্তু তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তাই, যেখানে স্বামীজী বলছেন ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য ধর্মের উন্নতির প্রয়োজন সেখানে একদল রাজনীতিবিদ নিজেদের স্বার্থে ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি আওড়াচ্ছেন। স্বামীজী, শ্রী অরবিন্দের মতো মহামানবের মতের যারা অবমাননা করেন ভারতবাসী কি তাদের কথায় বিভ্রান্ত হবেন?

শুধু স্বামীজী বা শ্রী অরবিন্দ নন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের মতো বিজ্ঞানীরা সকলেই হিন্দুধর্মকে ভারতবর্ষের ভিত্তি হিসেবে স্বীকার করেছেন। তাইতো বিজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় তাঁর বইয়ের নাম রেখেছিলেন 'A history of Hindu Chemistry'। অপরদিকে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের গবেষণা কেন্দ্রের নাম দিয়েছিলেন 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'। প্রতিষ্ঠার দিন ভাষণে তিনি বলেন,

'এটি শুধু গবেষণাগার নয়, এটি একটি মন্দির।' সাথে সাথে নিজের হাতে লেখা পত্রে তিনি লিখেছেন, 'ভারতের গৌরব ও জগতের কল্যাণ কামনায় এই বিজ্ঞান মন্দির দেব চরণে নিবেদন করলাম।' বিজ্ঞান ও মন্দিরকে একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত করে তিনি যেমন এক অনন্য নিদর্শন সৃষ্টি করেন তেমনই এই প্রয়াস প্রমাণ করে দেয় তাঁর হিন্দুত্ব চেতনা।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অজস্র লেখনীতে রয়েছে বেদ উপনিষদের প্রসঙ্গ যা এই প্রবন্ধে স্বল্প পরিসরে উল্লেখ করা প্রায় অসম্ভব। যেমন 'সাহিত্যের স্বরূপ' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, ''ভগবতগীতা আজও পুরাতন হয়নি। হয়ত কোনওকালেই পুরাতন হবে না।'' আবার তাঁর বিখ্যাত 'রক্তকরবী' নাটকে তিনি লিখেছেন, 'রাম হলো আরাম, শান্তি; রাবণ হলো চিৎকার, অশান্তি। একটিতে নবাঙ্কুরের মাধুর্য পল্লবের মাধুর্য, আর একটিতে শান - বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে দৈত্যরথের বীভৎস শৃঙ্গধ্বনি।'

তাঁর রচিত গানের লাইনে আবার রয়েছে

'ধর্ম যবে শঙ্খরবে করিবে আহ্বান
নীরব হয়ে, নম্র হয়ে, পণ করিয়ো প্রাণ।'

অর্থাৎ হিন্দু ধর্ম তথা হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলির গভীর প্রভাব যে কবিগুরুর মধ্যে ছিল তা স্পষ্ট।

ভারতবর্ষ হিন্দুপ্রধান দেশ বলেই তারা দেশকে 'মা' বলে সম্বোধন করেন, 'পূণ্যভূমি' বলে গর্বানুভব করেন। আর এই দেশমাতাকে দেবী দুর্গার রূপে কল্পনা করে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী'। আবার তাঁর আনন্দমঠ উপন্যাসে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন গীতার কর্মযোগের কথা। 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন যে, দেশের নৈতিক এবং রাজনৈতিক পুনর্জ্জীবন, ধর্মপ্রচার এবং ধর্মরাজ্য-সংস্থাপনই ছিল তার আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের লক্ষ্য। ধর্মের উন্নতি ঘটলে তবেই সমাজের আর্থিক উন্নতি ঘটে। তাঁর মতে ত্রাজনৈতিক উন্নতিরও মূল ধর্মের উন্নতি। অতএব সকলে মিলিয়া ধর্মের উন্নতিতে মন দাও।' (কৃষ্ণচরিত্র, চতুর্থ খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ)

অর্থাৎ ভারতমায়ের কোলে যে সব বরেণ্য মনীষীরা কালক্রমে জন্মগ্রহণ করেছেন; সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা দেশ মায়ের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন তাঁরা সকলেই ভগবান তথা ধর্মের প্রতি শরণাগত ছিলেন। না, তাঁরা কিন্তু ভারতবর্ষকে সেক্যুলার ভারত গড়তে চাননি কিংবা ভারত থেকে ধর্মের প্রাধান্য হ্রাস পাক তা চাননি। তাই, ২০৪৭ সালে বিশ্বভারতের লক্ষ্যে পৌঁছতে আমাদেরই ঠিক করতে হবে যে আমরা সেক্যুলার ভারতবর্ষ গঠনের ফাঁদে পা দেবো! নাকি হিন্দুত্বের জাগরণের মাধ্যমে ভারতের পুনরুত্থানের যাত্রায় সামিল হব।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষের অভিযোগ, থানায় পুলিশকে কুকুর বললেন সৌমিত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: পঞ্চম দফা নির্বাচনের কয়েক ঘণ্টা আগে বিষ্ণুপুরে বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষের অভিযোগ। বিষ্ণুপুর থানার দ্বারস্থ বিষ্ণুপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি। বিষ্ণুপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মহাদেব মালের অভিযোগ, বিষ্ণুপুর ব্লকের চুয়ামসিনা গ্রামে তৃণমূল কর্মীরা প্রচার সেরে গ্রামের মাঝে একটি মাচায় বসেছিলেন। ঠিক তখনই অতর্কিতে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তৃণমূল কর্মীদের ওপর চড়াও হয়। ঘটনায় আহত হন দুই মহিলা সহ চারজন তৃণমূল কর্মী।

অন্যদিকে বিজেপির অভিযোগ, রবিবার বিজেপি কর্মীরা নিকুঞ্জপুড়ে নরেন্দ্র মোদির সভায় গিয়েছিলেন বলে দুই বিজেপি মহিলা কর্মীর ওপর আক্রমণ করেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। এরপরই বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ বিষ্ণুপুর থানায় যান। সেখান থেকে চাঞ্চল্যকর মন্তব্য করে বসেন সৌমিত্র খাঁ। তিনি দাবি করেন, আইসিকে ফোন করলেও তিনি ফোন ধরেননি।

এরপরেই থানায় দাঁড়িয়ে পুলিশের উদ্দেশে বলেন, 'এরা তৃণমূলের কুকুরের মতো কাজ করছে। তৃণমূলের কুকুর এগুলো। আজকে যদি এইরকম ঝামেলা থাকে, আমরা রাস্তা অবরোধ করতে বাধ্য থাকব।' এরপরেই থানায় নিজের ক্ষমতা জাহির করতে না পেরে কয়েকজন দলীয় কর্মীকে নিয়ে সোজা চলে যান রাধানগর পুলিশ ফাঁড়ির সামনে। সেখানে রাধানগর পুলিশ ফাঁড়ির সামনে বিষ্ণুপুর সোনামুখী গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় বসে পথ অবরোধ করেন সৌমিত্র খাঁ। কিছুক্ষণ অবরোধ করার পর নিজেরাই রাস্তা ছেড়ে উঠে পড়েন। তবে বিজেপি কর্মীদের মারধর করা হয়েছে এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত বিজেপির পক্ষ থেকে থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল জানান, বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী নিশ্চিত বুঝে গিয়েছেন তিনি হেরে গিয়েছেন ৪ জুন শুধুমাত্র ফল বেরনোর অপেক্ষা, তাই তিনি হতাশাগ্রস্ত হয়ে এতটাই নীচে নেমে গিয়েছেন যে তিনি মিথ্যার ফুলঝুরি ছোটাচ্ছেন। চুয়ামসিনাতে বিজেপি প্রার্থী একটি প্ল্যান সাজিয়েছিলেন নিজের দলের কর্মীদেরকেই নিজের দলের কর্মীদের দিয়ে মার খাওয়াবেন দিয়ে তৃণমূলের ঘাড়ে চাপাবেন।' পাশাপাশি তৃণমূল কর্মীদের মারধর করা হয়েছে চারজন তৃণমূল কর্মী হাসপাতালে ভর্তি।

পুলিশকে আক্রমণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এতে করে বোঝা যায় বিজেপি প্রার্থী কত নিম্নমানের নিম্ন রুচির। এর আগেও তিনি সোনামুখীর আইসিকে আক্রমণ করেছিলেন তার কেস এখনও চলছে। তবে কথায় আছে কুকুরের লেজ টানলেও সোজা হয় না, ওঁর চরিত্রটা তাই। উনি শুধু ফুটেজ নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন আপনি চিন্তা করবেন না, আপনাকে কোনও ফুটেজ দেওয়া হবে না। সৌমিত্র খাঁকে হারের জন্য আগাম অভিনন্দন জানান সুজাতা মণ্ডল।

দেশ ও দশের ক্ষতি করছেন মমতা : তেজস্বী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মন্দিরবাজার: ভারত সেবাশ্রম সংঘ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের একাংশকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে সারা দেশ জুড়েই সমালোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে। এবার সেই ইস্যুতেই বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে তীব্র আক্রমণে বিঁধলেন বিজেপির যুব মোর্চার সর্বভারতীয় সভাপতি তেজস্বী সূর্য।

সোমবার মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অশোক পুরকাইতের সমর্থনে মন্দির বাজারে রোড শো শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তেজস্বী সূর্য বলেন, 'দিদি ধর্ম পরিবর্তন করে মুসলমান হয়ে গিয়েছেন। সেজন্য হিন্দুদের ঘৃণা করা হচ্ছে। ওঁর ব্যবহার হিন্দুদের মতোই নয়। এবার সময় এসে গিয়েছে সেটা সকলের কাছে স্পষ্ট করা উচিত।' তাঁর সংযোজন, 'বাংলায় হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে। দুর্গাপুজো, রামনবমী পালন করতেও আদালতের অনুমতি নেই। রাম ও কৃষ্ণকে গুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। হিন্দুদের প্রতি ওঁর এত ঘৃণা কেন! আসলে তিনি কোন ধর্মের অনুসারী, সবার সামনে জানান। আমরা দেখছি, বাংলাদেশের অনুপ্রবেশকারীদের জায়গা দিচ্ছেন তিনি। নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে তাঁদেরকে কাজে লাগাচ্ছেন। এভাবে দেশ ও দশের ক্ষতি করছেন উনি। এ ভাবে চলতে পারে না। এর প্রতিকার হওয়া দরকার। তাই বাংলার মানুষ এই তৃণমূলকে বিসর্জন দেবে।'

খুনের চেষ্টায় দোষীসাব্যস্ত, সাজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বছর দশেক আগে বৃদ্ধ দম্পতির গলায় ছুরির কোপ বসানোর ঘটনায় অভিযুক্ত জামিনে মুক্তি ছিল এতদিন। শেষ পর্যন্ত শুক্রবার মামলার সাক্ষ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে দোষীসাব্যস্ত করা হল অভিযুক্ত সঞ্জয় দত্তকে। সরকারি পক্ষের আইনজীবী গুরুদাস ভট্টাচার্য জানান, বৃদ্ধ দম্পতি খুনের চেষ্টার মামলার অভিযুক্ত সঞ্জয় দত্তকে শনিবার বিষ্ণুপুর আদালতে অতিরিক্ত দায়রা বিচারক (অ্যাসিস্ট্যান্ট সেশন জাজ) জ্যোৎস্না রায় তিনটি ধারার যথাক্রমে ৬ বছর, পাঁচ বছর ও এক বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন। সর্বোচ্চ ৬ বছরের সাজা ভোগ করবে অভিযুক্ত। এই ধরনের রায় অভিযুক্তদের ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

ঘটনার সূত্রপাত ২০১৪-র ৭ জানুয়ারি। অভিযোগ, ওই দিন সন্ধ্যায় সোনামুখী সাত নম্বর ওয়ার্ডের চেল মোড়ের বাসিন্দা, নরনাথ চন্দ্রের ওপর ছুরি নিয়ে চড়াও হয় সোনামুখীর ৮ নম্বর ওয়ার্ডের শিখা কার্তিক তলার বাসিন্দা সঞ্জয়। নরনাথের মেয়েকে বাড়ি থেকে তুলে আনতে চেয়েছিল অভিযুক্ত। তবে সেই সময় মেয়েকে না পেয়ে বাবার গলাতে ছুরির কোপ বসায় সে। স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে গুরুতর জখম হন নরনাথের স্ত্রী ভারতী দেবীও। বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতলে ভর্তি ছিলেন দম্পতি।

সেই সময় সোনামুখী থানায় লিখিত অভিযোগ হওয়ার পরে সোনামুখী থানার সাব-ইন্সপেক্টর সামাদ আনসারির নেতৃত্বে তদন্ত শুরু হয় এবং অভিযুক্ত সঞ্জয়কে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযুক্ত সঞ্জয়কে গ্রেপ্তার করে বিষ্ণুপুর আদালতে পাঠায় পুলিশ। যদিও জামিনে ছাড়া পেয়ে যায় অভিযুক্ত। সেই সময় আতঙ্কে ছিলেন নরনাথ ও তাঁর পরিবার। এই দিনের রায়ের পরে বলেন তিনি বলেন, 'আমরা এখনও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। সাজা ভোগ করলে অভিযুক্ত অপরাধ বুঝতে পারবে। কিন্তু যদি ও আবার জামিনে মুক্তি হয়ে যায় তা হলে আমাদের মতো অসহায় মানুষ তো আতঙ্কে থাকবেই। আমরা চাই দোষী যেন শাস্তি পায়।' এদিন অভিযুক্ত নিজে কিছু না বললেও তার আইনজীবী সন্তোষ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা মক্কেলের জামিনের জন্য আদালতে যা আবেদন করব।'

কলকাতায় ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল-১ স্থিত

ও.এ. নং - ২০১৩ এর ১৮৫
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
- বনাম-
জয় দাদা ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাঃ লিঃ এবং অন্যান্য

সংশোধনী

২৬.০৪.২০২৪ তারিখে ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস এবং একদিন এ প্রকাশিত ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির অধীনে আমাদের বিজ্ঞাপনে কিছু প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে প্রত্যাহার করা হয়েছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

সংশোধনী

ই-টেন্ডার নোটিস নং ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-৬৯-২৪ তারিখ ০৩.০৫.২০২৪ যা ইতিপূর্বে ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইএনজিজি)/আদ্রা কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে সেটির সংশোধনী। প্রশাসনিক কারণে, টেন্ডারটির নির্ধারিত বন্ধের তারিখ ০৩.০৬.২০২৪ তারিখের পরিবর্তে **১০.০৬.২০২৪ তারিখে** পুনর্নির্ধারিত হয়েছে।

(PR-162/C)

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
Central Bank of India

অ্যাডভোকেটদের তালিকাভুক্তি

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বাঁকুড়া রিজিওনাল অফিস, বাঁকুড়া কোর্ট অফ ল' এর সমীপে ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্যানেল অ্যাডভোকেটগণ / কাউন্সেল (দের) নিযুক্ত করার জন্য আবেদনের আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

বার কাউন্সিল (রাজ্য/জেলা কাউন্সিল) এর সাথে নিবন্ধিত ৫ বছরের অনুশীলনকারী অ্যাডভোকেটরা তালিকাভুক্তির জন্য যোগ্য। যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, ফি এর সময়সূচী, অন্যান্য শর্তাবলী এবং নির্ধারিত আবেদন ফর্ম রিজিওনাল অফিস থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। **০৭.০৬.২০২৪ তারিখে বা তার আগে নির্ধারিত ফরম্যাটে যথাযথভাবে পূরণকৃত আবেদনপত্র সহ সহায়ক নথিগুলি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে**

বাঁকুড়া রিজিওনাল অফিস
মাচানতলা, জেলা - বাঁকুড়া
পিন - ৭২২১০১, যোগাযোগ নং : ৯৭৬৭৪১০১০০

রিজিওনাল প্রধান

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেড, বহরমপুর শাখা শপিং প্লাজা
গ্রা. ফ্লোর, ৩৪, এস.এন ভট্টাচার্য রোড, কাদাই, বহরমপুর, পিন-৭৪২১০১, পশ্চিমবঙ্গ

ই-নিলামের মাধ্যমে সম্পত্তি বিক্রির জন্য পাবলিক নোটিশ

শ্রী অপূর্ব মন্ডলের (ঋণগ্রহীতা- ওরাকল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি : স্বত্বাধিকারী শ্রী অপূর্ব মন্ডল) সম্পত্তি বিক্রয় সাচি ম্যানসন-২, ফ্ল্যাট নং সি৫ এবং ডি৫, হোল্ডিং নং ৬৯/৬, পিলখানা রোড, মৌজা-গড় বহরমপুর, ১৭ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত, পোঃঅঃ এবং থানা - বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন: ৭৪২১০১, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে

নিম্নস্বাক্ষরকারী হলেন আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেডের (আইডিবিআই) অনুমোদিত অফিসার (এও) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর অধীনে এও, আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেডের দ্বারা ০১ জানুয়ারী, ২০২২ তারিখে দখলিকৃত শ্রী অপূর্ব মন্ডল (ঋণগ্রহীতা- মেসার্স ওরাকল ইনফরমেশন অ্যান্ড টেকনোলজি স্বত্বাধিকারী অপূর্ব মন্ডল) এর নিম্নলিখিত সম্পত্তি বিক্রির জন্য অনলাইন ই নিলামের মাধ্যমে বিড/অফারগুলিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

১. **সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** এই সমস্ত ফিনিশ এবং সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং সি/৫ এর সকল যার সুপার বিল্ড এরিয়া ১২৮৮.৫৩৬ বর্গফুট এবং ফ্ল্যাট নং ডি/৫ এর সুপার বিল্ড আপ এরিয়া ৯৮৩.৪১২ বর্গফুট সাচি ম্যানশন ২ নামে পরিচিত জি+৫ তলা বিল্ডিং এর ৬ষ্ঠ তলায় সেইসঙ্গে সাধারণ অংশ সাধারণ পরিষেবাগুলি সহ নিচের জমির আনুপাতিক অবিভক্ত অধিকার, শিরোনাম এবং নিরপেক্ষ ইন্টারেস্ট নীচের জমিতে এবং জেএল নং ৯১, হোল্ডিং নং ৬৯/৬ পিলখানা রোড, বহরমপুর পৌরসভার ১২ নং ওয়ার্ডের মধ্যে, থানা ও এসআরও বহরমপুর, মৌজা গড় বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ পিন-৭৪২১০১, পশ্চিমবঙ্গে, যা পরিবেষ্টিত : উত্তরে - গৌরী প্রসাদ বাগচীর সম্পত্তি, দক্ষিণে - অন্যান্যদের সম্পত্তি, পূর্বে - লেন এবং অন্যান্যদের সম্পত্তি, পশ্চিমে - নর্দমা। তার উপর সমস্ত ইমারত এবং কাঠামো এবং পৃথিবীর সাথে সংযুক্ত সমস্ত উদ্ভিদ ও যন্ত্রপাতি বা পৃথিবীর সাথে সংযুক্ত কোনও কিছুর সাথে স্থায়ীভাবে আবদ্ধ।

২. আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডের বকেয়া ০১.০৯.২০১৭ অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে **৪৩,৩৬,০১০/- টাকা** সহ এর উপর সুদ মূল্য এবং চার্জ যা ০২.০৯.২০১৭ থেকে কার্যকর।

৩. বিড ডকুমেন্ট বিক্রয়ের তারিখ : ২৩.০৫.২০২৪ থেকে ১১.০৬.২০২৪ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৪.০০টা

রিজার্ভ মূল্য	ইএমডি	পরিদর্শনের তারিখ	একসাথে ইএমডি ও কেওয়াইসি নথি সহ সিলযুক্ত বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	ই-অকসনের তারিখ এবং সময়
৪২,৪০,৮২৫/- টাকা	৫,০০,০০০/- টাকা	০৪.০৬.২০২৪ এবং ০৫.০৬.২০২৪	১১.০৬.২০২৪ দুপুর ১২.০০টা পর্যন্ত	১২.০৬.২০২৪ সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ১.৩০টা পর্যন্ত

বিড নথিতে প্রদর্শিত সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী

৪.
১. ই-অকশন প্ল্যাটফর্মে বিক্রয় হওয়ার ওয়েবসাইট- www.bankeauctionwizard.com, ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স ই- আন্তারেস সিস্টেমস লিমিটেড -এর মাধ্যমে।
২. আগ্রহী দরদাতারা ইএমডি এবং কেওয়াইসি নথি (প্যান কার্ড/ ঠিকানার প্রমাণ) সহ তাদের বিড জমা দেবেন। ইএমডির প্রাপ্তির পর, দরদাতারা তাদের বৈধ ইমেলে (আইডি ইউজার আইডি/পাসওয়ার্ড পাবেন (ই অকশনের জন্য অপরিহার্য) ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী আন্তারেস সিস্টেমস লিমিটেড -এর মাধ্যমে।
৩. সিকিউরড ক্রেডিটর অর্থাৎ আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডের জন্য এবং পক্ষ থেকে সুরক্ষিত সম্পদের বিক্রয় **"যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে", "যেখানে যা আছে ভিত্তিতে", "সেখানে যাই থাকুক ভিত্তিতে"** এবং **"কোনও রিকোর্স ব্যতীত ভিত্তিতে"**। ক্রয়কারীর নামে সম্পত্তি হস্তান্তরকে প্রভাবিত করতে পারে এমন বকেয়া এবং এই ধরনের বকেয়া, যদি থাকে, সেগুলি ক্রয়কারীকে বহন করতে হবে। এও এই বিষয়ে তথ্য প্রদানের কোনো দায়িত্ব নেবে না।
৪. উপরোক্ত সম্পত্তি উপরে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না।
৫. এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে পনেরো দিনের মেয়াদ শেষ হলে বিক্রয় করা হবে।
৬. আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট - (ইএমডি) সুদ বহন করবে না। এও বিড খোলার তারিখ থেকে ৩ মাস পর্যন্ত শীর্ষ তিন দরদাতার ইএমডি ধরে রাখতে পারে।
৭. এও শীর্ষ তিন দরদাতার মধ্যে আন্তঃ-বিডিংয়ের অনুমতি দিতে পারে।
৮. সফল দরদাতাকে বিক্রয়ের নিশ্চিতকরণের সময় বিক্রয় মূল্যের ২৫% (ইএমডি জমার পরিমাণ বাদ দিয়ে) জমা করতে হবে। বিক্রয়মূল্যের অবশিষ্ট পরিমাণ বিক্রয় নিশ্চিতকরণের ১৫ দিনের মধ্যে বা এও দ্বারা সম্মত হওয়া বর্ধিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশিষ্ট অর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হলে, জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে, বায়নার অর্থ সহ।
৯. এও কোনো কারণ(গুলি) উল্লেখ না করে যেকোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে। যদি সমস্ত দর প্রত্যাখ্যান করা হয়, এও সারফেইসি আইনে নির্ধারিত যে কোনও পদ্ধতিতে সম্পদ বিক্রি করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
১০. বিড নথিতে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদগুলি সিকিউরড ক্রেডিটরদের পক্ষে ঋণগ্রহীতার দ্বারা সৃষ্ট চার্জ/বন্ধকীর উপর ভিত্তি করে, বিড ডকুমেন্টে তার বিবরণ দেওয়া আছে। আগ্রহী পক্ষগুলিকে সুরক্ষিত সম্পদের বিশদ যাচাই করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে এবং অনুরোধের ভিত্তিতে এও-এর কাছে উপলব্ধ বন্ধককৃত সম্পদ সম্পর্কিত রেকর্ডগুলি পরিদর্শন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
১১. সুরক্ষিত পাওনাদাররা সুরক্ষিত সম্পদে কোনো ত্রুটি/বাদ/অসঙ্গতি/ঘাটতি ইত্যাদির জন্য বা কোনো অনুমতি ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য বা আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোনো কর্তৃপক্ষের বকেয়া জন্য দায়ী নয়।
১২. সুরক্ষিত সম্পদগুলি শুধুমাত্র সিকিউরড ক্রেডিটরদের চার্জ এবং দায়মুক্তি থেকে বিক্রি করা হচ্ছে।
১৩. সফল দরদাতাকে সুরক্ষিত সম্পদ হস্তান্তরের জন্য স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন, খরচ, ট্যাক্স দায়, যদি থাকে ইত্যাদি সমস্ত প্রয়োজনীয় খরচ বহন করতে হবে।
১৪. বিড ডকুমেন্টটি অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেড, ৪৪, সেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ পিন-৭০০০১৭ (টেলি.) ৮৮৮৮১৫০১৩৫, ইমেল: kaushik_chatterjee@idbi.co.in অথবা শাখা প্রধান, আইডিবিআই ব্যাংক লিঃ, বহরমপুর শাখা, বহরমপুর শপিং প্লাজা গ্রা. ফ্লোর, ৩৪, এস.এন ভট্টাচার্য রোড, ৭৪২১০১৪, ইমেল: kumar.pramod@idbi.co.in এবং www.idbibank.com থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে।
১৫. আগ্রহী পক্ষ নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন: ইমেল: mr.guria@idbi.co.in/ swapnasudha.sahoo@idbi.co.in/koustav.baidya@idbi.co.in (মোঃ) +৯১৭০০৪২৮৬৩৬০/+৯১ ৮০৯৩০৩২৮০৫/+৯১৭০০৩২৪২১০৪ -তে।

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮(৬) এবং ৯(১) এর অধীনে সংবিধিবদ্ধ ১৫ দিনের নোটিশ

ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের ই-নিলামের তারিখের আগে সুদ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় সহ উপরে উল্লিখিত পরিমাণ পরিশোধ করার জন্য নোটিশ দেওয়া হচ্ছে, কোন সম্পত্তি নিলাম/বিক্রয় করা হবে এবং যদি কোনও সম্পত্তি সুদ এবং খরচ সহ আদায় করা হবে তবে তা অবশিষ্ট থাকবে।ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতা ও সম্ভাব্য ক্রেতা হিসেবে উপরে উল্লিখিত শর্তাবলী অনুযায়ী ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য আসতে পারে। যে কোনো কারণে নিলাম ব্যর্থ হলে, ব্যাঙ্ক ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে উপরোক্ত বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রি করতে স্বাধীন থাকবে সারফেইসি আইনের অধীনে বাধ্যতামূলক বিধান অনুসারে।

তারিখ: ২১.০৫.২০২৪, স্থান: বহরমপুর **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার**

ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র
Bank of Maharashtra

জোনাল অফিস : কলকাতা,
৩, এন.এস. রোড, ম্যাক লিওড হাউস ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১ ফোন: ০৩৩ ৪০৩৭৪৯০৫
ইমেল: dzmkolkata@mahabank.co.in

রেজোলিউশন/সিজার/ডিটেকটিভ এজেন্সির তালিকাভুক্তি

নিম্নলিখিত বিভাগে তালিকাভুক্তির জন্য স্বনামধন্য, যোগ্য, অভিজ্ঞ এবং দক্ষ ফার্ম/ব্যক্তির কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করা হয়েছে।

১. রেজোলিউশন এবং এনফোর্সমেন্ট এজেন্ট
২. রিকভারি এজেন্ট
৩. ভেহিকেল এজেন্টদের সিজার
৪. ডিটেকটিভ এজেন্ট

যেসব পক্ষের যোগ্যতা আছে, আইবিএ নির্দেশিকা অনুসারে/ মেনে চলার অভিজ্ঞতা আছে এবং ব্যাঙ্ক/এফএলস-এ এই ধরনের কাজ সফলভাবে সম্পাদন করে তারা আবেদনের জন্য যোগ্য হবে। আগ্রহী পক্ষ(গুলি)/ব্যক্তি (গুলি) কাজের বিবরণ দিয়ে আবেদনপত্র/প্রোফাইল জমা দিতে পারে বিগত তিন বছরে সম্পন্ন করা কাজের বিবরণ দিয়ে। সমস্ত ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রোফাইলগুলি প্রাসঙ্গিক নথিগুলির সাথে একটি খামের মধ্যে 'অ্যাপ্লিকেশন ফর এমপ্যানেলমেন্ট অফ (রেজোলিউশন/ এনফোর্সমেন্ট/রিকভারি/সিজার অফ ভেহিকেল/ডিটেকটিভ এজেন্ট)' লিখে পাঠাতে হবে ২৭.০৫.২০২৪ এর মধ্যে উপরের ঠিকানায় বা নিকটস্থ শাখায় পৌঁছাতে হবে।

কোনো কারণ না দেখিয়েই যে কোনো বা সমস্ত আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার ব্যাঙ্ক সংরক্ষণ করে।

জোনাল ম্যানেজার,
কলকাতা জোনাল অফিস

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড

CIN: L70109WB1986PLC040864
রেজিঃ অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২ সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

পাবলিক নোটিস

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইসুর জন্য। যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

ক্র. নং	নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম	এল. এফ. নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	স্বাতন্ত্র্যসূচক নং	শেয়ার সংখ্যা
১.	এস সানি	০০১২৯৫২	২৪৯৯	৪৬৫৭০০১-৪৬৫৮৭৫০	১,৭৫০

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইসুর প্রক্রিয়ারত, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিতে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)

স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ: ২০ মে, ২০২৪

জন বিজ্ঞপ্তি
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড এর ১০২ ধারা অধীনে)
শ্রী নমন অজিতসারিয়া, পৃথ্বী ফেরো অ্যালোয়স প্রাঃ লিঃ -সিডি এর ব্যক্তিগত জামিনদাতা -এর ক্রেডিটরগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম	**শ্রী নমন অজিতসারিয়া**
২.	আবেদনপত্র গ্রহণের আদেশের বিবরণ	মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ ব্যক্তিগত জামিনদাতার ক্ষেত্রে দেউলিয়া প্রস্তাব প্রক্রিয়ার অনুমোদন উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ১৬.০৫.২০২৪, সিপি (আইবি) নং ৮৬/কেবি/২০২১।
৩.	ব্যক্তি জামিনদাতার ক্ষেত্রে দেউলিয়া শুরুর তারিখ	১৬/০৫/২০২৪
৪.	দেউলিয়া প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	১১/১১/২০২৪
৫.	প্রস্তবিক পেশাদার হিসেবে কার্যরত দেউলিয়া পেশাদার এর নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নং	মহেশ চাঁদ গুপ্তা রেজি নং: IBBI/IPA-001/IP-P01489/2018-19/12304
৬.	বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাবক পেশাদারের ঠিকানা এবং ই-মেল	ঠিকানা: এফই-২০২, সল্টলেক সিটি, সেক্টর-৩, ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০১০৬। **ইমেইল: mcgupta90@gmail.com**
৭.	প্রস্তাবক পেশাদারগণের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ই-মেল	ঠিকানা: ১১ এবং ১১/১, বিবি গাঙ্গুলী স্ট্রিট, ১ম ফ্লোর, স্যুট নং ১, কলকাতা-৭০০০১২ **ইমেইল: mcgupta90@gmail.com**
৮.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১১/০৬/২০২৪
৯.	(ক) সংশ্লিষ্ট ফর্ম এবং (খ) অনুমোদিত প্রতিনিধিদের বিস্তারিত উপলব্ধ :	**ওয়েবলিংক: https://www.ibbi.gov.in/downloadforms** বাস্তবিক ঠিকানা: প্রযোজ্য নয়

এতদ্দ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইব্যুনাল ১৬/০৫/২০২৪ তারিখে পৃথ্বী ফেরো অ্যালয়স প্রাঃ লিঃ সিডি-এর ব্যক্তিগত গ্যারান্টর শ্রী নমন অজিতসারিয়ার দেউলিয়া সমাধান প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে। শ্রী নমন অজিতসারিয়ার ক্রেডিটরদেরকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ১১/০৬/২০২৪ তারিখে প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ৬ বা ৭ -এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে বল হচ্ছে।
ক্রেডিটরগণ প্রামাণ্য নথি সহ বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা কুরিয়ার, স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার্ড ডাকে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইব্যুনালের পক্ষে
মহেশ চাঁদ গুপ্তা
রেজোলিউশন প্রফেশনাল
পৃথ্বী ফেরো অ্যালয়স প্রাইভেট লিমিটেড-সিডি -এর ব্যক্তিগত গ্যারান্টার শ্রী নমন অজিতসারিয়া দেউলিয়াত্ব সমাধান প্রক্রিয়ার বিষয়ে
তারিখ: ২১.০৫.২০২৪ **রেজি নং: IBBI/IPA-001/IP-P01489/2018-2019/12304**
স্থান : কলকাতা **এএফএ নং- AA1/12304/02/191124/106336। ১৯-১১-২০২৪ পর্যন্ত বৈধ**

জন বিজ্ঞপ্তি
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড এর ১০২ ধারা অধীনে)
শ্রী শংকর লাল অজিতসারিয়া, পৃথ্বী ফেরো অ্যালোয়স প্রাঃ লিঃ-সিডি এর ব্যক্তিগত জামিনদাতা -এর ক্রেডিটরগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম	**শ্রী শংকর লাল অজিতসারিয়া**
২.	আবেদনপত্র গ্রহণের আদেশের বিবরণ	মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ ব্যক্তিগত জামিনদাতার ক্ষেত্রে দেউলিয়া প্রস্তাব প্রক্রিয়ার অনুমোদন উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ১৬.০৫.২০২৪, সিপি (আইবি) নং ৯২/কেবি/২০২২।
৩.	ব্যক্তি জামিনদাতার ক্ষেত্রে দেউলিয়া শুরুর তারিখ	১৬/০৫/২০২৪
৪.	দেউলিয়া প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	১১/১১/২০২৪
৫.	প্রস্তবিক পেশাদার হিসেবে কার্যরত দেউলিয়া পেশাদার এর নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নং	মহেশ চাঁদ গুপ্তা রেজি নং: IBBI/IPA-001/IP-P01489/2018-19/12304
৬.	বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাবক পেশাদারের ঠিকানা এবং ই-মেল	ঠিকানা: এফই-২০২, সল্টলেক সিটি, সেক্টর-৩, ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০১০৬। **ইমেইল: mcgupta90@gmail.com**
৭.	প্রস্তাবক পেশাদারগণের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ই-মেল	ঠিকানা: ১১ এবং ১১/১, বিবি গাঙ্গুলী স্ট্রিট, ১ম ফ্লোর, স্যুট নং ১, কলকাতা-৭০০০১২ **ইমেইল: mcgupta90@gmail.com**
৮.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১১/০৬/২০২৪
৯.	(ক) সংশ্লিষ্ট ফর্ম এবং (খ) অনুমোদিত প্রতিনিধিদের বিস্তারিত উপলব্ধ :	**ওয়েবলিংক: https://www.ibbi.gov.in/downloadforms** বাস্তবিক ঠিকানা: প্রযোজ্য নয়

এতদ্দ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইব্যুনাল ১৬/০৫/২০২৪ তারিখে পৃথ্বী ফেরো অ্যালয়স প্রাঃ লিঃ সিডি-এর ব্যক্তিগত গ্যারান্টর শ্রী শংকর লাল অজিতসারিয়ার দেউলিয়া সমাধান প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে। শ্রী শংকর লাল অজিতসারিয়ার ক্রেডিটরদেরকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ১১/০৬/২০২৪ তারিখে প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ৬ বা ৭ -এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে বল হচ্ছে।
ক্রেডিটরগণ প্রামাণ্য নথি সহ বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা কুরিয়ার, স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার্ড ডাকে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইব্যুনালের পক্ষে
মহেশ চাঁদ গুপ্তা
রেজোলিউশন প্রফেশনাল
পৃথ্বী ফেরো অ্যালয়স প্রাইভেট লিমিটেড-সিডি -এর ব্যক্তিগত গ্যারান্টার শ্রী শংকর লাল অজিতসারিয়া দেউলিয়াত্ব সমাধান প্রক্রিয়ার বিষয়ে
তারিখ: ২১.০৫.২০২৪ **রেজি নং: IBBI/IPA-001/IP-P01489/2018-2019/12304**
স্থান : কলকাতা **এএফএ নং- AA1/12304/02/191124/106336। ১৯-১১-২০২৪ পর্যন্ত বৈধ**

জন বিজ্ঞপ্তি
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড এর ১০২ ধারা অধীনে)
শ্রী সুশীল কুমার বনসালি, ইস্টার্ন গ্যাস লিমিটেড-সিডি এর ব্যক্তিগত জামিনদাতা -এর ক্রেডিটরগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম	**শ্রী সুশীল কুমার বনসালি**
২.	আবেদনপত্র গ্রহণের আদেশের বিবরণ	মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ ব্যক্তিগত জামিনদাতার ক্ষেত্রে দেউলিয়া প্রস্তাব প্রক্রিয়ার অনুমোদন উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ১৩.০৫.২০২৪, সিপি (আইবি) নং ১৩৬/কেবি/২০২২
৩.	ব্যক্তি জামিনদাতার ক্ষেত্রে দেউলিয়া শুরুর তারিখ	১৩/০৫/২০২৪ (আদেশের কপি ১৫/০৫/২০২৪ তারিখে পাওয়া গেছে)
৪.	দেউলিয়া প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	০৯/১১/২০২৪
৫.	প্রস্তবিক পেশাদার হিসেবে কার্যরত দেউলিয়া পেশাদার এর নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নং	বৃন্দা বিদাসারিয়া, রেজিঃ নং : IBBI/IPA-001/IP-P-02818/2023-2024/14329
৬.	বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাবক পেশাদারের ঠিকানা এবং ই-মেল	ঠিকানা: সিদ্ধা ওয়েস্টন, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, ইউনিট ১০৭, ফার্স্ট ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০১৩ **ইমেইল: cabrindadalmia@gmail.com**
৭.	প্রস্তাবক পেশাদারগণের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ই-মেল	ঠিকানা: সিদ্ধা ওয়েস্টন, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, ইউনিট ১০৭, ফার্স্ট ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০১৩ **ইমেইল: pgskb.irp@gmail.com**
৮.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১১/০৬/২০২৪
৯.	(ক) সংশ্লিষ্ট ফর্ম এবং (খ) অনুমোদিত প্রতিনিধিদের বিস্তারিত উপলব্ধ :	**ওয়েবলিংক: https://ibbi.gov.in/en/home/downloads** বাস্তবিক ঠিকানা: প্রযোজ্য নয়

এতদ্দ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইব্যুনাল ১৩/০৫/২০২৪ তারিখে (আদেশের কপি ১৫/০৫/২০২৪ তারিখে পাওয়া গেছে) ইস্টার্ন গ্যাস লিমিটেড-সিডি -এর ব্যক্তিগত গ্যারান্টর শ্রী সুশীল কুমার বনসালি দেউলিয়া সমাধান প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে।
শ্রী সুশীল কুমার বনসালির ক্রেডিটরদেরকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ১১/০৬/২০২৪ তারিখে প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ৬ বা ৭ -এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে বল হচ্ছে।
১. ক্রেডিটরগণ ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগের মাধ্যমে অথবা কুরিয়ার, স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার্ড লেটারের মাধ্যমে পাঠিয়ে প্রমাণসহ তাদের দাবী নথিভুক্ত করবেন।
২. উপ-বিভাগ (১) এ উল্লিখিত দাবী ছাড়াও ক্রেডিটর প্রস্তাবক পেশাদারকে ব্যক্তিগত গঠন এবং নির্ধারিত বিবরণ প্রদান করিবেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইব্যুনালের পক্ষে
বৃন্দা বিদাসারিয়া
রেজোলিউশন প্রফেশনাল
ইস্টার্ন গ্যাস লিমিটেড-সিডি -এর ব্যক্তিগত গ্যারান্টার শ্রী সুশীল কুমার বনসালি দেউলিয়াত্ব সমাধান প্রক্রিয়ার বিষয়ে
তারিখ: ২০.০৫.২০২৪ **রেজি নং: IBBI/IPA-001/IP-P-02818/2023-2024/14329**
স্থান : কলকাতা ০৮.০৮.২০২৪ পর্যন্ত বৈধ এএফএ

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

SBI **এসবিআই রিজিওনাল বিজনেস অফিস, বারুইপুর, পদ্মপুকুর**
পোঃঅঃ এবং থানা- বারুইপুর, জেলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১৪৪, ই-মেল আইডি: cmr2.zos24p@sbi.co.in

গাড়ি নিলাম

অনুমোদিত অফিসার : সুভার্থী দত্ত (চিফ ম্যানেজার), মোবাইল নং ৯৬৭৪৭৮৮৩৫৯

ব্যাঙ্ক দ্বারা দখলীকৃত পুরাতন দায়বদ্ধ গাড়ি/যানগুলি উন্মুক্ত নিলামে বিক্রি করা হবে ২৮.০৫.২০২৪ তারিখে (মঙ্গলবার)। ইচ্ছুক ক্রেতাদের ২৪.০৫.২০২৪ তারিখে (শুক্রবার) সকাল ১০:০০টা থেকে দুপুর ২টার মধ্যে গাড়ি/যানবাহন পরিদর্শনের জন্য নিম্নলিখিত স্থানটি ব্যক্তিগতভাবে পরিদর্শন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উন্মুক্ত নিলামের দরপত্র খোলা হবে ২৮.০৫.২০২৪ তারিখ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে এসবিআই রিজিওনাল বিজনেস অফিস, বারুইপুর, পদ্মপুকুর পোঃঅঃ এবং থানা- বারুইপুর, জেলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১৪৪ -তে। যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭৮৮৩৫৯।
গাড়ির বিশদ :

ক্র. নং	গাড়ির বিবরণ	নির্মাণের বর্ষ	সংরক্ষিত মূল্য(টা.)
১.	তৈরি এবং মডেল: মারুতি, S PRESSO VXI, রেজিস্ট্রেশন নং. WB98j4871, রেজিস্ট্রেশন তারিখ: ১৬.০৪.২০২১, ইঞ্জিন নং.: K10BN2418157, চেসিস নং. : MA3RFL41SMC256694, মালিকের নাম: জনাব আব্দুল রসিদ লস্কর	২০২১	৮১,০০০.০০ টাকা (জিএসটি সহ)

গাড়ি **'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যা যেমন আছে'** অবস্থার ভিত্তিতে নিলাম করা হবে।
(ক) ইচ্ছুক ক্রেতারা, নির্ধারিত নির্দেশে তাঁদের অফার জমা দেবেন তৎসহ মজুত মূল্যের (**ইএমডি ৮,১০০/-**) ১০% সমতুল্য বায়না জমার অঙ্ক, ব্যাঙ্ক ড্রাফট/ব্যাঙ্কার্স চেক মাধ্যমে যা **"এসবিআই রিজিওনাল বিজনেস অফিস বারুইপুর"**-র অনুকূলে **২৭.০৫.২০২৪ তারিখে বিকেল ৪:০০টা পর্যন্ত** নিলামস্থলে। **নগদ গৃহীত হবে না।** তাঁদের আরও অনুরোধ করা হচ্ছে, সঠিক মূল পরিচয় প্রমাণক ও পরিচয় প্রমাণকের যথেষ্ট পরিমাণে জেরক্স কপি আনতে হবে তৎসহ "বিড' অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম" জমা করা হবে নিলাম স্থলে। সফল ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে দুটি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ছবি আনার জন্য সেই সময়, যখন ব্যাঙ্ক থেকে 'বিক্রি শংসাপত্র" প্রদান করা হবে, সম্পূর্ণ "বিড"-এর মূল্য প্রদানের বিনিময়ে।
(খ) সংরক্ষিত মূল্যের নীচে ডাক দানের অফার বিবেচনার জন্য গৃহীত হবে না।
(গ) ডাকদান সম্পূর্ণ হওয়ার পর, ব্যাঙ্ক শুধুমাত্র যোগ্য ক্ষেত্রেই বিক্রি নিশ্চিত করবে এবং তা লিখিতভাবে জানানো হবে নিলামের তারিখ থেকে ৭ দিনের ভিতর, সফল ডাকদাতাদের।
(ঘ) ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঘোষিত মতো সফল ডাকদাতাকে নিলাম মূল্যের পুরো টাকাটাই জমা করতে হবে, **ডিমান্ড ড্রাফট** দ্বারা, ব্যাঙ্কে বায়না জমার টাকা বাদ দিয়ে, বিক্রি নিশ্চিতকরণ পত্র গ্রহণের **৭ দিনের ভিতর।** কোনও প্রকার বিধিবদ্ধ দেয় যেমন পথ কর, বীমা ইত্যাদি **ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।**
(ঙ) কোনও প্রকার কারণ না দর্শিয়েই সকল বা যে কোনও অফার গ্রহণ বা বর্জন করা এবং নিলাম স্থগিত/বিলম্বিত করার অধিকার ব্যাঙ্ক কর্তৃক সংরক্ষিত।
(চ) গাড়ির রেজিস্ট্রেশন ডাকদাতার দায়িত্ব। সংশ্লিষ্ট শাখা গাড়ি ও সম্পর্কিত কাগজপত্রাদি চালান দেবে, ডাকদানের সম্পূর্ণ টাকার অঙ্ক দেওয়ার পর। **"এসবিআই রিজিওনাল বিজনেস অফিস বারুইপুর"** বা অফিসার **কোনও ভাবেই দায়ী নয়,** ডাকদাতার নামে গাড়ির চূড়ান্ত রেজিস্ট্রেশনের জন্য।
দ্রষ্টব্য: এই দামগুলি প্রযোজ্য হার অনুসারে জিএসটি সহ।

তারিখ : ২১.০৫.২০২৪, স্থান : বারুইপুর **অনুমোদিত আধিকারিক, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা- বর্ধমান, পিন-৭১৩২১২, ফোন নং- ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১) দেখুন]

হোম লোন অ্যাকাউন্ট নং- ৪২৩৬৭৫১১০০০০০৬৪

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (প্রতিষ্ঠানের নাম) এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **২২.০২.২০২৪** তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **শ্রী মিনিসাদ দত্ত** - কে আহ্বান জানিয়ে নোটিসে উল্লিখিত পরিমাণ ১,৮২,০২৮.৭৯ টাকা (এক লক্ষ বিরাশি হাজার হাজার আঠাশ টাকা উনআশি পয়সা মাত্র) উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৮ ই মে, ২০২৪ তারিখে।**
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **১,৮২,০২৮.৭৯** টাকা (এক লক্ষ বিরাশি হাজার হাজার আঠাশ টাকা উনআশি পয়সা মাত্র) এবং তার উপর সুদ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (প্রতিষ্ঠানের নাম) ধার্য সাপেক্ষ হবে। ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

১) শ্রী মিনিসাদ দত্ত এর নামে থাকা সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা- বাগুনিয়া, জেএল নং ৭৩, থানা মেমারি এর মধ্যে, জেলা- বর্ধমান, বিজুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, আরএস এবং এল.আর. প্লট নং- ১৭৫৮, এলআর খতিয়ান নং ২৮৩৬ এর অধীনে, শ্রেণী- বাস্তু, পিন- ৭১৩৪২২।
পরিবেষ্টিত: উত্তর দিকে- আরএস এবং এল.আর. প্লট নং ১৭২১, দক্ষিণে- অন্যদের সম্পত্তি, পূর্বে- অন্যদের সম্পত্তি, পশ্চিমে- অন্যদের সম্পত্তি দ্বারা।

তারিখ: ১৮.০৫.২০২৪, **অনুমোদিত অফিসার,**
স্থান: সাতগাছিয়া, **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

পশ্চিম বঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
Paschim Banga Gramin Bank

প্রধান কার্যালয়: নটবর পাল রোড, চ্যাটার্জি পাড়া মোড়, টিকিয়াপাড়া, হাওড়া-৭১১১০১
বর্ধমান আঞ্চলিক অফিস
চৌধুরী মার্কেট, বাদামতলা, কালনা রোড, বর্ধমান-৭১৩১০১
ফোন: (০৩৪২) ২৬৬২৮৯০,২২৬৬৩৩৯৫,২৬৬৩৪১২, ২৬৬৩৪২৫,২৬৬৩৪৩০,২৬৬২৯৮৭ ফ্যাক্স : (০৩৪২) ২৫৬১১৮১,
আমাদের ইমেল করুন: burdwanro.rm@mail.pbgb.co -তে
দখল বিজ্ঞপ্তি [রুল-৮(১)] পরিশিষ্ট- ৪, (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীন ব্যাঙ্ক, হাওড়া আঞ্চলিক অফিস** এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪ নং) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৯-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নেবর্ণিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক নিম্নোক্ত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণকে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক, উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহনের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর ফেরত দিতে বলেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণ টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ-কে বিশেষভাবে ও জনগণকে সাধারণভাবে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির প্রতিকী দখল নিয়েছেন উক্ত রুলের রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সাব সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, নীচে বর্ণিত তাঁদের নামের সাপেক্ষে উল্লিখিত তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন ও এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে নীচে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক ও তদুপরি সুদ **পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীন ব্যাঙ্কের ধার্য** সাপেক্ষ হবে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং শাখার নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	১) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ৩) বকেয়া পরিমান
১.	**ঋণগ্রহীতা: আব্দুস সাত্তার মল্লিক, পিতা- আব্দুস মাবুদ মল্লিক,** গ্রাম- কাইতারা, মল্লিক পাড়া, পোস্ট-আদ্রাহাটি, থানা-গলসি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩৪২৮, পশ্চিমবঙ্গ। **জামিনদার: বিকাশ মাথুর,** গ্রাম- কাইতারা, মল্লিক পাড়া, পোস্ট- আদ্রাহাটি, থানা-গালসি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩৪২৮, পশ্চিমবঙ্গ। **শাখা: আদ্রাহাটি**	মৌজা- কাইতারা, জেএল নং- ৪১, খতিয়ান নং- এলআর- ১০৩৪/২, দাগ/প্লট নং- আরএস এবং এলআর- ১৯৮০-এ নির্মিত জমি এবং ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার পরিমাপ- ১ শতক, জমির প্রকৃতি- বাস্তু, থানা- গলসি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, **আবদুস সাত্তার মল্লিকের নামে সম্পত্তিটি আছে, পিতা- আবদুস মাবুদ মল্লিক,** বন্ধকী দলিল নং আই-২৪৪০ সাল- ১৯৮৬ এবং আই-৩১১২ সাল ১৯৮৪ .	১) ১৫/০৫/২০২৪ ২) ৩০/০৬/২০২৩ ৩) (ক) ৪,৫২,১৫৮.১৭ টাকা (চার লক্ষ বাহান্ন হাজার একশো আটান্ন টাকা সতেরো পয়সা মাত্র) ৩১/০৩/২০২৩ অনুযায়ী (৩১/০৩/২০২৩ পর্যন্ত সুদের চার্জ সহ) এবং (খ) ৫২,৯৯৭.০০ টাকা (বাহান্ন হাজার নয়শো সাতানব্বই টাকা মাত্র) ০১/০৪/২০২৩ অনুযায়ী (৩১/০৩/২০২৩ পর্যন্ত সুদের চার্জ সহ) + প্রযোজ্য সুদ, খরচ এবং চার্জ।
২.	**ঋণগ্রহীতা:** শ্রীমতী বিথা রানী মন্ডল, স্বামী- সুশীল মন্ডল, ঠিকানা- গ্রাম ও পোস্ট- রামগোপালপুর, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩৪০৩, পশ্চিমবঙ্গ। **জামিনদার: ১) শ্রী সুশীল কুমার মন্ডল, পিতা- সত্যনারায়ণ মন্ডল,** গ্রাম ও পোস্ট- রামগোপালপুর, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩৪০৩, পশ্চিমবঙ্গ, **২) শ্রী তরণী কুমার মণ্ডল, পিতা- সত্যনারায়ণ মন্ডল,** ঠিকানা- গ্রাম ও পোস্ট- রামগোপালপুর, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩৪০৩, পশ্চিমবঙ্গ। **শাখা: রামগোপালপুর।**	মৌজা- রামগোপালপুর, জেএল নং- ২৭ (পুরাতন-৬৩), প্লট নং- ১০৮৯, খতিয়ান নং- ০২, জমির প্রকৃতি- বাস্তু, থানা- গলসি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান অধীনে অবস্থিত ৪ শতক পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **শ্রী তরণী কুমার মন্ডলের নামে সম্পত্তিটি আছে,** পিতা- সত্যনারায়ণ মন্ডল, বন্ধকী দলিল নং আই-২১৫২ সাল-১৯৮৭।	১) ১৫/০৫/২০২৪ ২) ১৩/১০/২০২০ ৩) ৪,৩৩,৫৫৯.০০ টাকা (চার লক্ষ তেত্রিশ হাজার পাঁচশো উনষাট টাকা মাত্র) ২২/০৩/২০১৬ অনুযায়ী (৩১/০৮/২০১৫ পর্যন্ত সুদের চার্জ সহ) + প্রযোজ্য সুদ, খরচ এবং চার্জ।
৩.	**ঋণগ্রহীতা: শ্রী জগন্নাথ মন্ডল,** পিতা- শ্রী বিশ্বনাথ মন্ডল, ঠিকানা- গ্রাম- তালডাঙ্গা, পোস্ট- পালিগ্রাম, থানা- মঙ্গোলকোট, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩১৩১, পশ্চিমবঙ্গ। **জামিনদার: ১) শ্রী বিশ্বনাথ মন্ডল,** ঠিকানা- গ্রাম- তালডাঙ্গা, পোস্ট- পালিগ্রাম, থানা- মঙ্গোলকোট, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩১৩১ , পশ্চিমবঙ্গ, **২) শ্রী অসিত ঘোষ,** ঠিকানা- গ্রাম- তালডাঙ্গা, পালিগ্রাম , থানা- মঙ্গোলকোট, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩১৩১। **শাখা: কাসেমনগর।**	মৌজা- তালডাঙ্গা, জেএল নং- ৩৪, খতিয়ান নং- ৯৩১, প্লট নং- ১৮৩৬ এ অবস্থিত ০.০১ একর পরিমাপের জমি ও বিল্ডিংয়ের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জমির প্রকৃতি- বাস্তু, থানা-মঙ্গোলকোটের অধীনে, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, **শ্রী বিশ্বনাথ মন্ডলের নামে সম্পত্তি,** বন্ধকী দলিল নং-আই-৮৯০ সাল-১৯৭৭ ।	১) ১৫/০৫/২০২৪ ২) ২৫/০৭/২০১৯ ৩) ৬,২৬,১১২.০০ টাকা (ছয় লক্ষ ছাব্বিশ হাজার একশো বারো টাকা মাত্র) ২৮/০১/২০১৯ অনুযায়ী (৩০/০৬/২০১৭ পর্যন্ত সুদের চার্জ সহ) + প্রযোজ্য সুদ, খরচ এবং চার্জ।
৪.	**ঋণগ্রহীতা: জনাব মীর ইয়াসিন আলী,** পিতা-মীর মতলাব আলী, ঠিকানা- গ্রাম-চণ্ডীদাস নানুর, পোস্ট-নানুর, জেলা-বীরভূম, পিন- ৭৩১৩০১। **জামিনদার: নারায়ণ চন্দ্র গড়াই,** গ্রাম-চণ্ডীদাস নানুর, পোস্ট-নানুর, জেলা-বীরভূম। **শাখা: খুজুতিপাড়া।**	মৌজা- চন্ডিদাস নানুর, জেএল নং-৬৫, এলআর খতিয়ান নং- ৩৭২১, এলআর প্লট নং- ৪২১১, এলাকার পরিমাপ ৬ শতক, জমির প্রকৃতি- বাস্তু, থানা- নানুর, জেলা-বীরভূম এর অধীনে জমি ও ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল । **মীর ইয়াসিন আলীর নামে সম্পত্তিটি আছে,** নানুরের সাব-রেজিস্টারের অধীনে ১৯৯৮ সালের বন্ধকী দলিল নং-আই-৩৩৩২। **পরিবেষ্টিত: পূর্ব:** কালো চৌধুরীর খালি জমি, **পশ্চিম:** শ্রী বরকত আলীর ভবন, **উত্তর:** পুকুর, **দক্ষিণ:** নানুর বর্ধমান রোড দ্বারা।	১) ১৭/০৫/২০২৪ ২) ০১/০৮/২০১৯ ৩) ১,৯৭,৮৯৭.০০ টাকা (এক লক্ষ সাতানব্বই হাজার আটশো সাতানব্বই টাকা মাত্র) ২৬/০৪/২০১৮ অনুযায়ী (১২/০৮/২০১১ পর্যন্ত সুদ সহ)+ প্রযোজ্য সুদ, খরচ এবং চার্জ।
৫.	**ঋণগ্রহীতা: শ্রী অভয় কুমার লাহা,** পিতা-প্রয়াত শক্তিপদ লাহা, গ্রাম ও পোস্ট- আদুরিয়া, থানা- আউশগ্রাম, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩১৫২, পশ্চিমবঙ্গ। **জামিনদার: ১) শ্রীমতী ভানুমতি লাহা,** স্বামী- শ্রী অভয় কুমার লাহা, গ্রাম এবং পোস্ট- আদুরিয়া, থানা- আউশগ্রাম, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩১৫২, পশ্চিমবঙ্গ, এবং **২) শ্রী অতনু লাহা,** পিতা-শ্রী অভয় কুমার লাহা, গ্রাম ও পোস্ট- আদুরিয়া, থানা- আউশগ্রাম, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩১৫২, পশ্চিমবঙ্গ। **শাখা: গেঁড়াই।**	**সম্পত্তি- ১ :** মৌজা- আদুরিয়া, জেএল নং-২০, এলআর খতিয়ান নং- ২৮৯, এলআর প্লট নং- ৩৩৪,৩৩১,৩১৫, এ অবস্থিত ৬ ডেসিমেল পরিমাপের বাস্তু জমি ও ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, থানা- আউশগ্রাম এর অধীনে, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, শ্রী অভয় কুমার লাহার নামে সম্পত্তিটি আছে, পিতা-প্রয়াত শক্তিপদ লাহা, ১৯৬৫ সালের মর্টগেজ ডিড নং-আই-০৮। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: পূর্ব:** রাস্তা, **পশ্চিম:** অন্যদের খোলা জমি, **উত্তর:** বি. চ্যাটার্জির খোলা জমি, **দক্ষিণ:** কালিপদ লাহার মাটির বাড়ি দ্বারা। **সম্পত্তি-২:** মৌজা- আদুরিয়া, জেএল নং-২০, এলআর খতিয়ান নং- ২৮৯, এলআর প্লট নং- ২৩০,২৩১, এ অবস্থিত ২ ডেসিমেল বাস্তু জমি ও বিল্ডিংয়ের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল , থানা- আউশগ্রাম, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, **শ্রী অভয় কুমার লাহার নামে সম্পত্তিটি আছে,** পিতা- প্রয়াত শক্তিপদ লাহা, ১৯৬৫ সালের মর্টগেজ ডিড নং-আই-০৮। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: পূর্ব :** রাস্তা, **পশ্চিম:** অলোক কোনার এর খোলা জমি, **উত্তর:** গোসাই দাসের খোলা জমি, **দক্ষিণ:** কালীপদ লাহার জমি দ্বারা।	১) ১৭/০৫/২০২৪ ২) ২২/০২/২০২১ ৩) ৫,৩৩,৪০১.০০ টাকা (পাঁচ লক্ষ তেত্রিশ হাজার চারশো এক টাকা মাত্র) ৩০/০৯/২০১৫ অনুযায়ী (৩০/০৯/২০১৫ পর্যন্ত সুদের চার্জ সহ) + প্রযোজ্য সুদ, খরচ এবং চার্জ।

তারিখ: ২১.০৫.২০২৪ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: বর্ধমান **পশ্চিম বঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক**

বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া আরামবাগে শান্তিপূর্ণ ভোট, খুশি আমজনতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ঘটনা ছাড়া আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের ভোট শান্তিপূর্ণ বলে দাবি নির্বাচন কমিশনের। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত প্রায় ৬৭ শতাংশ ভোট পড়ল সোমবার। তবে তারপরেও ভোট হয়েছে। সোমবার রাজ্যের এই ভোটে আরামবাগের মানুষ দলে দলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে ভোট দিয়েছেন। বেশ কিছু অভিযোগ এলেও বড় কোনও হিংসার ঘটনা এদিন ঘটেনি আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রে। তবে কমিশনের কাছে শতাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে বলে সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে। এদিন গোঘাটের বেশ কয়েকটি বুথে তৃণমূলের প্রার্থী মিতালি বাগকে বিক্ষোভ দেখ না। গো ব্যাক মিতালি বাগ বলে স্লোগান দেন। এই ঘটনা ঘটে গোঘাটের পুকুরিয়া এলাকায়।

তৃণমূল প্রার্থী মিতালি বাগ অভিযোগ করে জানান, বুথ থেকে দশ পনেরো মিটারের মধ্যে কী ভাবে জয় শ্রীরাম স্লোগান দেয়। পুলিশ প্রশাসন নীরব কেন, প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাছাড়া আরামবাগ লোকসভার আরামবাগ থানার মায়াপুর ১ নং পঞ্চায়েতের ১৬৪ নং বুথের শুড়িরডাঙা এলাকায় একাধিক

বিজেপি কর্মীদের ব্যাপক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বিজেপিকে ভোট দেওয়ার 'অপরাধে' নাকি মারধর করা হয়। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল।

অন্যদিকে আরামবাগ পুরসভার কাউন্সিলরকে রাস্তায় ফেলে চুলের মুঠি ধরে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা মারধর করে বলে অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এমনকি আরামবাগের চাঁদর এলাকায় বিজেপি সভাপতিকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় একজনকে আটক করা হয় বলে জানা যায়। এই লোকসভা কেন্দ্রের গোঘাটের বালি অঞ্চলে তৃণমূলের ভোটার সহায়তা ক্যাম্প বন্ধ করে দেয় কেন্দ্রীয় বাহিনী বলে অভিযোগ ওঠে। তৃণমূলের সহায়তা কেন্দ্রের দলীয় পতাকা খুলে ফেলা হয় বলে অভিযোগ।

এই ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। খানাকুলের বালিপুরে বোমা নিয়ে এলাকায় ভয় দেখানোর অভিযোগে আটক করা হয় এক বিজেপি কর্মীকে। উদ্ধার দু'টি বোমা। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপির নেতৃত্ব। তাঁদের দাবি, তৃণমূল-বিজেপি কর্মীদের ফাঁসানোর জন্য এই ঘটনা ঘটায়। পাশাপাশি খানাকুলে বিজেপির ভোটার সহায়তা ক্যাম্পে ভাঙচুর ও বিজেপি এজেন্টকে বসতে বাধা দেওয়া হয় বলে তৃণমূলের অভিযোগ। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল।

এদিকে আরামবাগের মলয়পুর এক নম্বর অঞ্চলের বালিয়া গ্রামের তৃণমূল কর্মী শ্যামল রায়কে প্রচণ্ড মারধর করে বিজেপি বলে অভিযোগ ওঠে। তাঁকে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়। তবে বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জন্য মারপিট হয়। বিজেপি যুক্ত নয়। এদিন এই রকম কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনার মাধ্যমে আরামবাগ লোকসভার ভোট শান্তিপূর্ণ ভাবে শেষ হয়। এই বিষয়ে আরামবাগ লোকসভার বিজেপি প্রার্থী অরূপ দিগার জানান, ভোট যে ভাবে হয়েছে, জনগণ বিজেপির পাশে আছে। জয় নিশ্চিত হবে। সবমিলিয়ে পঞ্চম দফায় আরামবাগ লোকসভার ভোটে বড় ধরনের কোনও রক্তপাত দেখা যায়নি।

হোম ভোটিংয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়দিঘি: এবার হোম ভোটিংয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ তুলে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরব হল মথুরাপুরের বিজেপি নেতৃত্ব।

সোমবার সকাল থেকে রায়দিঘি বিধানসভার মুখার্জিচক সহ বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে হোম ভোটিংয়ের কাজ শুরু করেছিলেন ভোটকর্মীরা। আধা সামরিক বাহিনীর নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধীদের বাড়িতে পৌঁছে ভোটগ্রহণ করছিলেন ভোটকর্মীরা। সেখানে তৃণমূলের এজেন্ট হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন মথুরাপুর দু'নম্বর ব্লকের তৃণমূলের যুব সভাপতি তথা জেলা পরিষদের সদস্য উদয় হালদার। অভিযোগ, বিরোধীদের কোনও এজেন্ট উপস্থিত না থাকার সুযোগ নিয়ে বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধী ভোটারদেরকে তৃণমূলে ভোট দেওয়ার জন্য প্রভাবিত করতে থাকেন উদয়। ভোটকর্মীরা প্রতিবাদ করলেও, তিনি কোনও কথা শোনেননি বলে অভিযোগ। ফলে

এই হোম ভোটিং প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। ফলে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হতে চলেছে বিজেপি।

এই বিষয়ে বিজেপির মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি নবেন্দু সুন্দর নস্কর বলেন, 'অসৎ উপায় অবলম্বন ছাড়া তৃণমূল কিছু করতে পারে না। সামান্য হোম ভোটিং করানোর সময়ও প্রবীণ নাগরিকদের প্রভাবিত করছে। আমাদের কিংবা বিরোধী কোনও দলের প্রতিনিধি না নিয়ে শুধু শাসকদলের প্রতিনিধি কী ভাবে হোম ভোটিং-এ থাকছে! আমরা নির্বাচন কমিশনে জানাচ্ছি।' যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে মথুরাপুর-২ ব্লকের যুব তৃণমূল সভাপতি উদয় হালদার বলেন, 'বিরোধীরা কোনও প্রতিনিধি দিতে পারেনি। তার দায় কি তৃণমূলের! কেউ ছিল না বলে আমাকে ভোটিং-এ থাকতে বাধা দিচ্ছিল আধা সামরিক বাহিনী। তবে আমি সব ধরনের আইনি কাগজ দেখানোয় ওরা জোর খাটাতে পারেনি।'

বিক্ষিপ্ত অশান্তি ছাড়া শান্তিপূর্ণ ভোট বনগাঁয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: বিক্ষিপ্ত ঝামেলা অশান্তি ছাড়া শান্তিপূর্ণ পঞ্চম দফার বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের ভোটপর্ব মিটল। কোথাও ইভিএম বিকল, কোথাও ভোটকেন্দ্রেই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন খোদ প্রিসাইডিং অফিসার। তার ওপর কালবৈশাখী ঝড়ের দাপট। তার জেরেই গোটা দিনভর কিছুটা ব্যাঘাত ঘটল ভোটগ্রহণ পর্ব।

এদিন সকাল থেকেই ইভিএম বিকলে ভোটপর্ব ব্যাঘাতের খবর আসতে থাকে লোকসভার অন্তর্গত বনগাঁ বাগদা গাইঘাটার একাধিক ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থেকে। এই তালিকায় রয়েছে বনগাঁ উত্তর বিধানসভার ১৭৯, ২৬১ গাইঘাটা বিধানসভার ৪৩, ২৪৬ সহ লোকসভার একাধিক ভোটগ্রহণ কেন্দ্র। অন্যদিকে ভোট চলাকালীন বুথের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়েন বাগদা বিধানসভার বয়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০৭ নম্বর বুথের প্রিসাইডিং অফিসার অরিজিৎ চক্রবর্তী। তৎক্ষণাৎ তাঁকে নিয়ে আসা হয় বাগদা গ্রামীণ হাসপাতালে। পাশাপাশি ঝড় ও মুষলধারে বৃষ্টির দাপটে পর্যাপ্ত আলোর অভাবে বিঘ্নিত হয় ভোটদান পর্ব। এত কিছুর পরও বিকেল ৫টা পর্যন্ত লোকসভার ভোট পড়েছে ৭৫.৭৩ শতাংশ। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর এমনটাই।

তবে এদিন সাত সকালেই ভোটপর্ব সারেন বনগাঁ লোকসভার বিজেপি তৃণমূল দুই প্রার্থীই। এদিন নিজের বাড়িতে হরিচাঁদ ঠাকুরের মন্দিরে প্রণাম সেরে ঠাকুরনগর আরপি স্কুলে ৪৩ নম্বর বুথে ভোট দিতে স্ত্রী সোমারানি ঠাকুরকে নিয়ে হাজির হন শান্তনু ঠাকুর। গোপালনগর কিরণবালা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১২২ নম্বর বুথে একাই ভোট দিতে যান লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস। যদিও বনগাঁ লোকসভার অন্তর্গত স্বরূপনগর কল্যাণী এবং হরিণঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রে বেশ কিছু ঝামেলা অশান্তি হয়, যেখানে বিরোধীরা আঙুল তুলেছেন শাসকদলের দিকে। কোথাও বিরোধীদের মারধর, কোথাও বুথ জ্যাম করা, কোথাও ভোট দিতে বাধার অভিযোগ। এমনকি একাধিক বিরোধী কর্মী সমর্থকদের মারধরের অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যদিও গোটা বিষয়টি অস্বীকার করে তৃণমূল কংগ্রেস।

একাধিক ভোটকেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসকে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের বিরুদ্ধে। তবে সবমিলিয়ে দিনের শেষে শান্তিপূর্ণ ভাবেই নির্বিঘ্নে ২৪ এর লোকসভা নির্বাচনের পঞ্চম দফা বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্র ভোটপর্ব মিটল বলে দাবি। যেহেতু বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্র মতুয়া উদ্বাস্তু অধ্যুষিত এলাকা সেখানে দাঁড়িয়ে সিএএ কতটা প্রভাব ফেলবে ভোটবাক্সে, জয়ের শেষ হাসি বা কে হাসবে, সেটার উত্তর মিলবে ফলাফলে। ভোটদানের পর দুই প্রার্থীই জয়ের ব্যাপারে আশাপ্রকাশ করেন।

২২ মে পুরুলিয়ার সাঁওতালডিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভার পর এবার দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সভা করতে আসবেন পুরুলিয়ার পারা বিধানসভার অন্তর্গত রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের সাঁওতালডির চকবাইদ বিরসাচক ময়দানে। সোমবার সকালে তারই প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হল বিরসাচক ময়দানে। উপস্থিত ছিলেন পারা বিধানসভার বিধায়ক নদিয়ারচাঁদ বাউরি, পুরুলিয়া জেলা বিজেপির সহ সভাপতি অসীম চট্টোপাধ্যায়, পারা বিধানসভার কনভেনার শীতল নাগ সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দরা।

বিধায়ক বলেন, 'আগামী ২২ মে পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের

বিজেপি প্রার্থী জোর্তিময় সিং মাহাতোর সমর্থনে পারা বিধানসভার সাঁওতালডির বিরসাচক ময়দানে বিজয় সংকল্প যাত্রার সভা অনুষ্ঠিত হবে। ওই সভায় দেশের তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ উপস্থিত হবেন। এদিন আমরা তারই প্রস্তুতি বৈঠকের আয়োজন করেছিলাম।'

কল্যাণকে বুথে প্রবেশে বাধা দেওয়ার অভিযোগ কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শ্রীরামপুরের চাকুন্ডি হাইস্কুলে তখন পৌঁছেছেন তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভোটগ্রহণ চলাকালীন বুথের ভিতরে প্রবেশ করতে যান তিনি। তবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর এক জওয়ান তাঁকে প্রবেশে বাধা দেন বলে অভিযোগ। পরে তিনি হিন্দিতে জওয়ানকে বলেন, 'আরে আমি প্রার্থী।' এর কিছুক্ষণ পর ভিতরে প্রবেশ করতে যান তিনি। জানা যাচ্ছে, শ্রীরামপুর চাকুন্ডি হাইস্কুলে তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন প্রবেশ করতে যান তাঁকে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে। তারপর কার্ড দেখিয়ে ঢুকতে বাধ্য হন তিনি। গোটাটাই বিজেপি-র ষড়যন্ত্র বলে দাবি করছেন কল্যাণ। তৃণমূল প্রার্থী বলেন, 'তা হলে বুঝতে পারছেন ওরা কী ভাবে ভোট করছে। আমায় যদি আটকায় তা হলে কত ভোটারকে আটকাবে বুঝতে পারছেন? সব মোদি আর অমিত শাহর লোক। এই ভাবে হারাতে পারবে

নাকি।' প্রসঙ্গত, সোমবার শ্রীরামপুর লোকসভার বিভিন্ন কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ পর্ব চলেছে। প্রার্থীরা বিভিন্ন বুথে ঘুরেছেন। বাদ যাননি সিপিএম প্রার্থী দীপ্সিতা ধরও। অভিযোগ, হুগলিতে বেশিরভাগ বুথে সাংবাদিকদের বুথে ঢুকতে দেয়নি কেন্দ্রীয় বাহিনী। তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করে নির্বাচন দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েছেন।

নাকা চেকিংয়ে বিজেপি নেতার গাড়িতে টাকা ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ভোটের মুখে বিজেপি নেতার গাড়ি থেকে উদ্ধার দু' লক্ষ টাকা। সঙ্গে দু'টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বিজেপি নেতা স্বরাজ ঘোষের গাড়ি। ভোটের আগের রাতে হুগলির দাদপুর থানার হারিট এলাকায় নাকা চেকিংয়ে আটক করা হয় বিজেপি নেতার গাড়ি। তল্লাশিতে নগদ দু'লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়। দুটি আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া যায় তাঁর নিরাপত্তারক্ষীর কাছ থেকে।

পুলিশ জানিয়েছে, আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স ছিল। তবে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী ভোটের সময় আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘুরতে গেলে জেলাশাসক বা রিটার্নিং অফিসারের অনুমতি লাগে, যা তাঁর কাছে ছিল না। ভোটের আগের দিন নগদ টাকা কোথায় কী উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তার সদুত্তর না পাওয়ায় বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। হুগলি গ্রামীণ পুলিশের ডিএসপি প্রিয়ব্রত বক্সি বলেন, 'দাদপুর থানা ও নির্বাচন কমিশনের এসএসটি টিম নাকা তল্লাশির সময় স্বরাজ ঘোষের গাড়ি থেকে টাকা ও অস্ত্র উদ্ধার হয়।' প্রসঙ্গত স্বরাজ ঘোষ কিছুদিন আগে তৃণমূল ছেড়ে চন্দননগরে শুভেন্দু অধিকারীর সভায় লকেটের হাত ধরে বিজেপিতে যোগ দেন।

সিপিএমে কোনও ভালো বা ভদ্রলোক নেই, দাবি কল্যাণের

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্রীরামপুর: পঞ্চম দফায় শ্রীরামপুরে রণংদেহী মেজাজে দেখা গিয়েছে দীপ্সিতা ধরকে। সিপিএমের প্রার্থী সোমবার সকাল থেকে বুথে বুথে ঘুরেছেন। তবে ওই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, সিপিএমের কোনও লোককেই দেখা যায়নি এলাকায়। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী দীপ্সিতাকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'জেএনইউতে নাচলে এখানে লোক হয় না।' শুধু তাই নয়, সিপিএমে কোনও ভালো লোক বা ভদ্রলোক নেই বলেও দাবি করেন তিনি।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিদায়ী সাংসদ বলেন, 'লোকই নেই। জেএনইউতে নাচলে পরে এখানে লোক হয় না। কোথাও কোনও ঝামেলা নেই। ভোট যা হচ্ছে, তা ওর ফেভারে ভোট পড়ছে না।' শান্তিপূর্ণ নির্বাচন চলছে বলেও দাবি করেন তিনি। দীপ্সিতা কাকে ভোট দিলেন? এই প্রশ্নের জবাবে কল্যাণ বলেন, 'নিজেকে তো নিজে ভোট দেবেই। নিজেকে ভোট দেবে না তো আর কী করবে? ওর অত বড় মন আছে নাকি? যে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে ভোট দেবে।' কল্যাণ আরও দাবি করেন, জাঙ্গিপাড়ায় সোমবার সকাল থেকে পড়েছিলেন তিনি। সেখানে সিপিএম গণ্ডগোল করতে গিয়েছিল বলেও দাবি করেন তিনি। বলেন, 'সেলিম বড় গুণ্ডা। মুর্শিদাবাদে পারেনি, এখানে ছকবাজি করতে এসেছিল। সিপিএমে কোনও ভদ্রলোক থাকে না।' সিপিএম ঘুমিয়ে গিয়েছে বলেও মন্তব্য করেন কল্যাণ। এদিন দীপ্সিতা অভিযোগ জানান, সিপিএমের এজেন্টকে জামা ছিঁড়ে, চুলের মুঠি ধরে বুথ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। এরপরই বুথে পৌঁছে যান তিনি।

হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা হাইস্কুলে ৯২ বছরের বৃদ্ধা ভোট দিয়ে ফিরছেন। ছবি: বনস্পতি দে।

ভোট দিতে যাওয়ার পথে তৃণমূল কর্মীর পা ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, তারকেশ্বর: ভোট দিতে যাওয়ার পথে বিজেপি কর্মীদের হাতে আক্রান্ত তৃণমূল নেতা। বাড়ি থেকে বেরনোর সময় মারধরের অভিযোগ ওঠে তাঁকে। শুধু তাই নয়, মেরে তাঁর পা ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ অস্বীকার গেরুয়া শিবিরের। আহত তৃণমূল নেতার নাম তাপস বেরা। তিনি তারকেশ্বর রামনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫৬ নম্বর বুথের তৃণমূলের বুথ সভাপতি।

তাপসবাবুর দাবি, এদিন সকালে তিনি ভোট দিতে যাচ্ছিলেন সেই সময় আরামবাগ লোকসভার বিজেপি প্রার্থী অরূপকান্তি দিগারের গাড়ি যাচ্ছিল। হঠাৎই তাঁকে দেখে গাড়ি থামিয়ে দেন। এরপর গাড়ি থেকে বেশ কয়েকজন বিজেপির স্থানীয় কর্মী নেমে তাঁকে বেধড়ক মারধর করেন।

ঘটনায় গুরুত আহত হন তাপসবাবু। তাঁকে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মারধরের জেরে তৃণমূল বুথ সভাপতি তাপস বেরার পা ভেঙেছে বলে জানা যাচ্ছে। আহত ব্যক্তি বলেন, 'আমি ভোট দিতে যাচ্ছিলাম। সেই সময় বিজেপি প্রার্থীর গাড়ি থেকে বেশ কয়েকজন লোক এসেছিল। ওরা দেখিয়ে বলল এই ছেলেটা ঝামেলা করছিল। প্রথমে তাড়া করল। মারধর করছিল। আমি তো ভোট দিতেই যাচ্ছিলাম। তারপরও মারধর করা হল।'

বিজেপির বুথ সভাপতির ভাইপোর ওপর দুষ্কৃতী হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: উলুবেরিয়া লোকসভা কেন্দ্রের আমতা বিধানসভার বাকসিহাট এলাকায় রবিবার রাতে বিজেপির বুথ সভাপতির ভাইপোর ওপর দুষ্কৃতীদের হামলার অভিযোগ উঠেছে। আর এক্ষেত্রে তারা সবাই তৃণমূলের কর্মী বলে জানিয়েছে আক্রান্ত। এদিন রাতে ২৫-৩০টি বাইক নিয়ে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা আসে এরপর বুথ সভাপতির খোঁজ চালায়। বুথ সভাপতিকে না দেখতে পেয়ে তাঁর ভাইপো প্রবীর রঙের ওপর ধারলো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করার অভিযোগ উঠেছে। প্রবীরকে গুরুতর আহত অবস্থায় একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনায় ওই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

অসীমা পাত্রের 'ডাকাত' স্লোগান, পালটা লকেট বললেন, 'চোর'

দুই নেত্রীর বাকবিতণ্ডায় উত্তপ্ত ধনেখালি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ধনেখালি: একজন বলছেন চোর। অন্যজন বলছেন ডাকাত। কার্যত অশান্ত হয়ে উঠল হুগলির ধনেখালি। হুগলির বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায় বুথে পৌঁছতেই তাঁকে ঘিরে ডাকাত স্লোগান দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। তৃণমূল বিধায়ক অসীমা পাত্র তুললেন 'ডাকাত' স্লোগান। পালটা আবার লকেট বললেন, 'চোর'। দুই রাজনৈতিক দলের দুই নেত্রীর বাকবিতণ্ডায় উত্তপ্ত ধনেখালি।

তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, এলাকায় শান্তিপূর্ণ ভাবে ভোট চলছিল। সেই সময় লকেট চট্টোপাধ্যায় আচমকাই এলাকায় এসে পৌঁছন। কেন তিনি এসেছেন এই নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অসীমার নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের

লোকজন। কার্যত সম্মুখ সমরে দেখা যায় লকেট-অসীমাকে। বস্তুত, এই মইদুপুরেই গতবার লোকসভা ভোটের সময় ইভিএম ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছিল লকেট চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। এরপর সোমবার এলাকায় পৌঁছতেই তৃণমূলের তরফ থেকে 'গো-ব্যাক' স্লোগান তোলা হয়। এমনকী বিজেপি-র তরফ থেকে 'চোর-চোর' স্লোগান ওঠে।

এ প্রসঙ্গে অসীমা বলেন, 'ডাকাত এটা আমার বাড়ি। উনি নাটক করতে এসেছেন। লকেট ডাকাত, ডাকাত।' এদিকে, আবার লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'তোরা গলা খারাপ করে আরও জোরে বল। এরা সব রিগিং করছিল। ভোট লুঠ করছিল। তাই এসেছি। নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ করেছি। আরও ফোর্স পাঠাতে বলছি।'

মডেল ভোটকেন্দ্রে ব্রাত্য রবীন্দ্র-নজরুল

মনোজ চক্রবর্তী ● উলুবেড়িয়া

কয়েকদিন আগে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন পালিত হয়েছে আবার কয়েকদিন পরে বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলামের জন্মদিন পালিত হবে। গণতন্ত্রের এই দুই পূজারীর প্রতি অবহেলা দেখা গেল হাওড়ার অন্যতম মডেল ভোটকেন্দ্র কৈজুরি হাই স্কুলে। যা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে, ওই ভোটকেন্দ্রে রবীন্দ্র-নজরুল অনুরাগী থেকে শুরু করে সাধারণ ভোটাররাও। এখানে রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল ইসলামের নয়নাভিরাম আপাদমস্তক মূর্তি রয়েছে। সোমবার পঞ্চম দফার লোকসভা ভোটের দিন অনাদরে রয়ে গেলেন এই দু'জন।

উল্লেখ্য, প্রতিটি ব্লকে একটি করে মডেল ভোটকেন্দ্র করার নির্দেশ ছিল। সেইমতো কৈজুরি হাইস্কুলেও তৈরি হয়েছে মডেল ভোটকেন্দ্র। যা চকচকে মণ্ডপ, হাওড়া জেলার ভোট ম্যাচকট বাঁটুল দ্য গ্রেটের কাটআউট ছাড়াও বিভিন্ন উপকরণে সাজানো হয়েছিল পুরো ভোটকেন্দ্রটি। ভোটাররা এই ভোটকেন্দ্রে এসে রীতিমতো আরামে ভোট দিয়েছেন। এই কেন্দ্রে ভোটারদের সকালের রোদ সহ্য করতে হয়নি আবার

বিকেলের বৃষ্টির মুখোমুখি হতে হয়নি। কিন্তু মডেল ভোটকেন্দ্রের একদম মাঝখানে ফাঁকা রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল ইসলামের গলায় একটি মালা দিয়েও শ্রদ্ধা জানালেন না কেউই।

নির্বাচন কমিশনের লোকজনরা বিষয়টিকে এড়িয়ে গিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। হাজারো উপকরণে সাজানো হলেও রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের প্রতি এহেন অবহেলায় অবাক ভোটাররা। বিষয়টি নিয়ে উলুবেড়িয়া এক নম্বর ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, এটি সকলের ব্যস্ত থাকায় ওভারলুক হয়ে গিয়েছে। যদিও এই অবহেলায় হতবাক সাধারণ ভোটাররাও।

জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণে গাছ না কেটে প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল পূর্ণবয়স্ক কিছু গাছ। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে এই প্রথম উত্তরবঙ্গের মালদায় প্রায় ৫৫টি গাছ না কেটে প্রতিস্থাপন করার উদ্যোগ নিল জেলা প্রশাসন ও পুরাতন মালদা পুরসভা কর্তৃপক্ষ। রবিবার রাত থেকে শুরু হয়েছে পূর্ণবয়স্ক বটগাছগুলি এক জায়গা থেকে অন্যত্র সরকারি জায়গায় নিয়ে গিয়ে প্রতিস্থাপন করা। মূলত বনদপ্তরের উদ্যোগেই এই কাজ করা হচ্ছে। জেলা প্রশাসন ও পুরসভার এমন ভূমিকাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন মালদা জেলা বিজ্ঞান মঞ্চের কর্মকর্তারা।

উল্লেখ্য, পুরাতন মালদা পুরসভার মঙ্গলবাড়ি থেকে নলডুবি রেলগেট পার হয়ে অন্তত কয়েক কিলোমিটার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিয়েছে প্রশাসন। কিন্তু এই জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ করতে গেলে

অসংখ্য গাছ কাটা পড়তে পারে। সেই জটিলতার কারণেই বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল জাতীয় সড়কের সম্প্রসারণের কাজ। এই ঘটনায় মূল্যবান গাছ না কাটার বার্তা জানিয়েছিলেন বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন থেকে মালদা জেলা বিজ্ঞান মঞ্চের কর্মকর্তারা। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখেই জেলা প্রশাসন সেইসব পূর্ণবয়স্ক গাছগুলির প্রতিস্থাপনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে।

রবিবার রাত থেকেই শুরু হয়েছে প্রাথমিক পর্যায়ে ১১টি বটগাছ প্রতিস্থাপনের কাজ। মঙ্গলবাড়ি থেকে নলডুবি পর্যন্ত যতগুলি গাছ রয়েছে, সেগুলি তুলে বাইপাস সড়কের ধারের সরকারি জায়গায় প্রতিস্থাপন করা হবে বলেও জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। পরবর্তীতে জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে একই ভাবে পূর্ণবয়স্ক বিভিন্ন ধরনের গাছ প্রতিস্থাপন করা হবে বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন।

মালদা জেলা বিজ্ঞান মঞ্চের সম্পাদক সুনীল দাস জানিয়েছেন, বন দপ্তরের উদ্যোগে মূলত বিভিন্ন মূল্যবান গাছ প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন ও পুরাতন মালদা পুরসভা কর্তৃপক্ষ খুব ভালো উদ্যোগ নিয়েছে। পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে সবুজ বাঁচানো অত্যন্ত জরুরি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে কোনও সড়ক সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বিগত দিনে বিপুল পরিমাণ গাছ কাটা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে সড়ক সম্প্রসারণের জন্য মূল্যবান পূর্ণবয়স্ক গাছগুলি না কেটে প্রশাসন প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। এরকম চিন্তাভাবনা থাকলে আগামীতে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকবে। তবে মালদা জেলায় সড়ক সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে পূর্ণবয়স্ক গাছ কেটে প্রতিস্থাপনের যে উদ্যোগ তা উত্তরবঙ্গে প্রথম। পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ জানিয়েছেন, জেলা প্রশাসন, বনদপ্তর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়ে সড়ক সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে গাছ না কেটে প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা করেছে। পুরসভা কর্তৃপক্ষ সমস্ত রকম ভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। রাতের দিকে কাজ করায় যানজটের সমস্যাটা থাকছে না। প্রাথমিক ভাবে ১১টি পূর্ণবয়স্ক বটগাছ প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে সড়ক সম্প্রসারণ কাজের অনুপাতেই বাকি গাছগুলিও একই ভাবে প্রতিস্থাপন করা হবে।

মোদির নিশানায় পুরীর মন্দিরের রত্নভাণ্ডারের চাবিরহস্য

প্রধানমন্ত্রীর রোড শোয়ে জনজোয়ার

পুরী, ২০ মে: গলির মোড় থেকে বড় রাস্তা। চতুর্দিকে থিকথিকে ভিড়। পা রাখার জায়গা নেই জগন্নাথ ধামে। পুরীতে জনজোয়ার নামল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রোড-শোতে। সোমবার ওড়িশার পুরীর মন্দিরের সামনেই গ্রান্ড রোড ধরে রোড শো করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

সকাল থেকেই ভিড় ছিল রাস্তাঘাটে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে দেখতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করছিলেন কর্মী-সমর্থক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ। প্রধানমন্ত্রী রোড-শো শুরু করতেই চারিদিক থেকে পুষ্পবৃষ্টি হয়। বিজেপি প্রার্থী সম্বিত পাত্র ও বিজেপি বিধায়ক জয়ন্ত সারাঙ্গির হয়ে প্রচার করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। মারচিকোট চক থেকে রোডশো শুরু হয়।

অন্যদিকে, ৪ জুন বিজেডি সরকারের 'এক্সপায়ারি ডেট'। ওড়িশায় ভোটপ্রচারে এই ভাষাতেই 'বন্ধু' বিজেডিকে বেনজির আক্রমণ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এবার জগন্নাথ মন্দিরের রত্নভাণ্ডারের চাবি হারিয়ে যাওয়া নিয়েও নবীন পট্টনায়কের নেতৃত্বাধীন সরকারকে তোপ দাগলেন। মোদির কথায় বিজেডি শাসনে নিরাপদ নয় পুরীর ঐতিহাসিক মন্দির।

সোমবার ওড়িশা সফরে পুরীর মন্দিরে পুজো দেন মোদি। রোড শো করেন। আঙ্গুলের সভা থেকে বলেন, 'বিজেডির শাসনে নিরাপদ নয় পুরীর জগন্নাথ মন্দির। ছয় বছর হয়ে গেল, রত্ন ভাণ্ডারের চাবি পাওয়া যাচ্ছে না।' বারোশো শতকের মন্দিরে পুজো দিয়ে মোদি বলেন, 'মহাপ্রভু জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা করেছি, যেন সর্বদা তাঁর আশীর্বাদ আমাদের উপর থাকে এবং আমরা যেন নতুন উচ্চতার পথে এগোতে পারি।'

২০১৮ সালে ওড়িশা হাইকোর্ট সরকারকে মন্দিরের রত্নভাণ্ডার খোলার নির্দেশ দেয়। যদিও রত্ন ভাণ্ডারের চাবি পাওয়া যায়নি বলে তা সম্ভব হয়নি। এই ঘটনায় রাজ্যবাসী ক্ষুব্ধ হয়। ভোটের মধ্যে সেই ধর্মীয় আবেগকে খুঁচিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী।

উল্লেখ্য, ২৬ মে ষষ্ঠ দফায় ভোট রয়েছে ওড়িশায়। গত ৬ মে ওড়িশায় প্রচারে মোদি বলেছিলেন, 'ওড়িশায় উর্বর কৃষিজমি, জল, খনিজ পদার্থ, সমুদ্র উপকূল রয়েছে। ইতিহাস, সংস্কৃতি রয়েছে। ঈশ্বর সব দিয়েছে ওড়িশাকে। তারপরেও কেন গরিব ওড়িশার মানুষ? উত্তর হল লুট। প্রথমে কংগ্রেস, পরে বিজেডি নেতারা লুট করেছে এই রাজ্যকে। ছোটখাটো বিজেডি নেতারও বিলাসবহুল বাংলো রয়েছে।' আরও বলেন, সাত দশক ধরে কংগ্রেস এবং বিজু জনতা দল লুট করেছে ওড়িশাকে। কিন্তু এবার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কের 'শেষের সেদিন' এসে গিয়েছে।

আমদাবাদ বিমানবন্দরে গ্রেপ্তার ৪ আইসিসিস জঙ্গি

আমদাবাদ, ২০ মে: কিছুদিন আগেই বোমা মেরে আমদাবাদ বিমানবন্দর উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিল অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার সেই বিমানবন্দর থেকেই ৪ আইএসআইএস জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করল গুজরাত পুলিশ। লোকসভা নির্বাচনের মাঝেই গুজরাতের মাটিতে ৪ জঙ্গির গ্রেপ্তারির ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, সন্দেহভাজন ওই ৪ জঙ্গি শ্রীলঙ্কার বাসিন্দা।

জানা গিয়েছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে আমদাবাদের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বিমানবন্দরে প্রস্তুতি নিয়েই ছিল গুজরাত পুলিশের অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড। তারা বিমানবন্দরে পা রাখতেই ৪ জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করে তদন্তকারীরা। গ্রেপ্তারের পর তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অজ্ঞাতপরিচয় কোনও জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, দেশে বড় কোনও জঙ্গি হামলা চালানোর ছক কষছিল এই ৪ জঙ্গি। সেই লক্ষ্যেই শ্রীলঙ্কা থেকে চেন্নাই হয়ে আমদাবাদে আসে তারা। যদিও নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছনোর আগেই বিমানবন্দরে গ্রেপ্তার করা হয় ৪ জনকে।

পাশাপাশি তদন্তকারিদের তরফে জানা গিয়েছে, সন্দেহভাজন ৪ জঙ্গি পাকিস্তানের নির্দেশে ভারতে কাজ করত। পাকিস্তানের তরফে নয়া কোনও নির্দেশের অপেক্ষায় ছিল তারা। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে সোমবার ওই জঙ্গিদের গ্রেপ্তার করা হয়। প্রসঙ্গত, গুজরাতের মাটিতে এটিএসের এহেন অভিযান এই প্রথমবার নয়, এর আগে এক গোপন অভিযানে ৫ সন্দেহভাজন আইএস জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করে এটিএস। পাশাপাশি গত মার্চ মাসে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসা ২ আইএস জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে দেশের একাধিক বিমানবন্দরে বোমা হামলার হুমকি দিয়েছিল অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা। সেই ঘটনার পর কড়া সতর্কতা জারি করা হয় দেশের সব বিমানবন্দরে। সেই ঘটনার সঙ্গে গ্রেপ্তার হওয়া জঙ্গিদের কোনও যোগ রয়েছে কি না খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। সব মিলিয়ে লোকসভা নির্বাচনের মাঝে গুজরাত থেকে ৪ জঙ্গির গ্রেপ্তার স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ছত্তিশগড়ে পিকআপ ভ্যান উলটে মৃত কমপক্ষে ১৮

রায়পুর, ২০ মে: ছত্তিশগড়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। পিক আপ ভ্যান উলটে মৃত্যু হল ১৮ জন যাত্রীর। আহত কমপক্ষে ৮। আহতের স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। খবর পেয়ে উদ্ধার কাজে নেমেছে স্থানীয় প্রশাসন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার ছত্তিশগড়ের কবিরধাম জেলার কুকদুর থানার অর্ন্তগত বাহপানি গ্রামের কাছে যাত্রী বোঝাই একটি পিকআপ ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। যাত্রী বোঝাই গাড়িটিতে প্রায় সকলেই শ্রমিক ছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

স্থানীয় একটি জঙ্গল থেকে কেন্দুপাতা সংগ্রহ করে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে গাড়িটি। ঘটনাস্থলেই মারা গিয়েছেন ১৮ জন। তাঁদের মধ্যে ১৪ জনই মহিলা। ৪ যাত্রীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। কবিরধাম জেলার পুলিশ সুপার অভিষেক পল্লব জানিয়েছেন, আহতদের উদ্ধার কাজে হাত লাগিয়েছে পুলিশ।

ছত্তিশগড়ের উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় শর্মা দুর্ঘটনার খবর পেয়ে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। তিনি লেখেন, 'শ্রমিকদের নিয়ে ফেরার সময় একটি পিকভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায়। এই ঘটনায় শ্রমিকদের মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক। এই দুর্ঘটনায় যে পরিবার নিজেদের প্রিয়জনদের হারিয়েছে তাঁদের প্রত্যেকে আমার সমবেদনা জানাই। যাঁরা আহত হয়েছেন তাঁদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। রাজ্য সরকার ও স্থানীয় প্রশাসন দুর্ঘটনার শিকার প্রত্যেক শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের পাশে রয়েছে।'

বিদেশি মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন ভেঙে কোটি কোটি টাকা নিয়েছে আপ

নয়াদিল্লি, ২০ মে: বিদেশি মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন (এফসিআরএ) ভেঙে বিপুল অঙ্কের অর্থসাহায্য নিয়ে আম আদামি পার্টি (আপ)। কেন্দ্রীয় সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর তরফে সোমবার এই অভিযোগ তোলা হল। তাদের দাবি, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল আমেরিকা এবং কানাডা থেকে যে বিপুল অর্থসাহায্য পেয়েছে তার নথিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দাতাদের নাম নেই। যা এফসিআরএ সংক্রান্ত নিয়মের পরিপন্থী।

২০১৪ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে এফসিআরএ সংক্রান্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে আপ অন্তত সাত কোটি আট লক্ষ টাকা অর্থসাহায্য নিয়েছে বলে ইডির তরফে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে জানানো হয়েছে। এই ঘটনায় ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন এবং ভারতীয় দণ্ডবিধিও লঙ্ঘিত হয়েছে বলে দাবি ইডির। আমেরিকা ও কানাডা ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাশাহি, কুয়েত এবং ওমান থেকেও আপ বিপুল অনুদান পেয়েছে বলে জানিয়েছে ইডি। যদিও এই খবর প্রকাশ্যে আসার পরেই আপের তরফে অভিযোগ খারিজ করে ইডির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তোলা হয়েছে।

গত শুক্রবার ইডির তরফে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে পেশ করা আবগারি দুর্নীতি সংক্রান্ত বেআইনি আর্থিক লেনদেনের মামলায় 'অভিযুক্ত' হিসাবে আপ-এর নাম চার্জশিটে রাখা হয়েছে। শুক্রবার তদন্তকারী সংস্থা ইডি-র তরফে সুপ্রিম কোর্টকে এ কথা জানানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আপই দেশের প্রথম স্বীকৃত রাজনৈতিক দল, দুর্নীতির মামলায় যাকে 'অভিযুক্ত' হিসেবে দেখানো হল।

এখানেই শেষ নয়। কেজরির দলের অস্বস্তি

দাবি ইডির

বাড়িয়েছে খলিস্তানপন্থী নিষিদ্ধ সংগঠন 'শিখস ফর জাস্টিস' (এসএফজে)-এর থেকে অর্থসাহায্য নেওয়ার অভিযোগ! দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভিকে সাক্সেনা গত ৬ মে কেজরিওয়াল এবং তাঁর দলের বিরুদ্ধে 'জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা' (এনআইএ) তদন্তের সুপারিশ করেছেন। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে এসএফজে সবচেয়ে বেশি 'সক্রিয়' আমেরিকা এবং কানাডাতেই!

'বৃহত্তর পঞ্জাব' নিয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র খলিস্তান রাষ্ট্র গড়ার দাবিতে সক্রিয় এসএফজে গত কয়েক বছর ধরেই ভারতের বিরুদ্ধে নানা নাশকতামূলক তৎপরতায় জড়িত। সংগঠনের প্রধান গুরপতবন্ত সিং পান্নুন সম্প্রতি দাবি করেছিলেন, নব্বইয়ের দশকে ধৃত এক খলিস্তানি জঙ্গি নেতাকে দিল্লির জেল থেকে ছাড়ার শর্তে ২০১৪ থেকে ২০২২ পর্যন্ত প্রায় এক কোটি ৬০ লক্ষ ডলার (প্রায় ১৩৩ কোটি টাকা) অর্থ সাহায্য করা হয়েছে আপ নেতৃত্বকে। তার পরেই বিজেপির তরফে এনআইএ তদন্তের দাবি তোলা হয়েছিল।

পান্নুন একটি ভিডিও বার্তায় দবি করেন, কেজরিওয়ালকে তাঁরা আট বছরে ১০০ কোটি টাকার বেশি অর্থ সাহায্য করেছেন। পান্নুনের দাবি, বিনিময়ে ১৯৯৩ সালে দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত দেবেন্দ্র পাল সিং ভুল্লারকে ছেড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল দিল্লি সরকার। ২০২২ সালে পঞ্জাবের বিধানসভা ভোটের আগেও এসএফজের তরফে আপকে বিপুল অর্থ দেওয়া হয়েছিল বলে এসএফজে নেতৃত্বের দাবি। যদিও আপ নেতৃত্বের বক্তব্য, পান্নুন মিথ্যা বলছেন। আগামী ২৫ মে ষষ্ঠ দফায় দিল্লির সাতটি লোকসভা আসনে ভোট। তার আগে এই ঘটনার আপ রাজনৈতিক ভাবে চাপে পড়ল বলেই মনে করা হচ্ছে।

কিশোরীকে গণধর্ষণের পর ইটভাটার চুল্লিতে পুড়িয়ে হত্যা!

মৃত্যুদণ্ড দুই সাজাপ্রাপ্তকে

জয়পুর, ২০ মে: গত বছর অগস্ট মাসে রাজস্থানের ভিলওয়াড়ায় কিশোরীকে গণধর্ষণের পর ইটভাটার চুল্লিতে পুড়িয়ে মারার ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। যে নৃশংসতায় হতবাক হয়েছিল গোটা দেশ। ওই ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত দুই ভাইকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দিল বিশেষ আদালত।

পুলিশি তদন্তে জানা গিয়েছে, জীবিত অবস্থায় নির্যাতিতাকে চুল্লিতে ফেলে দিতে দুই অভিযুক্তকে সাহায্য করেছিলেন মহিলারা। ঘটনায় জড়িত মোট ১০ জন। ছয় পুরুষ এবং চার মহিলা। প্রাথমিকভাবে চার জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এই ঘটনাকে 'বিরলের মধ্যে বিরল' বলল আদালত। শনিবার পকসো আইনে দুই অভিযুক্ত কালু এবং কানহাকে দোষী সাব্যস্ত করেন বিচারপতি। যদিও প্রমাণ নষ্টের অভিযুক্ত তিন মহিলা-সহ ৭ জনকে এদিন বেকসুর খালাস ঘোষণা করে বিশেষ আদালত।

অভিযুক্ত তিন মহিলার মধ্যে দু-জন কালু এবং কানহার স্ত্রী বলে জানা গিয়েছে। সরকার পক্ষের আইনজীবী মহাবীর সিং কিশনাওয়াত জানান, কালু এবং কানহাকে ধর্ষণ এবং খুনে দোষী সাব্যস্ত করেছে আদাবত। তাদের মৃত্যুদণ্ডের সাজা শুনিয়েছেন বিচারক। সাজাপ্রাপ্তরা রাজস্থান হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবেন বলে মনে করা হচ্ছে। গত বছর ৩ অগস্ট ভিলওয়াড়ার ইটভাটা থেকে কিশোরীর পোড়া দেহাংশ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। নাবালিকাকে গণধর্ষণ করে খুন করার পর প্রমাণ লোপাটে দেহ পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। চার অভিযুক্ত কালু লাল (২৫), কানহা (২১), সঞ্জয় কুমার (২০) এবং পাপ্পুকে (৩৫) গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। জীবিত অবস্থায় কিশোরীকে ইটভাটার জ্বলন্ত চুল্লিতে ফেলে দিতে সাহায্য করেন অভিযুক্তদের স্ত্রী, মা এবং বোন। খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে সাসপেন্ড করা হয়েছিল স্থানীয় থানার সাব-ইন্সপেক্টরকে। সেই ঘটনাতেই দুই অভিযুক্তকে মৃত্যুদণ্ড দিল আদালত।

বার্লিনে বিশ্বসংস্কৃতির মহামিছিল

বার্লিন, ২০ মে: বার্লিনের রাজপথে আবার নানা ধর্ম-বর্ণের মানুষের মিলনমেলা। ঐতিহ্যবাহী রঙিন জমকালো পোশাকে সজ্জিত সংস্কৃতিকর্মীদের পায়ে পায়ে বর্ণিল হয়ে উঠল বার্লিনের রাজপথ। এ যেন বিশ্বসংস্কৃতির মহামিছিল। এটা ছিল বার্লিনের আন্তঃসংস্কৃতি কার্নিভ্যাল।

এবার ২৬ বছরে পড়ল বার্লিনের এই কার্নিভ্যাল। জার্মান ভাষায় পোশাকি নাম 'কার্নিভ্যাল ডের কলটুর'। ১৯৯৬ সালে জার্মানিতে থাকা বিদেশিদের প্রতি বিদ্বেষের বিরুদ্ধে প্রতীকী প্রতিবাদ জানাতেই এই উৎসব চালু হয়। সেই থেকেই চলছে। এখন প্রতিবাদী সংস্কৃতির মিছিল এখন বিশ্বসংস্কৃতির মহামিছিলে পরিণত হয়েছে। তবে সেই প্রতীকী প্রতিবাদের আবেদন বেড়েছে। জার্মান তথা ইউরোপে ধর্ম-বর্ণ-অভিবাসীবিরোধী ও জাতীয়তাবাদী কট্টরপন্থীদের রুখতে তাই বিশ্বসংস্কৃতির মহামিছিল আরও উচ্চকিত।

রবিবার বিশ্বের নানা প্রান্তে থাকা নানা ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির মিলনমেলায় পরিণত হয়েছিল বার্লিনের রাজপথ। দক্ষিণ ইউরোপের ব্রাজিল, পেরু, বলিভিয়ার অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে ছিল আফ্রিকার নানা দেশ এবং ক্যারিবিয়ান দেশগুলো প্রতিনিধিরা। আর ছিল এশিয়ার নানা দেশের ৬০টি সাংস্কৃতিক দল। বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের বর্ণাঢ্য জমকালো পোশাক আর গানবাজনার তালে বার্লিনের রাজপথে ছন্দ, তাল, লয়ে বর্ণিল হয়ে উঠেছিল।

এই মহামিছিলে বাংলাদেশও অংশ নিয়েছিল। ছিল বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির গান আর নাচ। নীল আকাশের নীচে বার্লিন শহরের প্রাণকেন্দ্র মেরিংডাম থেকে হারমান স্কোয়ার পর্যন্ত প্রায় পাঁচ কিলোমিটার রাস্তাজুড়ে যেন বিশ্বসংস্কৃতির মেলা বসেছিল। রাজপথের দু'ধারে ৬৫০ হাজার মানুষ করতালি আর সমস্বরে আনন্দধ্বনি দিয়ে পুরো পরিবেশ উৎসবমুখর করে তোলে।

বাঙালি জাতিসত্তার অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক ধারণা ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেই বাঙালিদের এই উদ্যোগ। বার্লিন তথা জার্মানপ্রবাসী বাঙালিরা দীর্ঘদিন ধরেই এই মহাযাত্রার অন্যতম শরিক। আর এবারের যাত্রায় বাঙালিদের মূল বিষয় ছিল ধর্মীয় মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে দক্ষিণ এশিয়া। সেই ২০০২ সাল থেকেই প্রবাসী বাঙালিরা, বার্লিনের বিশ্বসংস্কৃতির মহাযাত্রার সহযাত্রী হয়েছেন।

বার্লিনের আন্তঃসংস্কৃতি কার্নিভ্যালের মূল অনুষ্ঠানের আগের দিন শনিবার শিশু, কিশোরদের জন্য আয়োজিত কার্নিভ্যালে এই প্রথম বাঙালি শিশু, কিশোররা অংশ নিয়ে নজর কেড়েছে। শিশু, কিশোরদের মঞ্চানুষ্ঠান পুরস্কৃত হয়েছে।

গাজায় ইজরায়েলি বিমানবাহিনীর অগ্নিবর্ষণে মৃত মহিলা-শিশু সহ ২৭

গাজা, ২০ মে: গাজায় আক্রমণ ক্রমশ বাড়াচ্ছে ইজরায়েল। আমেরিকার হুঁশিয়ারি, আন্তর্জাতিক মহলের হাজারো চাপ সত্ত্বেও ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু হামলা চালিয়ে যাচ্ছেন। হামাসকে সমূলে বিনাশ করার সিদ্ধান্ত থেকে তিনি টলতে নারাজ। সেই লক্ষ্যে রবিবার মধ্য গাজায় 'অগ্নিবর্ষণ' করেছে ইজরায়েলি বিমানবাহিনী। এই হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন মহিলা ও শিশু সহ অন্তত ২৭ জন। এবার যুদ্ধকালীন মন্ত্রক থেকে ইস্তফা দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন ইজরায়েলের অন্যতম নেতা বেনি গানৎজ।

আট মাস পরও থামার নাম নেই হামাস বনাম ইজরায়েল যুদ্ধের। ইতিমধ্যেই গাজায় প্যালেস্তিনীয়দের মৃত্যুর সংখ্যা ৩৫ হাজার পেরিয়ে গিয়েছে। যা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলের নিন্দার মুখে পড়তে হয়েছে। তবু হামাস নিধনে উত্তর থেকে দক্ষিণ গোটা গাজা ভূখণ্ড গুঁড়িয়ে দিচ্ছে ইজরায়েলি ফৌজ। রবিবারও মধ্য গাজার দেইর আল-বালাহ এলাকায় বোমাবর্ষণ করে ইজরায়েলের বিমানবাহিনী। গাজার স্বাস্থ্যমন্ত্রক এই হামলায় ২৭ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে। তারা জানিয়েছে, এই ঘটনায় আহতও হয়েছেন বেশ কয়েকজন।

এদিকে, শনিবার মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইজরায়েলের যুদ্ধকালীন মন্ত্রকের মন্ত্রী বেনি গানৎজ। তাঁর অভিযোগ, যুদ্ধ শেষ হলে গাজার ভবিষ্যৎ কী হবে? শাসন কে করবে? পণবন্দিরা কী করবেন? এইসব প্রশ্নের কোনও স্পষ্ট উত্তর নেই নেতানিয়াহুর কাছে। এমনকি গাজা ভূখণ্ডে ইজরায়েলি জওয়ানদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা নিয়েও নাকি কোনও পরিকল্পনা নেই তাঁর কাছে। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নেতানিয়াহু এই সব প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট ভাবে করলে ইস্তফা দেবেন গানৎজ।

বিশকেকে গণ্ডগোলে ভারতীয় পড়ুয়াদের ছাত্রাবাসে হামলার দাবি

বিশকেক, ২০ মে: কিরগিজ ও মিশরীয় পড়ুয়াদের সংঘর্ষে শুরু হওয়া গণ্ডগোলের জেরে রবিবার কিরগিজস্তানের রাজধানী বিশকেকে উত্তেজনা তৈরি হয়। ভারতীয় পড়ুয়াদের ছাত্রাবাসেও আক্রমণ হয়েছে বলে খবর।

বিশকেকের ভারতীয় পড়ুয়ারা সমস্যায় পড়েছে। ইতিমধ্যেই তাঁদের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে সতর্ক করা হয়েছে। আনোয়ার আজিজ খান নামে এক ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে এক ব্যক্তির কথোপকথনের অডিয়ো সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দাবি করা হয়, ওই ব্যক্তি ভারতীয় দূতাবাসের কর্মী। ওই ছাত্রকে বলতে শোনা যাচ্ছে, তিনি এবং অন্য ভারতীয় পড়ুয়ারা বিশকেকের একটি কাফেতে লুকিয়ে রয়েছেন। তাঁরা সকলে ভারতীয় নাগরিক। খুব সমস্যায় রয়েছেন। ভারতীয় দূতাবাসের কর্মী হিসেবে দাবি করা ব্যক্তির কাছে আনোয়ারের প্রশ্ন, 'ভারত সরকার তাঁদের মুক্তির জন্য কী করছে?' উলটো দিকের ব্যক্তিকে বলতে শোনা যায়, 'এত রাতে কী করব?' ভারতীয় দূতাবাসের তরফে অবশ্য পড়ুয়াদের ঘরবন্দি থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

রবিবার বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর জানিয়েছেন, পরিস্থিতি এখন শান্ত বলে জানা গিয়েছে। বিশকেকের ভারতীয় পড়ুয়াদের ওপরে নজর রাখা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ভারতীয় দূতাবাসের তরফে পড়ুয়াদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। হেল্পলাইন নম্বরও প্রকাশ করেছে দূতাবাস। শুধু ভারতীয় ছাত্ররা নন, গণ্ডগোলে আটকে পড়েছেন পাকিস্তান ও বাংলাদেশি পড়ুয়ারাও। পাক সরকারের দাবি, ১৮ মে ভোরে ভারতীয়, পাকিস্তানি ও বাংলাদেশি পড়ুয়াদের বেশ কয়েকটি ছাত্রাবাসে হামলা হয়েছে। কিরগিজ বিদেশ মন্ত্রকের অবশ্য দাবি, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ঘটনায় কেউই গুরুতর আহত হননি। আহতদের হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দ্রুত পদক্ষেপ করা হয়েছে।

কলকাতার দুশ্চিন্তা ১০ দিনের বিরতি, সল্টের অভাব পূরণের চ্যালেঞ্জ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১১ মে আইপিএলের এ মৌসুমে নিজের শেষ ম্যাচটি খেলেন ফিল সল্ট। পাকিস্তানের বিপক্ষে ২২ মে থেকে শুরু টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে এরপর দেশে ফিরে যান এই ইংলিশ উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান। সল্টের জায়গায় খেলার কথা আফগানিস্তানের রহমানউল্লাহ গুরবাজের। তবে প্লে,অফের আগে গুরবাজ মাঠেই নামতে পারলেন না!

শুধু গুরবাজ কেন, ১১ মে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের বিপক্ষে ওই ম্যাচের পর থেকে মাঠে নামার সুযোগ হয়নি কলকাতারই। ১৩ মে আহমেদাবাদে গুজরাট টাইটানসের বিপক্ষে ম্যাচটি ভেসে যায় বৃষ্টির কারণে। সে ম্যাচে টসই হতে পারেনি। অবশ্য ওই ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়ে যাওয়ার পর শীর্ষ দুইয়ে থেকে লিগ পর্ব শেষ করা নিশ্চিত হয় কলকাতার।

গতকাল গুয়াহাটিতে রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে ম্যাচটি আগামীকাল প্রথম কোয়ালিফায়ারের আগে হওয়ার কথা ছিল গা-গরমের। সে ম্যাচও ভেসে গেছে বৃষ্টিতে। পার্থক্য বলতে, এবার টস হতে পেরেছিল। তবে এবারও একটি বলও মাঠে গড়াতে পারেনি। ফলে আগামীকাল সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে কলকাতা খেলতে নামবে ১০ দিনের বিরতির পর!

আইপিএলের যা সূচি, তাতে এমন বিরতি বেশ লম্বাই। তার ওপর সল্ট চলে যাওয়ায় দলের কম্বিনেশনটাও একটু যাচাই করে দেখার সুযোগ হারিয়েছে শেষ পর্যন্ত শীর্ষে থেকেই লিগ পর্ব শেষ করা কলকাতা। এমনিতে প্লে-অফে রিজার্ভ ডে থাকার কথা। তবে কোয়ালিফায়ারও শেষ পর্যন্ত মাঠে গড়াতে না পারলে আইপিএলের নিয়ম অনুযায়ী পয়েন্ট তালিকায় এগিয়ে থাকা কলকাতাই যাবে ফাইনালে। এরপরও সল্টের শূন্যস্থান পূরণের চ্যালেঞ্জ কলকাতার থাকছেই। এ মৌসুমের আগে হয়ে যাওয়া নিলামে কোনো দল সল্টকে নেয়নি, জেসন রয় নিজেকে সরিয়ে নেওয়ায় কলকাতা তাঁকে দলে ভেড়ায়। সুনীল নারাইনের সঙ্গে সল্টের উদ্বোধনী জুটি এরপর হয়ে ওঠে কলকাতার সাফল্যের অন্যতম অংশ। ১২ ইনিংস একসঙ্গে খেলে দুজন যোগ করেন মোট ৫৫৯ রান, ৪৬.৫৮ গড়ে যে জুটি ওভারপ্রতি তোলেন ১২.৪৬ রান। সল্ট নিজে ১২ ইনিংসে ১৮২ স্ট্রাইক রেটে করেন ৪৩৫ রান।

হায়দরাবাদের বিধ্বংসী ব্যাটিং লাইনআপের জবাব দিতে নারাইন-সল্টের উদ্বোধনী জুটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল কলকাতার। এমনিতে গুরবাজও তাঁর বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ের জন্য পরিচিত, তবে বিরতির পর প্রথম কোয়ালিফায়ারে এখন কোনো রকম ম্যাচ-প্রস্তুতি ছাড়াই নেমে পড়তে হবে তাঁকে। অবশ্য প্রথম কোয়ালিফায়ার বলেই হারলেও ফাইনালে যাওয়ার আরেকটি সুযোগ পাবে কলকাতা বা হায়দরাবাদ।

অন্যদিকে কলকাতার সঙ্গে ম্যাচ ভেসে যাওয়ার পর এলিমিনেটর অবস্থানে নেমে যেতে হয়েছে রাজস্থানকে। গতকাল জয় পেলে শীর্ষ দুইয়ে থাকা নিশ্চিত হতো তাদের। অবশ্য এমনিতেও দলটি হেরে চলেছে একের পর এক ম্যাচ। প্রথম ৯ ম্যাচের ৮টিতে জেতা রাজস্থান পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থেকেই লিগ শেষ করবে, একটা সময় মনে হচ্ছিল এমন। কিন্তু টানা চারটি হারে পিছিয়ে পড়তে থাকে তারা। প্লে-অফ নিশ্চিত হতেও সময় লাগে তাদের। তার ওপর জাতীয় দলের সিরিজের জন্য রাজস্থানকে আগেই ছেড়ে গেছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক জস বাটলার। তাঁর জায়গায় আরেক ইংলিশ ব্যাটসম্যান টম কোলার-ক্যাডমোরকে খেলিয়েছিল রাজস্থান, তবে আইপিএল অভিষেকে তিনি মোটেও সুবিধা করতে পারেননি। পাঞ্জাব কিংসের কাছে হারা ম্যাচে ওপেনিংয়ে নেমে ২৩ বলে মাত্র ১৮ রান করেন কোলার-ক্যাডমোর। সর্বশেষ কয়েকটি ম্যাচে অবশ্য দলটির বড় দুশ্চিন্তা মিডল অর্ডারই। এদিকে জাতীয় দলের সিরিজ থাকলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক রোভম্যান পাওয়েলকে পাচ্ছে রাজস্থান। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের দলে রাখা হয়নি তাঁকে।

কে কোথায় দাঁড়িয়ে

কলকাতা নাইট রাইডার্স
১৪ ম্যাচে ৯টি জয়, ২০ পয়েন্ট

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ
১৪ ম্যাচে ৮টি জয়, ১৭পয়েন্ট

রাজস্থান রয়্যালস
১৪ ম্যাচে ৮টি জয়, ১৭ পয়েন্ট

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু
১৪ ম্যাচে ৭টি জয়, ১৪ পয়েন্ট

চেন্নাই সুপার কিংস
১৪ ম্যাচে ৭টি জয়, ১৪ পয়েন্ট

দিল্লি ক্যাপিটালস
১৪ ম্যাচে ৭টি জয়, ১৪ পয়েন্ট

লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস
১৪ ম্যাচে ৭টি জয়, ১৪ পয়েন্ট

গুজরাট টাইটানস
১৪ ম্যাচে ৫টি জয়, ১২ পয়েন্ট

পঞ্জাব কিংস
১৩ ম্যাচে ৫টি জয়, ১০ পয়েন্ট

মুম্বই ইন্ডিয়ানস
১৪ ম্যাচে ৪টি জয়, ৮ পয়েন্ট

ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন! রোহিতের অভিযোগ ওড়ালেন সম্প্রচারকারীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলের সম্প্রচারকারী চ্যানেলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন রোহিত শর্মা। তাঁর অভিযোগ, বারণ করা সত্ত্বেও তাঁর কিছু কথাবার্তা ক্যামেরায় রেকর্ড করে সম্প্রচারিত হয়েছে। রোহিতের এই অভিযোগের জবাব দিলেন 'স্টার স্পোর্টস' কর্তৃপক্ষ। তাঁদের দাবি, কারও ব্যক্তিগত কথাবার্তা সম্প্রচার করা হয় না।

রোহিতের অভিযোগের প্রেক্ষিতে আইপিএলের সম্প্রচারকারী চ্যানেলের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ''গত ১৬ মে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে অনুশীলনের সময় ভিডিয়ো করা হয়েছিল। অনুশীলনের ছবি তোলার স্বত্ব স্টার স্পোর্টসের রয়েছে। সে সময় এক জন সিনিয়র ক্রিকেটার তাঁর বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছিলেন মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে। সেই ছবি তোলা হলেও তাঁদের কথাবার্তা ক্যামেরায় রেকর্ড করা হয়নি। তাঁদের কথা সম্প্রচারও করা হয়নি।'' চ্যানেল কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছেন, ''সংশ্লিষ্ট সিনিয়র ক্রিকেটার তাঁর কথা রেকর্ড না করার জন্য অনুরোধ করছেন; এই পর্যন্তই শব্দ রেকর্ড করা হয়েছিল। ম্যাচ শুরুর আগে প্রস্তুতির সব কিছু সরাসরি সম্প্রচার করার স্বত্ব রয়েছে আমাদের। তা ছাড়া এই ধরনের বিষয় আমাদের সম্পাদকীয় নীতির পরিপন্থী।''

আইপিএলের সম্প্রচারকারী চ্যানেল কর্তৃপক্ষ রোহিতের অভিযোগ খারিজ করে নিজেদের অর্জিত অধিকারের কথা বলেছেন। তাঁদের এই ব্যাখ্যা ভারতীয় দলের অধিনায়ককে সন্তুষ্ট করেছে কি না, তা জানা যায়নি। গত রবিবার সমাজমাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করে রোহিত লিখেছিলেন, তক্রিকেটারদের জীবনে এখন এত অনুপ্রবেশকারী ঢুকে পড়েছে যে ক্যামেরা তাঁদের প্রতিটি পদক্ষেপ এবং কথাবার্তা রেকর্ড করে চলেছে। বন্ধুবান্ধব এবং সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলনে বা ম্যাচের দিনে গোপনে যে কথাবার্তা বলছি তা সম্প্রচারিত হচ্ছে। তিনি আরও লেখেন, স্টার স্পোর্টসকে অনুরোধ করেছিলাম কথাবার্তা রেকর্ড না করতে। তবু ওরা করেছে এবং সেটা সম্প্রচার করেছে। এটা গোপনীয়তা ভঙ্গ। সবার থেকে আলাদা বিষয় দেখানো এবং (সমাজমাধ্যমে) 'ভিউ' আর 'এনগেজমেন্ট'-এর প্রতি নেশা এতটাই বেড়েছে যে এটা এক দিন সমর্থক, ক্রিকেটার এবং ক্রিকেটের মধ্যে থাকা বিশ্বাস ভেঙে দেবে। আশা করি, দ্রুত শুভ বুদ্ধির উদয় হবে।

কলকাতা নাইট রাইডার্সের সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারের সঙ্গে রোহিত কিছু ব্যক্তিগত কথা বলেছিলেন আইপিএলের ম্যাচের আগে। তাঁদের কথাবার্তার কিছু অংশ মাঠের আবহের শব্দের সঙ্গে ক্যামেরাবন্দি হয়ে যায়। যাতে রোহিতের বক্তব্যে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এক রাশ অভিমান ধরা পড়েছিল। কেকেআর সমাজমাধ্যমে দু'জনের কথাবার্তার ভিডিয়ো পোস্ট করেও মুছে দেয়। তা নিয়েই রোহিতের সঙ্গে চ্যানেল কর্তৃপক্ষের সরাসরি বাগ্‌যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল কার্যত।

পাকিস্তানের সাদা বলের কোচের দায়িত্ব নিলেন কারস্টেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: পরিকল্পনা মতোই আইপিএলের পর ইংল্যান্ডে বাবর আজমদের শিবিরে যোগ দিলেন গ্যারি কারস্টেন। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন ব্যাটারকে সাদা বলের ক্রিকেটের জন্য কোচ নিযুক্ত করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চার ম্যাচের প্রস্তুতি সিরিজ খেলবে পাকিস্তান। ২২ মে প্রথম ম্যাচ। এই সিরিজ থেকে সরকারি ভাবে বাবরদের দায়িত্ব নিচ্ছেন কারস্টেন। গত ১৬মে আইপিএলে গুজরাতের শেষ ম্যাচ ছিল হায়দরাবাদে। সেখান থেকেই ইংল্যান্ডের লিডসে গিয়েছেন কারস্টেন। বাবর ছাড়াও টিম হোটেলে তাঁকে স্বাগত জানান সহকারী কোচ আজহার মেহমুদ এবং ম্যানেজার ওয়াহাব রিয়াজ। কারস্টেনের হাতে তুলে দেওয়া হয় পাকিস্তান দলের অনুশীলনের জার্সি এবং টুপি। নতুন কোচকে স্বাগত জানানোর ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ক্রিকেটপ্রেমীদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছে পিসিবি।

২০১১ সালে মহেন্দ্র সিংহ ধোনির দল বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার সময় ভারতীয় দলের কোচ ছিলেন কারস্টেন। ২০১১ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত তিনি ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় দলের কোচ। গুজরাতের আগে ২০১৭ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কোচ ছিলেন কারস্টেন।

কারস্টেনকে সাদা বলের ক্রিকেটে তিন বছরের জন্য কোচ নিযুক্ত করেছে পিসিবি। পাকিস্তানের কোচ হিসাবে আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপই হবে তাঁর প্রথম বড় প্রতিযোগিতা। ২০২৫ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং ২০২৭ সালে এক দিনের বিশ্বকাপেও পাকিস্তানের দায়িত্বে থাকার কথা তাঁর। আইপিএলের সময়ও একাধিক দিন বাবরদের অনলাইন কোচিং করিয়েছেন তিনি।

হাতের মুদ্রায় 'এল' অক্ষর, কলকাতার বিরুদ্ধে নামার আগে উচ্ছ্বাস অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি: অর্ধশতরান করলেই হাতের মুদ্রায় ইংরেজির 'এল' অক্ষর তৈরি করে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন হায়দরাবাদের ব্যাটার অভিষেক শর্মা। কেকেআরের বিরুদ্ধে প্রথম কোয়ালিফায়ারে নামার আগে সেই বিশেষ উচ্ছ্বাসের কারণ জানালেন তিনি।

আইপিএলের একটি ভিডিয়োয় অভিষেক জানিয়েছেন, ওপেনিং সতীর্থ ট্রেভিস হেড এবং তিনি মিলে এই উচ্ছ্বাস তৈরি করেছেন। আইপিএলের ভিডিয়োয় তিনি বলেছেন, এই উচ্ছ্বাস আমাদের ব্যক্তিগত। এর মানে হল লভ, অর্থাৎ ভালবাসা। আমরা ভালবাসা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই ধরনের উচ্ছ্বাস করছি।

পঞ্জাবের বিরুদ্ধে ২৮ বলে ৬৬ রানের ইনিংস খেলেছেন অভিষেক। সেই ম্যাচে খেলা দেখতে এসেছিল অভিষেকের গোটা পরিবার। সে সম্পর্কে হায়দরাবাদের ওপেনার বলেছেন, বাবা ছাড়া আমার গোটা পরিবার এখানে হাজির ছিল। ওরা মাঠে বসে খেলা দেখায় আমি অত্যন্ত খুশি। আমার সঙ্গে ওরাও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে পেরেছে।

চলতি মরসুমে ৪১টি ছয় মেরেছেন অভিষেক। এক মরসুমে বিরাট কোহলির মারা ৩৮টি ছয়ের নজির ভেঙে দিয়েছেন তিনি। সতীর্থ হেনরিখ ক্লাসেনকেও (৩৩) পেরিয়ে গিয়েছেন। আরও অন্তত দু'টি ম্যাচ পাবেন আইপিএলে। ফলে ছয়ের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন কোহলি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্রিকেটের প্রতি তাঁর আবেগ বাকিদের থেকে আলাদা। ফলে উইকেট পড়লে তিনি যেমন বাকিদের চেয়ে বেশি উচ্ছ্বাস করেন, তেমনই দলের দরকারে কোনও সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করতে পিছপা হন না। তেমনই একটা ঘটনা দেখে কোহলিকে সতর্ক করে দিলেন ম্যাথু হেডেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটারের মতে, কোহলি মাঝেমাঝেই সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।

চেন্নাই ম্যাচে একটি সিদ্ধান্তকে ঘিরে আম্পায়ারদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন কোহলি। আম্পায়ারদের সঙ্গে তাঁর বাদানুবাদের ভিডিয়ো পরে ছড়িয়ে পড়ে সমাজমাধ্যমে। খেলা চলাকালীন ধারাভাষ্য দিতে গিয়ে এমন মন্তব্য করেন হেডেন।

তিনি বলেন, তআম্পায়ারদের কাজে বড্ড বেশি মাথা গলাচ্ছে কোহলি। ও তো আরসিবি-র ক্যাপ্টেন নয়। তাই আম্পায়ারদের সঙ্গে এত কথা বলার বা তর্ক করার দরকার নেই ওর। তবে হেডেনের কথায় বিতর্ক তৈরি হয়েছে। অনেক কোহলি সমর্থকই তাঁকে সমালোচনায় ভরিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের দাবি, ক্রিকেট খেলার প্রতি আবেগ থেকেই এমন কাজ করেন কোহলি। তিনি অধিনায়ক না-ই হতে পারেন। কিন্তু মাঠে তাঁর নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা বাকিদের থেকে আলাদা। এর আগে কলকাতা ম্যাচেও আম্পায়ারের আউট দেওয়ার সিদ্ধান্তকে ঘিরে রেগে গিয়েছিলেন কোহলি। সেই ম্যাচে তাঁর জরিমানাও হয়েছিল।

ধোনি কি অবসর নিচ্ছেন?

নিজস্ব প্রতিনিধি: সমর্থকদের কথা দিয়েছিলেন, চেন্নাইয়ের মাঠে খেলে আইপিএল থেকে অবসর নেবেন। কিন্তু চলতি বছর প্লে-অফে উঠতে পারেনি চেন্নাই সুপার কিংস। তা হলে এ বারই কি অবসর নেবেন ধোনি? তাঁর অবসর নিয়ে কী জানাল চেন্নাই সুপার কিংস?

বেঙ্গালুরুর কাছে হেরে আইপিএল থেকে বিদায়ের পর হতাশ হয়ে পড়েছিলেন ধোনি। সবার আগে বেঙ্গালুরু ছেড়ে রাঁচীতে চলে যান তিনি। চেন্নাই সুপার কিংসের এক কর্তা জানিয়েছেন, অবসরের সিদ্ধান্তের আগে ধোনি কয়েক মাস অপেক্ষা করতে চাইছেন।

সংবাদমাধ্যমে ওই কর্তা বলেন, ধোনি চেন্নাইয়ের কাউকে বলেনি যে ও অবসর নিতে চলেছে। ও ম্যানেজমেন্টকে বলেছে, কয়েক মাস সময় নিতে চায়। তার পরে ও অবসর নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

এই বিষয়ে কোনও তাড়াহুড়ো করতে চাইছে না চেন্নাই। পুরো সিদ্ধান্ত ধোনির উপরেই ছেড়ে দিয়েছে তারা। ওই কর্তা বলেন, তআমরা ধোনির উপরেই সবটা ছেড়ে দিচ্ছি। ওর মাথায় কী চলছে সেটা ও সবচেয়ে ভাল জানে। দেখা যাক কী হয়।দ সামনের বার আইপিএলের বড় নিলাম। তার আগেই হয়তো ম্যানেজমেন্টকে নিজের সিদ্ধান্ত জানাবেন ধোনি।

গত বছর থেকে চোট সমস্যায় ফেলেছে ধোনিকে। এ বারের আইপিএলের আগে হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করিয়েছেন তিনি। এখনও মাঝে মাঝে সমস্যা হচ্ছে। ফলে ব্যাট করতে অনেক পরে নামছেন। কম বল খেলার চেষ্টা করছেন। ম্যাচের আগে-পরে হাঁটুতে আইসপ্যাক বেঁধে হাঁটতে দেখা যাচ্ছে ধোনিকে। তাই অবসর নিয়ে তাড়াহুড়ো করতে চাইছেন না তিনি। সব কিছু ভেবে তার পরে সিদ্ধান্ত নিতে চাইছেন চেন্নাইকে পাঁচ বার ট্রফি জেতানো অধিনায়ক।

টানা চারবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে ম্যান সিটির ইতিহাস

নিজস্ব প্রতিনিধি: রেফারির শেষ বাঁশি পর্যন্ত আটকে রাখা গেল না গ্যালারি,দর্শকদের। ৯০ মিনিট পার হতেই এক দল গ্যালারি ছেড়ে নেমে এলেন মাঠের কিনারে।

কী হতে যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছিল সহজেই। কিছুক্ষণের জন্য থামানো হল খেলা, নিরাপত্তাকর্মীরা তৈরি করলেন খেলোয়াড়দের নিরাপদে বেরিয়ে যাওয়ার পথ। খেলা শেষের বাঁশি বাজতেই সেই পথ ধরে টানেলের দিকে ছুটলেন আর্লিং হলান্ড, কেভিন ডি ব্রুইনারা। মুহূর্তেই ইতিহাদের সবুজ গালিচা আকাশী, নীল রঙা দর্শকদের দখলে।

এ যে যেনতেন কোনো মুহূর্ত নয়। ওয়েস্ট হামকে ৩,১ গোলে হারিয়ে ম্যানচেস্টার সিটির ২০২৩,২৪ প্রিমিয়ার লিগ ট্রফি জয়ের মুহূর্ত। তাও শুধু এবারই নয়, এ নিয়ে টানা চতুর্থবার।

ইংল্যান্ডের শীর্ষস্তরে কোনো দলের টানা চার মৌসুমে ট্রফি জয় এই প্রথম।

দ্বিতীয় স্থানে থাকা আর্সেনালের চেয়ে দুই পয়েন্টে এগিয়ে থেকে আজ লিগের শেষ ম্যাচে নামে সিটি। সমীকরণটা ছিল এমন;শিরোপা জিততে সিটিকে জিততেই হবে। ড্র বা হারলেই তাকিয়ে থাকতে হবে আর্সেনাল,এভারটন ম্যাচের দিকে।

তবে ম্যাচের প্রথম ২০ মিনিটের মধ্যেই সিটি সমর্থকদের আর্সেনাল ম্যাচের কথা ভুলিয়ে দেন ফিল ফোডেন। ম্যাচের ৭৯ সেকেন্ডে প্রথম আর ১৮তম মিনিটে দ্বিতীয় গোল করে গ্যালারিতে শিরোপা,উৎসবের ঢেউ তুলে দেন এই ইংলিশ ফরোয়ার্ড।

ম্যাচের ৪২তম মিনিটে ওয়েস্ট হাম ব্যবধান ২,১,এ নামিয়ে আনে মোহাম্মদ কুদুসের চমৎকার এক ওভারহেড কিকে। তবে আর্সেনাল তখন ১ গোলে পিছিয়ে থাকায় দুশ্চিন্তা ভর করেনি ইতিহাদে।

পেপ গার্দিওলার দল সমর্থকদের চাপ পুরোপুরি সরিয়ে দেয় ৫৯ মিনিটে। বের্নার্দো সিলভার সহায়তায় সিটির স্কোরলাইন ৩,১ করে ফেলেন রদ্রি। শেষ পর্যন্ত এই ব্যবধান ধরে রেখেই ম্যাচ অন্তিম মুহূর্তে টেনে নিয়ে যায় সিটি, যখন মাঠে হুড়মুড় করে নামতে আগেভাগেই গ্যালারির আসন ছাড়েন অনেক দর্শক।

আর্সেনাল ততক্ষণে এভারটনের বিপক্ষে ২,১ এগিয়ে গেলেও সিটির এ নিয়ে মাথাব্যথা নেই। ট্রফি জেতার কাজটা যে তারা নিজেদের সামর্থ্যেই করে নিয়েছে!

টানা চতুর্থ লিগ শিরোপা জয়ের দিনে ইতিহাদেও অপরাজিত মৌসুম কাটিয়েছে সিটি। ৩৮ ম্যাচে তোলা ৯১ পয়েন্টের ৪৭টিই এসেছে এ মাঠে। ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগে সিটি এর আগে নিজেদের মাঠে পুরো মৌসুম অপরাজিত ছিল ১৯০৪,০৫, ১৯২০,২১ ও ২০১১,১২ মৌসুমে।

সিটির টানা চতুর্থ লিগজয়ের মাধ্যমে নতুন কীর্তিতে নাম লিখিয়েছেন গার্দিওলাও। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনের (১৩) পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ট্রফি এখন গার্দিওলারই (৬)।

তবে ব্যক্তিগত এই কীর্তির চেয়েও গার্দিওলার গর্বের বড় কারণ; টানা চতুর্থ লিগ জয়। আর যাই হোক, প্রিমিয়ার লিগ ইতিহাসে তাঁর দলই প্রথম টানা চার মৌসুমে লিগ জিতল!

গেইলের গায়ে এখনো জার্সি ফিট হয়, হতে পারেন ইমপ্যাক্ট বদলিও

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএল ক্যারিয়ারে তিনটি দলের হয়ে খেলেছেন। কিন্তু রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সঙ্গেই ক্রিস গেইলের সম্পর্কটা বেশি গাঢ়। বেঙ্গালুরু সতীর্থদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন গেইল।

গত পরশু রাতে লিগ পর্বে দলটির শেষ ম্যাচ তো মাঠে বসেই দেখেছেন। এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে মহেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাই সুপার কিংসের বিপক্ষে সেই ম্যাচটি ২৭ রানে জিতে আইপিএলের প্লে-অফ পর্বে উঠেছে বেঙ্গালুরু।

ম্যাচ শেষে কোহলি-ডু প্লেসি-কার্তিকদের অভিনন্দন জানাতে বেঙ্গালুরুর ড্রেসিংরুমে গিয়েছিলেন গেইল। পরে একটি সাক্ষাৎকারও দিয়েছেন। সাক্ষাৎকারের ভিডিওটি নিজেদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অ্যাকাউন্টে পোস্ট করেছে বেঙ্গালুরু। আমুদে জীবনযাপনে অভ্যস্ত গেইল সাক্ষাৎকার দিতে গিয়েও বেশ রসিকতা করেছেন। বলেছেন, বেঙ্গালুরুর প্রয়োজনে খেলতে নেমে যেতে পারেন।

'ইউনিভার্স বস' গেইলকে শেষবার আইপিএলে খেলতে দেখা গেছে ২০২১ সালে। বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় এই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে ইমপ্যাক্ট,সাবের আবির্ভাব হয়েছে ২০২৩ সালে। দলগুলো চাইলে ম্যাচের ভেতরে একজন খেলোয়াড় বদলি করতে পারে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ফিল্ডিংয়ের পর ব্যাটিংয়ের সময় একজন ব্যাটসম্যানকে ইমপ্যাক্ট,সাব করতে দেখা যায়। এই নিয়মের কারণে একজন খেলোয়াড় ফিল্ডিং, ব্যাটিং, বোলিং;সবই ভালো মানের হওয়া আবশ্যক নয়। ব্যাটিং ভালো করলেই ম্যাচ খেলা যায়। গেইল ইমপ্যাক্ট,বদলি হিসেবে ব্যাটিংয়ে তাঁর উপযোগিতা বোঝাতে চেয়েছেন মজায় মজায়, 'আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, (বেঙ্গালুরুর) জার্সিটা এখনো গায়ে ফিট হয়। যদি তাদের অতিরিক্ত খেলোয়াড় দরকার পড়ে, তাহলে আমি ইমপ্যাক্ট বদলি হিসেবে মাঠে নেমে যেতে পারি। এত সমর্থক দেখে দারুণ লাগল। আমি চিরকাল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ভক্ত হয়ে থাকব।' এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামেই ২০১৩ আইপিএলে পুনে ওয়ারিয়র্স ইন্ডিয়ার বিপক্ষে ১৩ চার ও ১৭ ছক্কায় ৬৬ বলে ১৭৫ রানের অনবদ্য ইনিংস উপহার দিয়েছিলেন গেইল, যা এখনো স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের বিশ্ব রেকর্ড হিসেবে টিকে আছে। এ ছাড়া এ মাঠে আরও কয়েকটি চোখধাঁধানো ইনিংস খেলেছেন গেইল। দীর্ঘদিন পর স্মৃতিবিজড়িত মাঠে ফিরতে পেরে আনন্দিত ৪৪ বছর বয়সী ক্যারিবীয় তারকা, 'এখানে আমার অনেক মজার স্মৃতি আছে। ফিরতে পেরে ভালোই লাগছে। খুব গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে এমন সমর্থকদের দেখতে পারা দারুণ ব্যাপার। আমার কাছে এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে আসতে পারা বিশেষ ব্যাপার।' গেইলের আশা, বেঙ্গালুরু সমর্থকদের তাঁর মতো করেই কেউ না কেউ বিনোদন দিয়ে যাবে, 'একটা বিষয় লক্ষ করলাম, স্টেডিয়ামে নতুন ছাদ বসানো হয়েছে। জানি আমি ছাদের কিছু ক্ষতি করেছি। আমার আশা, কেউ সেটা অব্যাহত রাখবে এবং ইউনিভার্স বসের মতোই বিনোদনদায়ী করে তুলবে। ক্রিকেট খেলার জন্য এটাই সেরা জায়গা। আমি যখন খেলতে নামতাম, লোম দাঁড়িয়ে যেত। এখানে আমার ক্যারিয়ার গড়তে সমর্থকেরা বড় ভূমিকা রেখেছেন।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**